শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

'লেজেন্ডস অব ইসলাম'

২

অনুবাদ

আম্মারুল হক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘লেজেন্ডস অব ইসলাম’ ২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মূল :: শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

অনুবাদ :: আম্মারুল হক

প্রকাশনায় :: চেতনা প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'লেজেন্ডস অব ইসলাম'

২

মূল : শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল
অনুবাদ : আম্মারুল হক

চেতনা
প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বই	:	লেজেন্ডস অব ইসলাম (দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল	:	শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল
অনুবাদ	:	আম্মারুল হক
সম্পাদনা	:	সদরুল আমীন সাকিব
প্রকাশকাল	:	ইসলামি বইমেলা ২০২২
প্রকাশনা	:	২৯
প্রচ্ছদ	:	আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান ও সজ্জা	:	সাহিত্যসারথি
প্রকাশনায়	:	চেতনা প্রকাশন দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা) ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক	:	মাকতাবাতুল আমজাদ, মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক	:	উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার, পরিধি

মূল্য : ২৩০৳

Legends of Islam by Ahmad Musa Jibril
Translated by Ammarul Haqe
Published by Chetona Prokashon
E-mail : chetonaprokashon@gmail.com
Website : chetonaprokashon.com
Phone : 01798-947 657; 01303-855 225

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উৎসর্গ

একদিন তিনি আমার হাত ধরে বলেছিলেন,
'আম্মার! আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। আমার
দাওয়াতি কাজের সঙ্গী হও।'
সেই যে সঙ্গী হয়েছি, আর ছাড়িনি। জানি না
কতদূর পেরেছি আপনাকে সঙ্গ দিতে। কিন্তু
ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ।

মুফতি হারুন ইযহার ফাক্কাল্লাহু আসরাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আর সালাত ও সালাম নাজিল হোক সমস্ত নবী ও রাসুলের সর্দার আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং তার পরিবার-পরিজন ও তার সমস্ত সাহাবির ওপর।

প্রিয় পাঠক, ইসলামি সমাজে আলেমগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব তাদেরই ওপর ন্যস্ত। কারণ আল্লাহর রাসুলের পর আর কোনো নবী-রাসুল এই ধরাপৃষ্ঠে আগমন করবেন না। আল্লাহ পাক আলেমগণের মাধ্যমেই জগতের মানুষকে হেদায়েতের সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ নবী-রাসুলদের কাজগুলো আলেমগণই পরিচালনা করবেন। স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই যে, তাদের মাধ্যমেই মানবগোষ্ঠী জানতে পেরেছে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির সঠিক জ্ঞান। তারাই দিয়েছে সেই শিক্ষা, যার কারণে আমরা আজ পৃথিবীর বুকে সুসভ্য জাতি, মুসলমান। কাজেই নবী-রাসুলগণের পর আলেমগণের মর্যাদা সকল শ্রেণির নেতাদের ঊর্ধ্বে।

পাঠক, আমাদের সালাফ আলেমগণ কেবল ইলম শিখিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং তারা সত্য উচ্চারণ করেছেন শাসককুলের সামনেও। ক্ষমতাবান শাসকের সামনে সত্য বলা অনেক বড় কঠিন বিষয়। দোর্দণ্ড প্রতাপ ও প্রভাবশালীর সম্মুখে সাহস প্রদর্শন এবং সত্য উচ্চারণের সাহস সবার থাকে না। যাদের থাকে, তারা সময়কে জয় করতে পারেন। কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন। এমন সাহসী ও সৎ মানুষের উপমা বিরল, দুর্লভ এবং হাতে-গোনা। সংখ্যায় কম হলেও ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে সত্যনিষ্ঠ মানুষের সাহসী উচ্চারণের নজির রয়েছে। এ ধরনের মানুষ থাকে বলেই সমাজে-রাষ্ট্রে কিছুটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। সত্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়। সত্য-মিথ্যার চিরায়ত দ্বন্দ্বে সত্যের মহিমা প্রকাশ পায়। অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়। এ দুরূহ কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না। হয় তাদের দিয়েই যাদের বক্ষ ঈমান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ও সৎসাহসে টইটম্বুর। যারা পার্থিব ভয় ও জাগতিক লোভ সংবরণ করতে পারেন। যারা ক্ষুদ্র পরিবারের মায়া এবং গুটিকয় প্রিয়জনের ভালোবাসা ডিঙিয়ে সবার হয়ে উঠতে পারেন। নিজেকে সবার এবং সবসময়ের করে তুলতে পারেন। যারা উজ্জীবিত ও বলীয়ান হন দেশ-কালের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বকালের সত্যনিষ্ঠ মানুষের ভালোবাসায়। তেমনই কজন সালাফ আলেমের বর্ণনায় ভরা আমাদের এই পরিবেশনা 'লেজেন্ডস অব ইসলাম'-এর দ্বিতীয় খণ্ড। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহ উম্মাহকে উজ্জীবিত করার যে সংগ্রাম হাতে নিয়েছেন, তারই একটি কর্ম হলো তার এই লেকচার সিরিজ। সেটিই অনূদিত হয়ে আপনাদের হাতে এসেছে।

এই লেকচার আমরা অনুবাদ করিয়ে প্রকাশে বেশ আগ্রহী ছিলাম। আমাদের জন্য সুখবর বয়ে নিয়ে এলেন আমাদের সকলের প্রিয়মুখ, প্রাঞ্জল লেখক ও অনুবাদক স্নেহাশিস মাওলানা আম্মারুল হক হাফিজাহুল্লাহ। ইতিমধ্যেই তিনি আরও লেকচার অনুবাদ করে সুনাম অর্জন করেছেন। তার অনুবাদ-দক্ষতা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। তিনি তার সাবলীল অনুবাদে ভালোবাসা অর্জন করেছেন। এই লেকচার তথা 'লেজেন্ডস অব ইসলাম' তিনি অনুবাদ করে আমাকে দেখালে আমি তার সাবলীল অনুবাদে মুগ্ধ হয়ে প্রকাশের উদ্যোগ নিই। অবশেষে সকল কর্মযজ্ঞ সমাপ্ত করার পর 'লেজেন্ডস অব ইসলাম'-এর দ্বিতীয় খণ্ড আপনাদের সামনে পেশ করতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ। এই জীবনী সিরিজ সকলকে আলোর পথ দেখাবে ইনশাআল্লাহ, একজন প্রকাশক হিসেবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

এই বইয়ের কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো ভুলচুক হয়, তবে তার জন্য সচেতন পাঠকের কাছে অনুরোধ রইল, যেন ভুল আমাদের দৃষ্টিগোচর করা হয়। আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। পরিশেষে সকলের মেহনতকে আল্লাহ কবুল করে নিন। এই বইখানা আমাদের জন্য নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

নিবেদক
বোরহান আশরাফী
২২-১০-২০২২
মাতুয়াইল, ঢাকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহ তাআলার। যিনি বিশ্বজাহানের অধিপতি। তিনি না হলে আকাশ, পৃথিবী পেত না অস্তিত্বের দেখা। গ্রহ, নক্ষত্র হতো না সৃজন। চাঁদ, সূর্য পেত না কক্ষপথের দিশা। পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই মহান রবের, যার সাহায্য বিনা কোনো ভালো কর্ম হয় না সম্পাদন। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় হাবিব মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যার অস্তিত্বের প্রতিটি কণাই এই উম্মাহর জন্য রহমত। আরও শান্তি বর্ষিত হোক তাদের ওপরও, যারা তাকে অনুসরণ করেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

পরসমাচার, ইতিপূর্বে আমরা প্রথম খণ্ডে পড়ে এসেছি মুসলিম বীরদের বীরত্বগাথা। নুরুদ্দিন জিনকির অবিচলতার কথা, সালাহুদ্দিনের প্রতিজ্ঞা, নুমান ইবনে মুকরিন ও উকবা ইবনে নাফের দুর্দমনীয় সাহসিকতা, মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ও সাইফুদ্দিন কুতুজের দৃঢ়তার গল্প আমরা পড়ে এসেছি। অবাক বিস্ময়ে আমরা কল্পনা করেছি, কীভাবে তারা এঁকেছেন বিজয়ের গতিপথ। তারা কেবল বীরই ছিলেন তা নয়। উম্মাহর বুকভরা দরদ তাদের রেখেছিল সদা সজীব। উম্মাহর দুঃখদুর্দশায় তারা কাফেরের সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলিষ্ঠ ভূমিকায়। আমরা তো তাদেরই অনুসারী।

প্রিয় পাঠক, তারা কি শুধু সমরবিদ্যায়ই পারদর্শী ছিলেন? স্রেফ সমরবিদ্যা মানুষকে অসহিষ্ণু করে তোলে। তার জন্য প্রয়োজন পড়ে ইলমের লাগামের। সামরিকতা যদি হয় বেয়াড়া ঘোড়া, ইলম তার লাগাম। এই লাগাম ছিল উম্মাহর মহান আলেমগণের হাতে। যারা ইলমের দ্যুতিতে আলোকিত করেছেন উম্মাহকে। আঞ্জাম দিয়েছেন বহু গুরুত্বপূর্ণ খেদমত। তাদের ইলমের আলোকচ্ছটায় আলোকিত হয়েছে অন্ধকার হৃদয়। শিরক, বিদআত, কুফর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্রমেই গুটিয়ে গেছে। সামসময়িক ফিতনার মোকাবিলায় তারা একটুও ছাড় দেননি। আমরা এই খণ্ডে এমন কতক মহান ব্যক্তিত্বের জীবনীই পড়তে যাচ্ছি। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহর 'লেজেন্ডস অব ইসলাম' সিরিজে শাইখ যে-কয়জন আলেমের কথা বলেছেন, সেটারই অনুবাদ এই খণ্ড। সংযোজন করা হয়েছে আরও একজন আলেমের জীবনী। যদিও তা লেকচারের অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি সমপর্যায়ের। আল্লাহ তাদের সকলের জীবনী আমাদের জন্য অনুসৃত বানিয়ে দিন।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই। সম্পাদক, প্রুফরিডার, প্রকাশক এবং প্রেস কর্মচারীসহ যারাই এই বইয়ের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, আছেন আল্লাহ সকলকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। মানুষ হিসেবে কাজে কোনো ভুলত্রুটি থাকা দূষণীয় নয়। যদি তেমন কিছু পরিলক্ষিত হয়, আমাদের দৃষ্টিগোচর করার অনুরোধ রইল। আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় দেবেন ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ সকলকে কবুল করে এই বইটিকে সকলের জন্য নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

আম্মারুল হক
শান্তিনগর, ঢাকা
২২-১০-২০২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচিপত্র

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. ১৩

- সোনালি যুগের সোনার মানুষেরা ১৪
- নির্লোভ খলিফার নির্মোহ জীবন ১৬
- ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা ১৮
- খলিফার খোদাভীতি ২০
- মহান মুজাদ্দিদের অন্তর্ধান ৩২
- হিমস শহরের প্রাচীরের ঘটনা ৪১
- জনজীবনে উমর ইবনে আবদুল আজিজের রাজনীতির প্রভাব ৪৬

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি রহ. ৪৯

- আমাদের স্বর্ণযুগের সোনার মানুষেরা ৪৯
- অগ্নি-উপাসকের ঔরসে ঐশ্বর্য ৫২
- ইমাম বুখারির ক্ষুরধার মেধা ও অনন্য প্রতিভা ৫৪
- ইলমের সন্ধানে ইমাম বুখারির দিগ্বিজয় ৫৯
- সর্বযুগের স্বর্ণগ্রন্থ রচনা ৬০
- ইমাম বুখারির জনপ্রিয়তা ৬৭
- ইমাম বুখারির খোদাভীতি ৬৯
- আলেমগণের মাঝে ইমাম বুখারির অবস্থান ৭৩
- ইমাম বুখারির বদান্যতা ৭৫
- ইমাম বুখারির জীবনে ঝড়ঝাপটা ৭৬
- বন্ধুর সাথে মিলনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এলো ৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নজদি রহ. ৮৯

- তিনি ছিলেন মহিরুহ ৯০
- ইমাম ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের শিক্ষাজীবনের সূচনা ৯৫
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের কর্মোদীপ্ত জীবনের প্রারম্ভ ৯৮
- ইমামের ওপর আসা ঝড়ঝাপটা ৯৯
- শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের সংগ্রাম ১০০
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর ইলম ও চিন্তার প্রসার ১০৩
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের দাওয়াতি বৈশিষ্ট্য ১০৫
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের ব্যাপারে যত অভিযোগ... ১১৭
- সময়ের পালাবদল ১২১

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. ১২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় শতাব্দীর সংস্কারক

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.

প্রিয় পাঠক, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও নুরুদ্দিন জিনকি রহ. উভয়েই জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। পাশাপাশি তারা বীরও ছিলেন। বীরত্বে তারা হজরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে অনুসরণ করেছিলেন। খালিদ রা. এমন এক বীর ছিলেন, যিনি রোমানদের উদ্দেশে একটি দুই লাইনের চিঠিতে লিখেছিলেন, তোমরা কোথায় পালাতে চাও? আল্লাহর কসম! তোমরা যদি আকাশেও চলে যাও, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আকাশে পাঠিয়ে দেবেন, যেন আমরা তোমাদেরকে শেষ করে দিতে পারি। যদি তিনি আমাদেরকে আকাশে নাও পাঠান তবে জেনে রেখো, তিনি তোমাদেরকে আকাশ থেকে আমাদের সামনেই ফেলে দেবেন। আল্লাহর কসম! আমার সাথে তো এমন মানুষও আছে, যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনই ভালোবাসে, যেমন তোমরা জীবনকে ভালোবাসো!

শুধু এই দুই লাইনের চিঠি পেয়ে রোমানরা হজরত খালিদ রা.-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এরাই ছিলেন আমাদের পূর্বসূরি। ইসলামের প্রকৃত বীর।

আজ আমরা এমন এক বীরের কথা আলোচনা করব, যিনি একই নামের আরেকজন ইসলামের মহান ব্যক্তির মতোই ছিলেন। আমি আশা করব,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপনারা আমাদের আলোচনা স্রেফ শ্রবণ করেই এখান থেকে চলে যাবেন না। বরং মনের মধ্যে গেঁথে নেবেন। অনুপ্রাণিত হবেন। আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই, নুরুদ্দিন-সালাহুদ্দিন রহ.-সহ আরও যাদের কথা আমরা আলোচনা করেছি, তাদের আদর্শে আদর্শবান হওয়া।

সোনালি যুগের সোনার মানুষেরা

আমাদের আজকের আলোচনা যে মহান ব্যক্তির নামে, তিনি হলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পৌত্র উমর ইবনে আবদিল আজিজ রহ.। উমর ইবনে আবদিল আজিজের নানা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. একজন ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা ছিলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে মদিনার অলিগলিতে হেঁটে বেড়াতেন। দেখতেন, কারও অভাব আছে কি না, কারও শিশু ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদছে কি না, কোনো যুবক কোনো যুবতীকে উত্যক্ত করছে কি না।

প্রতি রাতের মতো কোনো এক রাতে হজরত উমর রা. মদিনার রাস্তায় হাঁটছিলেন। আচমকা তিনি একটি বাড়ি থেকে মহিলার তীব্র কান্না শুনতে পেলেন। দ্রুত তিনি সেই বাড়ির কাছে এসে জানতে পারলেন, মহিলা সন্তানসম্ভবা। কিন্তু তাকে সাহায্য করার মতো কেউই নেই। উমর রা. দ্রুত নিজ বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। তার স্ত্রী মহিলাকে সাহায্য করছিল। হজরত উমর বাড়ির বাইরে বসে মহিলার স্বামীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। লোকটি হজরত উমরকে চিনত না। এমতাবস্থায় বাড়ির ভেতর থেকে খলিফার স্ত্রী বলে উঠলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, সুসংবাদ দিন। একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছে। এ কথা শুনে লোকটি যারপরনাই আশ্চর্য হলো। খলিফার স্ত্রীর হাতে তার সন্তান জন্মলাভ করেছে!

এরাই আমাদের মহান পূর্বসূরি। হজরত উমর রা.-এর আগে হজরত আবু বকর রা.-ও এমন ছিলেন। হজরত উমর রা.-ও তার মতো মদিনার এতিমদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে দিতেন। তাদের জন্য খাবার রান্না করে তাদেরকে খাইয়ে নিজের কাজে যেতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উমর ইবনে আবদুল আজিজের বংশলতিকা

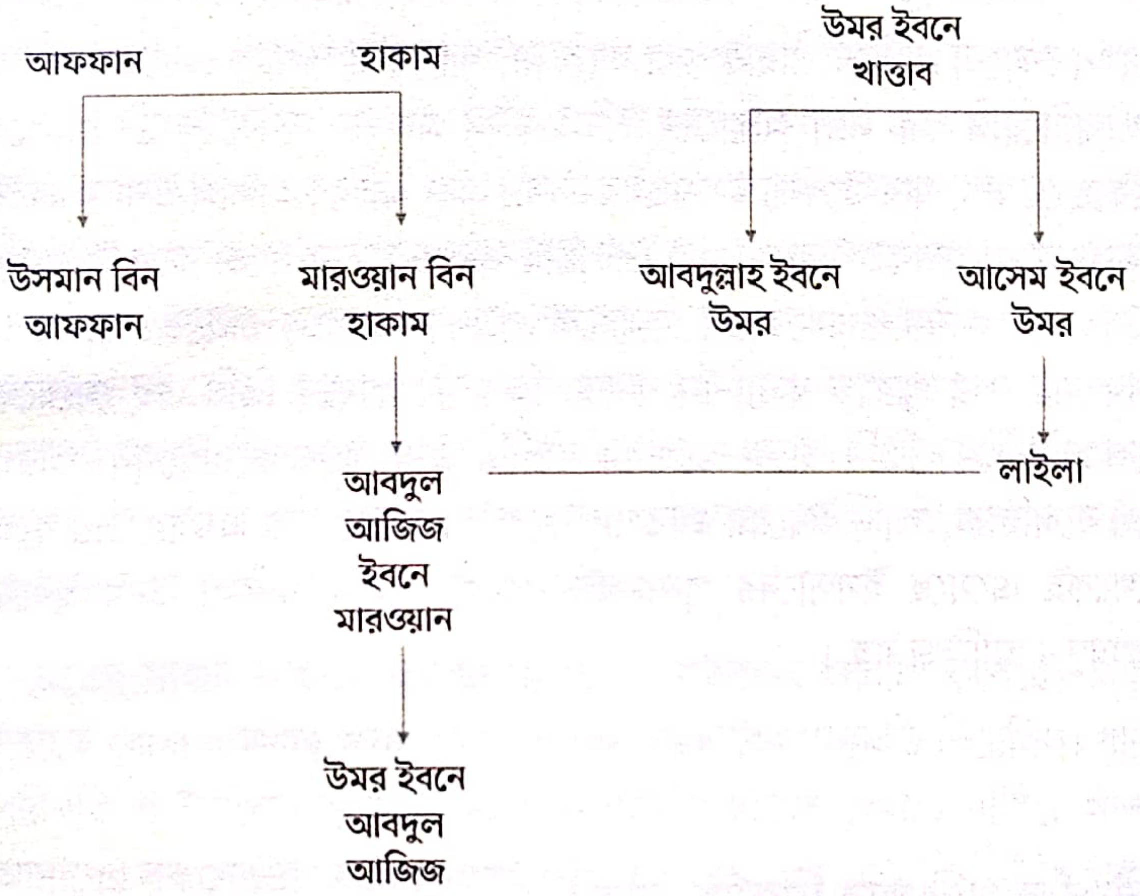

একরাতে উমর রা. মদিনার রাস্তায় ঘুরছিলেন। এমন সময় তিনি একটি বাড়ির ভেতর থেকে মা ও কন্যার ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। মা দুধে পানি মেশাতে চাচ্ছিল, কিন্তু মেয়ে তা করতে দিচ্ছিল না। এ নিয়েই তাদের বাগবিতণ্ডা। মেয়ে বলছিল, মা, খলিফা উমর তো এসব করতে নিষেধ করেছেন। মা বলল, আরে, পানি মেশালে কে দেখছে! খলিফা তো নেই। তিনি আরাম করে ঘুমাচ্ছেন হয়তো। কিন্তু মেয়ে বলল, মা, খলিফা না দেখুক, কিন্তু আল্লাহ তো দেখছেন। তাই না!

উমর রা. ঘরটা চিহ্নিত করে চলে গেলেন। পরদিন সকালে তিনি উক্ত ঘরে নিজের ছেলে আসিমের জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। আসিমের সাথে সেই মেয়েটির বিয়ে হয় এবং এই ঘরেরই বংশধর হলেন আমাদের আজকের আলোচিত উম্মাহর মহানায়ক খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হজরত উমর রা.-এর এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, যে-কাউকেই বিয়ে করে ফেলা উচিত নয়। কোনো বাজে নারীকে ভালো লেগে গেলেই বলা যাবে না, আমি এই নারীকে বিয়ে করতে চাই।

এমন কোনো নারীকে বাছাই করা যাবে না, যাদের উদ্দেশ্য ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা নয়। আমাদের উচিত এমন একজন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া, যার উদ্দেশ্য ইসলামের সেবা। এবং এটিকে হালাল উপায়ে বেছে নিতে হবে। হজরত উমরের এই বৈশিষ্ট্যই উমরকে তার মতো করে তুলেছে। উমর রা. মদিনায় যেকোনো কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে চাইতে পারতেন। সকলেই তার পুত্রকে কন্যাদান করত। কিন্তু কী কারণে তিনি এই মেয়েকে বেছে নিলেন? তিনি তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পছন্দ করেছিলেন। কারণ সে বলেছিলে, আমি উমরের প্রতিপালককে ভয় করি। আর এরপর তার বংশ থেকেই এসেছে ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী, মহান খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.।

নির্লোভ খলিফার নির্মোহ জীবন

উমর ইবনে আবদুল আজিজ উমাইয়া খেলাফতের চলমান অনেক জুলুম-অত্যাচার দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন। উমর ধনী ছিলেন। তার পরিবার ছিল ধনী। উমাইয়াদের ধনী হওয়ার বড় কারণ হলো, তারা সাধারণ মুসলমানদের ঘরবাড়ি থেকে লুটপাট করত। নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রচুর সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল। এই অবস্থা বহুদিন বহাল ছিল। এক পর্যায়ে নিপীড়ন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, জনগণ তাদের পরিবর্তন করতে চায়। তার আগের খলিফা, তার চাচাতো ভাই সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক মারা গেলে তারা মসজিদে খলিফা নির্বাচন করতে বসে। এ সময় সবার আঙুল উমর ইবনে আবদুল আজিজের দিকে নির্দেশ করে। তারা তার মধ্যে ন্যায়বিচার দেখতে পায়। আদতেই তিনি মুজাদ্দিদ তথা ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী ছিলেন।

সকলে তাকে খলিফা হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত নির্লোভ ছিলেন। ফলে তিনি খলিফার দায়িত্ব নিতে চাননি। কিন্তু সকলের জোরজবরদস্তির কারণে মেনে নেন। তারা সকলেই বলেন, আমরা আপনাকে চাই, উমর। উমর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বলেন, আমি আপনাদেরকে যেকোনো ধরনের সংকোচ থেকে মুক্তি দিচ্ছি। আপনারা চাইলে যে-কাউকে বেছে নিতে পারেন। আমি খেলাফত চাই না।

নিজ থেকে চেয়ে নেওয়া ক্ষমতা এবং বিনা চাওয়ায় এসে পড়া ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যখন কেউ ক্ষমতা চেয়ে নেয় তখন তিনি ক্ষমতার দাস হয়ে যান। আর যখন কাউকে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয় তখন তিনি এর সঠিক ব্যবহার করেন। আমাদের নেতারা আজ যে অবস্থানে আছেন। কারণ তাদের এই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হলো নেতৃত্ব ও ক্ষমতালাভ। বাদশাহ ফাহাদ নেতৃত্ব চেয়েছিলেন। তাতে ইসলাম শেষ হয় হোক! আফগানিস্তান ধ্বংস হোক! ইরাক ধ্বংস হোক! সকল মুসলমানকে হত্যা ও নিশ্চিহ্ন করা হোক! তাতে তার কোনো পরোয়া ছিল না। বরং তিনি বলেছিলেন, আমাদের বিমানঘাঁটি ব্যবহার করো, আমাদের মহিলাদের ধর্ষণ করো, যতক্ষণ আমি সিংহাসনে আছি তোমরা যা চাও তা পাবে।

কুয়েতের সাবাহ আহমাদ জাবের সাবাহও একইরকম আচরণ করেছে। তারা ইরাকে বোমা হামলার জন্য তাদের ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। যার পরিণতি ও ইরাকের ধ্বংসাবশেষ আজ আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আজ আমাদের সব নেতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা একটাই জিনিস চায়, আর তা হলো ক্ষমতায় টিকে থাকা।

কিন্তু আমাদের আজকের আলোচিত মহানায়ক খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেছিলেন, আমি ক্ষমতায় থাকতে চাই না। আমি এটা চাই না। এটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন। এটা অনেক বড় দায়িত্ব।

নেতৃত্ব আসলেই অনেক বড় এবং ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব। তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-কাউকে এই দায়িত্ব প্রদান করেননি। এমনকি হজরত আবু জর রা. নেতৃত্ব চাইলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জরকে বলেন, হে আবু জর, নেতৃত্ব এমন এক বিষয়, যা আল্লাহ তোমাকে বিশ্বাস করে প্রদান করবেন এবং এই বিশ্বাস ভঙ্গের কোনো সুযোগ নেই। এবং শেষবিচারের দিন নেতৃত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে বিব্রত হতে হবে আল্লাহর সামনে। যার জন্য তার সামনে অনুশোচনা করতে হবে। এমন লোকের সংখ্যা বিরল, যারা নেতৃত্ব ন্যায়সংগতভাবে গ্রহণ করে এবং তা যথাযথভাবে পালন করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উমর নেতা হতে চাননি। কিন্তু সকলেই চেয়েছিল, তিনিই হোন। তারা সবাই একযোগে চিৎকার করে বলে উঠল, উমর, আপনি খলিফা হোন এবং আপনি তাই-ই থাকবেন। আমরা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করব না। এরপর তারা সকলে তাকে বাইআত দেয়। ফলে তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলেন, হাসবিয়াল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকিল। অর্থাৎ, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং অভিভাবক হিসেবে তিনি কতই-না উত্তম!

নেতৃত্ব খুশি হওয়ার মতো কিছু নয়। অন্তত উমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে নয়। আমাদের কাছে এটা হতে পারে। আমরা সম্ভবত নেতৃত্ব পছন্দ করি। প্রতিপত্তি, খ্যাতি, নেতৃত্ব, সম্পদ আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্জন। কিন্তু উমর ইবনে আবদুল আজিজের জন্য নেতৃত্ব ছিল একটি সমস্যার মতো।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর জীবনী আলোচনা করতে গেলে এক ঘণ্টায় কিংবা অল্প কয়েকটি পাতায় তা উল্লেখ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মুসলিম ইতিহাসে এমন কোনো ব্যক্তি আর আসেননি। এ ছাড়াও হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের জীবনী যে-ই পড়ে তার চোখে অঝোর ধারায় পানি বইতে থাকে। আমরা তার পুরো জীবনী তুলে ধরতে পারব না। আমরা তার জীবনের কিছু চমৎকার দিক তুলে ধরে আমাদের এই গল্প শেষ করব।

প্রিয় পাঠক, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তার হৃদয়ের কোমলতার একটি গল্প শোনা যাক। একবার এক মহিলা উমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে এসে তার সামনে বসে কাঁদতে লাগল। উমরও তার সাথে কাঁদতে লাগলেন। উমর কোনো কারণ ছাড়াই কাঁদছিলেন। মহিলার কান্না দেখে তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। তার হৃদয় এতটাই কোমল ছিল যে, তিনি সবসময় কাঁদতেন।[১]

ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা

খলিফা হওয়ার পর উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বক্তৃতা দিতে উঠে হজরত আবু বকর রা.-এর মতো বলেন, আপনারা আমাকে এই অবস্থানে আসতে বাধ্য করেছেন। আপনারা আমাকে বেছে নিয়েছেন এবং আমাকে এই

১. *সিফাতুস সাফওয়া*।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। আমি আপনাদেরকে যা আদেশ দেবো তা যদি নিজেও করি, তবেই আপনারা আমাকে অনুসরণ করবেন।

তার পূর্বে আবু বকর ও উমর রা.-ও খেলাফত পাওয়ার পর একই কথা বলেছিলেন। বক্তৃতা শেষ করে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. কাঁদতে কাঁদতে নেমে পড়লেন। তিনি তার বক্তব্য শেষ করতে পারেননি। তার আগেই কাঁদতে কাঁদতে নিচে নেমে গেলেন। লোকদের কাছে গিয়ে দেখলেন একটি বিশাল কাফেলা তাকে তার প্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেমনটা উমাইয়া খেলাফতের অন্যান্য খলিফার ক্ষেত্রে হতো। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাজি হলেন না। তিনি বললেন, এই কাফেলা ইসলামি খেলাফতের জন্য। এটা আমার নয়।

তিনি খেলাফত পেয়ে তার প্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং মসজিদের কাছে একটি মাটির ঘর কিনে নেন। সেখান থেকে সমস্ত আদেশ জারি ও মানুষকে উপদেশ দিতে থাকেন।

প্রথমে তিনি স্ত্রী ফাতেমার কাছে যান। তাকে বলেন, ফাতেমা, তুমি এখন খলিফার স্ত্রী। এর আগে তুমি খলিফার বোন ছিলে, তুমি খলিফার মেয়ে ছিলে। তোমার কাছে অনেক গয়নাগাটি আছে তা তুমি জানো। প্রচুর পরিমাণেই আছে। তুমি জানো, তুমি তা সঠিক উপায়ে লাভ করোনি। তোমার পরিবার মুসলমানদের বাড়ি থেকে লুট করে নিয়ে এসেছে এসব। ফাতেমা, এগুলো রেখে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এখন আর আগের দিনের মতো নয়। তুমি হয় এগুলো মুসলমানদের কাছে ফিরিয়ে দাও, নাহয় তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও। তুমি যা চাও তা-ই বেছে নাও।

উত্তরে ফাতেমা বললেন, না, আল্লাহর কসম, যতদিন আমি আপনার মতো একজন মানুষের সাথে থাকব, ততদিন আমি এগুলো রাখব না। ফেরত দিয়ে দেবো।

বস্তুত তিনিও জানতেন, এটাই ন্যায়বিচার। পরে উমর ইবনে আবদুল আজিজ মারা যাওয়ার পর তার ভাই এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তার সব সোনা-রুপা ও গয়না তার বোনকে ফিরিয়ে দিতে চান। কিন্তু তিনি বলেন, মহান আল্লাহর কসম! উমর ইবনে আবদুল আজিজ আমার কাছ থেকে যা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কেড়ে নিয়েছেন তা আমি ফিরিয়ে নেব না! মোটকথা, ইনতেকালের পরেও তার পরিবারে ন্যায়বিচার বহাল ছিল।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি অভ্যন্তরীণ ন্যায়বিচারের পাশাপাশি বাহ্যিকভাবেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। প্রথম যে কাজ তিনি করলেন, তা হলো, তার সমস্ত উপদেষ্টার আত্মা পরিশুদ্ধ করলেন। সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে রাখলেন। যাছাই-বাছাই করে অসৎদের বিতাড়ন করলেন।

তিনি জনগণের খোঁজখবর রাখতেন। ফজরের নামাজের পর মসজিদে দাঁড়িয়ে দেখতেন কোনো গরিব আছে কি না, কোনো বিধবা ও ঋণগ্রস্ত আছে কি না। তাদেরকে তার কাছে আসার আদেশ দিতেন। তাদের যত্ন নিতেন। দেখভাল করতেন।

খলিফার খোদাভীতি

উমর বিন আবদুল আজিজের খেলাফতের মাত্র কয়েক মাস পরের ঘটনা। তার এক বন্ধু তার খোঁজে এলেন। এই বন্ধু তার আগের জীবনের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিলেন। তার নাম কাব কুরাদি রহ.। কিন্তু খলিফার বেশভূষার পরিবর্তে সাধারণ অবস্থা দেখে কাব তার বন্ধুকে চিনতে পারলেন না। তার কাছে এসেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, উমরের বাড়ি কোথায় আমাকে দেখাও!

উমর ইবনে আবদুল আজিজ বন্ধুকে বাড়িতে নিয়ে বললেন, আমিই উমর। কাব অবাক হয়ে বললেন, উমর, তোমার কী হয়েছে? আল্লাহর কসম, হে উমর! যদি আমি না জানতাম যে, তুমি আমাকে সরাসরি তোমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছ, আল্লাহর কসম! তবে আমি জানতাম না এটা তুমিই!

তার চুল সর্বদা উশকোখুশকো থাকত। চিরুনি করার সময় পেতেন না। তার মুখ কালো বর্ণ ধারণ করেছিল। কারণ তার ঘুমানোর সময় ছিল না। ঠিক যেমন তার (ঊর্ধ্বতন) দাদা উমর বিন খাত্তাব রা.-এর অবস্থা ছিল। পাঠক, উমরের ইতিহাসে দেখুন! আমরা যখন উমরের জীবনী পড়ি তাতে পাই, সে সময়ের ঐতিহাসিকরা কখনো কখনো উমরের মুখ কালো বলে বর্ণনা করেছেন। কখনো কখনো তারা তাকে বেশ স্বাস্থ্যবান বর্ণনা দিয়েছেন। কখনো কখনো তারা তাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

খুব চর্মসার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এসব বর্ণনার এত অমিল কেন প্রশ্ন জাগতেই পারে। তবে উত্তর সহজ। যখন তিনি খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তখন উম্মাহর চিন্তা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছিল। তিনি খেলাফতের পূর্বে ঘুমাতে পারতেন, বিশ্রাম নিতে পারতেন। ফলে তার মুখ তখন ফরসা, সাদা ছিল। কিন্তু খেলাফতের পর তা হয়ে গেল কালো। বিশ্রামের সময় নেই। খেলাফতের আগে খাওয়াদাওয়া ভালোভাবে করতে পারতেন। কিন্তু খেলাফতের পর খেতে বা পান করতে পারতেন না, যতক্ষণ না ইসলামি উম্মাহকে পেট ভরে খাওয়ানো হয়। ঠিক এমনটাই ছিলেন উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.।

তো বন্ধু কাব উমরকে দেখে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জানতেই পারতাম না তুমি কে, যদি না তুমি তোমার ঘরে নিয়ে এসে আমাকে পরিচয় দিতে!

তারপর উমর তাকে বললেন, এখানে এসো, কাব। আমাকে মৃত অবস্থায় কল্পনা করো। আমি আমার কবরে প্রবেশ করার তিন দিন পর পোকামাকড় আমার মাংস খেয়ে ফেলবে, আমি কঙ্কালসারে পরিণত হব। কল্পনা করো। বুঝতে পারবে, আমি এখন কবরের চেয়ে অনেকগুণ ভালো অবস্থানে আছি। তার সাথে বসা শ্রোতারা সবাই কথা শুনে কাঁদতে লাগল। তারা খলিফার পূর্বের বিলাসী জীবনের সাথে খলিফাকে মিলিয়ে দেখছিলেন।

তিনি তার আশেপাশে যাদের উপদেষ্টা হিসেবে রেখেছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন সৎ ও ধার্মিক। উমরকে তাদের একজন উপদেশ দিলেন, উমর, মুসলমানদের খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ, আপনি সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা বন্ধ করবেন না। সুবহানাল্লাহ! কতই-না উত্তম উপদেষ্টা এবং কতই-না বরকতময় উপদেশ!

আরেকজন বললেন, উমর, আপনাকে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা করতে হবে। কারণ আমাদের একজন বা দুজনেরও বেশি লোকের সাথে মোকাবিলা করতে হতে পারে। আপনার সাথে কিছু কিছু লোকের সংঘর্ষ হতে পারে। আপনি যদি বেইনসাফ করেন, তবে আপনাকে তাদের সামনে দাঁড়াতে হবে শেষবিচারের দিন। আর এটা আমাদের জন্যই বিপর্যয়। উমর, আপনি বিচারের দিনে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য পুরো উম্মাহকে সুযোগ দিয়েছেন। আপনি একদিকে এবং তারা একদিকে। সে ব্যাপার ভয় করুন, উমর! তিনি এই পরামর্শ ও উপদেশ পড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. কুরআন ও সুন্নাহর কথা শুনতে ভালোবাসতেন। তিনি প্রতিদিন তার চারপাশে সাতজনকে জড়ো করতেন। তাদের কাজ গল্প করা নয়। তাদের কাজ খলিফাকে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবিদের জীবনী, উপদেশ এসব শোনানো। তারা মৃত্যুপরবর্তী জীবন নিয়ে কথা বলতেন। মৃত্যুই একমাত্র বাস্তবতা, যা যে-কাউকে পরবর্তী জীবনের উপলব্ধিতে নিয়ে আসে। মৃত্যুচিন্তাই সাহাবায়ে কেরাম রা.-কে সংশোধন করেছে। মৃত্যুকে নিজের সামনে সবসময় না রাখলে যেকোনো অন্যায় কাজ করতেও বাধে না। যদি আমাদের কেউ বুঝতে পারে যে, সে মারা যাচ্ছে এবং প্রতিদিন এই বিষয়টি তার কাছে তুলে ধরা হয়, তবে সে আল্লাহকে ভয় করতে শুরু করবে। সে আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ যে বিষয়গুলো সে নির্ধারণ করেছে তা আল্লাহ নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেছেন,

فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ.

> সকল আনন্দ-উপভোগ মুহূর্তে রোধকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো।[২]

আর খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. তার চারপাশে প্রতিদিন এমন আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

একবার একটি মজলিশে তিনি বসে আছেন। তখন একজন লোক বক্তৃতা দিতে উঠলেন। উক্ত ব্যক্তি একটি বিষয়ে কথা বলতে বলতে একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আয়াতটি এই,

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.

> যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে আর তা হবে উদ্বেলিত।[৩]

---

২. *সুনানে তিরমিজি*, ২৪৬০।
৩. সুরা মুলক : ৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরেকটি আয়াত,

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا.

আর যখন তাদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সেটার কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে।[৪]

আয়াতগুলো শুনে উমর কাঁদতে শুরু করলেন। প্রসঙ্গ ছিল অন্যকিছু, তিনি তার বক্তৃতায় এই আয়াতটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু উমর এত বেশি কাঁদতে লাগলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি পড়ে যান। মজলিশ স্থগিত হয়ে যায়।

শুধু কোনো একটি আয়াতই উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-কে ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত কান্নাকাটি করতে বাধ্য করত। আরেকটি আয়াত তার মনে ভয় ধরিয়ে দিত। আয়াতটি হলো,

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

সেদিন একদল প্রবেশ করবে বেহেশতে এবং একদল দোজখে।[৫]

আল্লাহর ভাষ্য, একদল জাহান্নামের দিকে যাবে, আর একদল বেহেশতে যাবে।

তিনি এই আয়াত শুনে এমনভাবে কাঁদছিলেন যে, তার স্ত্রী তার কান্নাকে একটি পাখি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এমন একটি পাখি, যে পানিতে ডুব দিয়ে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। ইনতেকালের সময় কান্নার দমকে তার গা কাঁপছিল। তারপরেই তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মতো খলিফা আর আসবে না। উম্মাহকে আর কেউ এভাবে জাগিয়ে তুলবে না। তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে দুনিয়া থেকে চলে গেলেও তিনি আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন।

কুরআনের এক আয়াতের প্রভাবে তিনি ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত কান্নাকাটি করতেন। এমনই ছিলেন মুসলমানদের খলিফা দ্বিতীয় উমর খ্যাত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.। তিনি তার চারপাশে বড় বড় আলেমদের রাখতেন। সমবেত সমস্ত আলেমের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন মুজাহিদ রহ.। তিনি কুরআনের মুফাসসির ছিলেন। খলিফা একবার মদিনায় হাঁটছিলেন।

৪. সুরা ফুরকান : ১৩।

৫. সুরা শুরা : ০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পথিমধ্যে তিনি শহরের উপকণ্ঠে মুজাহিদকে দেখেন। মুজাহিদ একাকী ইবাদত করছিলেন। তিনি তাকে সেখানেই ইবাদত করতে দেখেন, যেখানে মুজাহিদ রহ. চান না যে তার ইবাদতের কথা কেউ জানুক। এমনকি তার পরিবারও তার ইবাদতের কথা জানুক তিনি সেটা চাইতেন না। তাই তিনি শহরের উপকণ্ঠে গিয়ে একাকী ইবাদত করতেন। খলিফা তাকে ডেকে বলেন, মুজাহিদ, আমার দরবারে আসুন। আপনি আমার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হতে চলেছেন। আমি আপনাকে চাই। আপনি যখন আমাকে ভুল করতে দেখবেন, আমাকে আমার জামা ধরে বলবেন, হে ইবনে আবদুল আজিজ, আল্লাহকে ভয় করুন! আমি চাই আপনি আমার সাথে এমনটা করুন, যাতে আমি সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারি।

একবার উমরের কাছে চিঠি এলো। তাতে লেখা, আপনি যে বিষয়ে শাসন করেন তাতে আল্লাহকে ভয় করুন। জনগণকে শাসন করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। কারণ আপনার আগে যারা শাসন করেছে তাদের দিকে তাকান, তারা আজ কোথায়? নিজেরাই ময়লা-আবর্জনায় পরিণত হয়ে গেছে। এবং আপনিও একসময় তা হতে চলেছেন। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন!

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. আল্লাহর ভয়ের কারণে ন্যায়বিচার করেছেন। আমরা যদি খুঁজতে যাই, তাবেয়িদের পর ন্যায়বিচারক বাদশাহ কে ছিলেন? তবে আমরা উমর বিন আবদুল আজিজকেই পাব। ইসলামি খেলাফতে দুর্নীতি প্রবেশ করার পর তিনি তা সংশোধন করতে আসেন। তিনি কোনো বড় সাম্রাজ্য জয় করেননি। তিনি খেলাফত ঠিক করেছিলেন। জুলুম-নিপীড়ন থেকে জনগণকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যারা ইনসাফ স্থগিত করেছিল তাদের হাত থেকে ইনসাফ উদ্ধার করে সমগ্র খেলাফতজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যান্য সকল খলিফার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা খলিফা। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি।

একবার এক লোক তার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তাকে চিৎকার করে গালিগালাজ করছিল। অন্যান্য খলিফার সময়ে এমন আচরণ কল্পনাও করা যাবে না। সাথে সাথে ঘাড় থেকে মস্তক আলাদা হয়ে যেত। কিন্তু এখন লোকটি দিব্যি চিৎকার করে করে গালিগালাজ করে যাচ্ছিল। তা দেখে তার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উপদেষ্টারা তাকে আক্রমণ করতে গেলে উমর বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। তা দেখে একজন কবি তৎক্ষণাৎ বললেন,

কত সিংহ দেখেছ যারা চুপচাপ, কিন্তু সবাই কি তাদের ভয় পায়?
অথচ আপনার সামনে একটি শান্ত সিংহ, কিন্তু সবাই তাকে ভয় পায়।
আপনি অনেক কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে দেখেছেন—আপনি কেবল তাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন,
কখনো কখনো আপনি জানেনও না—কোনো কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে,
আপনি কেবল পাশ কাটিয়ে চলে যান।

সিংহ হলেন উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.। কুকুর হলো যারা তাকে গালিগালাজ করছিল। কুকুর ঘেউ ঘেউ করবেই। করুক। কুকুরের বিচার কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করা যাবে? সুতরাং সে ঘেউ ঘেউ করুক।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর জীবনের প্রতিটি দিনই ছিল ন্যায়বিচারময়। তার জীবনে ন্যায়বিচারের আশ্চর্যজনক উদাহরণ দেখা যায়। খেলাফত লাভের পর লোকজন তার হাতে বাইআত দিতে আসে। তার শহরের আশেপাশের নেতারা বাইরে থেকে এসে তাকে বাইআত দিতে চায়। তাদের কারও কারও পূর্বের ইতিহাস তার জানা ছিল। তারা ছিল অত্যাচারী। সুতরাং তারা খলিফার কাছে বাইআত দিতে এলে তিনি তাদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেন এবং বলেন, আমার খেলাফতে তোমাদের মতো অত্যাচারীদের কোনো নেতৃত্বের সুযোগ নেই।

একবার তিনি তার পরিবারের সাথে বসে আছেন। এ সময় দরজায় টোকা পড়ল। জানতে চাইলেন,

: কে এলো?
: আমি বনু উমাইয়ার অন্য পরিবারের মানুষ।
: আপনি কী চান?
উক্ত ব্যক্তি তার ছেলের মাধ্যমে একটি বার্তা দিয়ে খলিফার কাছে পাঠায়। বার্তাটি ছিল,

: উমর, আমরা যে ভাতা পেতাম তা তুমি বন্ধ করে দিয়েছ।

প্রিয় পাঠক, গল্প শেষ করার আগে আরেকটি বিষয় জেনে আসি। আমরা সকলেই সৌদ পরিবারের এখনকার অবস্থা জানি। তারা কেমন জীবনযাপন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করছে তা আমাদের জানা। তাদের প্রত্যেকেই প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা পায়। শুধু এই কারণে যে, তারা রাজপরিবারের একজন সদস্য। মুসলমানদের ধনসম্পদ তারা বিনামূল্যে ও বিনা পরিশ্রমে ভোগ করে। ঠিক তখনও সেই ব্যবস্থাই ছিল। বনু উমাইয়া পরিবারের লোকজন বিনা পরিশ্রমে ভাতা পেত। কিন্তু উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. তাদের জিজ্ঞাসা না করেই এই ভাতা বন্ধ করে দেন। অথচ এ সমস্ত লোক তার পরিবারের পক্ষে ছিল। কিন্তু তবুও তিনি সেসবের তোয়াক্কা না করে ভাতা বন্ধ করে দেওয়ায় তারা তার কাছে এসে আবারও ভাতা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। তারা বলল, উমর, আমরা আমাদের অনুদান ফেরত চাই!

কিন্তু উমর ইবনে আবদুল আজিজ তাদের এই আবেদন আমলে নিলেন না। এমনকি তিনি দরজার কাছেও গেলেন না। কারণ তারা তো আর এতিম, বিধবা কিংবা গরিব শ্রেণির লোকজন নয়। বরং তারা বনু উমাইয়ার ধনবান ব্যক্তিবর্গ। তিনি তার ছেলেকে বললেন, যাও, তাদের বলো,

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

বলে দাও, আমি আমার প্রভুর অবাধ্য হলে বিরাট একদিনের আজাবের ভয় করি।(৬)

অর্থাৎ, যদি আমি আল্লাহর অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি সেই ভয়ানক দিনের, যেখানে আল্লাহ আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন!

উমর এতটাই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে, মাইমুন ইবনে মেহরানের একটি বর্ণনা আছে তার ন্যায়বিচার সম্পর্কে, যা অবশ্যই আমাদের জানা দরকার। মাইমুন ইবনে মেহরান বলেন, উমর বিন আবদুল আজিজের খেলাফতকালে শিকারি পশু কখনোই আমাদের ভেড়ার ওপর আক্রমণ করত না!

হাদিসে এসেছে, শেষ সময়ে, বিচারদিবসের আগে, যখন ঈসা আ. নেমে আসবেন এবং ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দেবেন, তখন শিশু একটি সাপের ওপর পা রাখবে, কিন্তু সাপ তাকে কামড়াবে না।

৬. সুরা আনআম : ১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ন্যায়বিচারহীনতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব আমাদের গুনাহের কারণে হয়। যখন ন্যায়বিচার ফিরে আসে এবং সমাজ থেকে জুলুম, নিপীড়ন, নির্যাতন ও পাপাচার কমে যায় তখন আবারও এ ধরনের সৃষ্টিগত সৌন্দর্য ফিরে আসবে। যেমন দেখুন, মাইমুন ইবনে মেহরান বলেছেন, শিকারি পশুও ভেড়াকে আক্রমণ করত না!

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর ইনতেকালের পর বেদুইনরা তার মৃত্যুসংবাদ পায়নি। তিনি যে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তা তারা বুঝতে পেরেছিল যখন তারা দেখল, পশুরা ভেড়া শিকার করতে লাগল। তখন তারা বলল, সেই ন্যায়বিচারক লোকটি অবশ্যই মারা গেছে। পশুরা ভেড়া শিকার করতে শুরু করেছে।

দেশে যখন একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা থাকে তখন সেটাই হয়। তার ইনসাফের আরেকটি গল্প শোনা যাক—

একবার তিনি থলেতে করে কিছু আপেল আনলেন, যা তিনি গরিব-দুঃখী জনগণের মাঝে বণ্টন করবেন। তিনি চাইলে অন্য কারও মাধ্যমে আনতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে বয়ে এনেছেন এবং তা এনে তিনি তার ঘরে রাখলেন। থলে থেকে তার ছোট ছেলে এসে একটি আপেল বের করে কামড় দিয়ে দেয়। আপেল যেহেতু ইসলামি খেলাফতের জনতার ভাগের আপেল ছিল, তাই উমর তার ছেলেকে ধরে তার গলা চেপে ধরে তার মুখ থেকে টুকরো আপেল বের করে নেন।

তারপর সব আপেল তিনি বিলি করে দেন। ফিরে এসে তার স্ত্রীকে বলেন, আমি আপেলের গন্ধ পাচ্ছি। আমি কি ভুল করে এখানে একটি আপেল রেখে গিয়েছি? দেখুন, একটি আপেলও রয়ে যাক, তাও উমর সহ্য করতে পারেননি। অথচ অধিকাংশ মুসলিম ভূখণ্ড তখন তার নিয়ন্ত্রণে!

স্ত্রী বললেন, না, আপনি কোনো আপেল রেখে যাননি, উমর। ফাতেমা ধার্মিক মহিলা ছিলেন। যিনি সর্বাবস্থায় তার সাথে ছিলেন এবং তার সাথে তার মতোই অবিচল ছিলেন। তিনি বললেন, উমর, না। এই আপেল আপনার রেখে যাওয়া নয়। আপনার কি মনে আছে আমরা দুটি দিনার পেয়েছিলাম? আমি সেখান থেকে খরচ করে একটি আপেল কিনে নিয়ে এসেছি। বাচ্চার কান্না থামিয়েছি। কেন এমন করলেন উমর? বাচ্চাকে কাঁদালেন কেন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনি বলেন, ফাতেমা, মহান আল্লাহর কসম! মনে হচ্ছিল আমি আমার হৃদয় থেকে একটি টুকরো বের করে নিচ্ছি। কিন্তু আমি মুসলমানদের সম্পদকে এভাবে খরচ হতে দিতে পারি না। এটি মুসলমানদের, আমাদের নয়।

প্রিয় পাঠক, আপনার কি মনে হয় তিনি তার শিশুপুত্রকে ভালোবাসতেন না?! অবশ্যই ভালোবাসতেন! কিন্তু তিনি আপেল নিতে চাননি। কারণ তা উমরের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়! বরং তা ইসলামি খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি শিশুকে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে কিনে দিয়েছিলেন। এতে তিনি খুশি এবং সন্তুষ্ট ছিলেন। এটাই উমর বিন আবদুল আজিজের ন্যায়বিচার।

তিনি ন্যায়বিচারের সাথে উম্মাহকে এমনভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা তাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। এই চিঠিটি আজও জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মহিলার নাম ছিল ফারতুনা সাওদা। চিঠিতে লেখা ছিল, আমি ছোট বেড়ায় বেষ্টিত একটি বাড়িতে থাকি। বাচ্চারা এসে আমাকে বিরক্ত করে। আপনি এসে আমাকে ন্যায়বিচার দিন।

বর্তমান সময়ে আমাদের নেতারা হয়তো এমন চিঠি পেলে সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিত। কিন্তু তিনি এই চিঠি সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে এই চিঠি তিনি পড়েন। তারপর উক্ত এলাকার গভর্নরের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। তাতে লিখে দেন যে, আপনাকে মহিলার বাড়িটি পুনর্নির্মাণ করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, সে শান্তিতে বসবাস করছে।

আরেকটি চিঠি তিনি মহিলার কাছে পাঠান। তাতে লেখা ছিল, আমি আপনার শহরের গভর্নরকে আপনার বাড়ি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছি। যদি তিনি পুনর্নির্মাণ না করেন তবে আপনি আমার কাছে আসবেন। আমি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ., যিনি সারা বিশ্বে ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার লোকেরা শহরে শহরে ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞেস করত, অভাবী কোথায়? যাদের কিছু দরকার তারা কোথায়? কিন্তু সবাই অস্বীকার করত। আরও জিজ্ঞেস করত, যাদের বিয়ে করতে হবে তারা কোথায়? ঋণগ্রস্তরা কোথায়?

তার লোকেরা ইয়েমেনে গিয়েও খোঁজ নিত। আরব উপদ্বীপের যত কাফেলা সবার কাছে যেত। কিন্তু অভাবী ও ঋণগ্রস্ত কাউকে না পেয়ে ফিরে আসত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উমর সবাইকে ধনী করে দিয়েছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে অভাবী না পাওয়ায় তিনি নির্দেশ দিতেন, যাও, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের জিজ্ঞেস করো, তাদের কিছু প্রয়োজন আছে কি না।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরাও ধনী হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে কাউকে পাওয়া না যাওয়ায় তিনি সমস্ত খাবার পাহাড়ের পেছনে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। বলতেন, যাও পাহাড়ের পেছনে ফেলে দাও, যাতে পাখিরা সেখানে খেতে পারে। তাদের খাওয়ার জন্য দূরদূরান্তে যেতে হবে না।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর সময়ে পশুপাখিদেরও লালনপালন করা হতো। এটাই ছিল সেই ন্যায়ের প্রতীক, যার সুফল ইসলাম আজও আমাদের দিচ্ছে।

উমরের ন্যায়বিচারের আরও একটি গল্প আছে। একজন মহিলা উমর ইবনে আবদুল আজিজের খোঁজে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, উমরের বাড়ি কোথায়? আমি ইরাক থেকে হেঁটে এসেছি।

লোকেরা একটি মাটির বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে। মাটির বাড়িটি উমর ইবনে আবদুল আজিজের বাড়ি। মহিলার আশা ছিল তিনি বড়সড়ো কোনো প্রাসাদ দেখতে পাবেন। কিন্তু মাটির বাড়ির কথা শুনে তিনি দ্রুত সেখানে প্রবেশ করেন। উমর ইবনে আবদুল আজিজের স্ত্রীর সাথে তার দেখা হয়ে যায়। তারা ঘরের এক কোণে বসে কথা বলতে শুরু করে। হঠাৎ একজন লোক ভেতরে প্রবেশ করে কাদামাটি দিয়ে মাটির ঘরের কোনো একটি গর্ত বন্ধ করছিল। তা দেখে মহিলা ফাতেমাকে বললেন, তোমার লজ্জা নেই? এখানে তোমার চাকর বারবার হাঁটছে আর তোমার চুল খোলা!

তারপর সেই কাদামাটির কাজ করা লোকটি এসে বলল, তোমরা দুজন ঠিক আছ? তোমাদের কিছু প্রয়োজন আছে? ফাতেমা লোকটিকে বলেন, আমাদের অতিথি ক্ষুধার্ত। লোকটি গিয়ে কিছু আঙুর ও কিছু ফল পরিষ্কার করে আনেন এবং তাদের প্রদান করেন।

এরপর ফাতেমা মহিলাকে বললেন, আপনি যাকে চাকর মনে করে আমাকে চুল কেন ঢাকিনি জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি চাকর নন; তিনি আমার স্বামী উমর ইবনে আবদুল আজিজ। তাই আমি চুল ঢেকে রাখিনি। তিনি তো আমার স্বামী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অতঃপর ফাতেমা উমরকে বললেন, এই মহিলা আপনার সাথে বসতে চায়। তার কিছু সমস্যা আছে।

উমরকে পেয়ে মহিলা কেঁদে কেঁদে বললেন, উমর, আমার আটটি মেয়ে। আমার স্বামী মারা গেছেন এবং তিনি আমার কাছে আটটি কন্যা রেখে গেছেন। তারা আমাকে কাজে সাহায্য করে না। তারা সবাই অলস। তাই আমি চাই আপনি আমার মেয়েদের জন্য যে মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন তা কমিয়ে দিন।

মহিলার কান্নায় খলিফা নিজেও কাঁদতে থাকেন। তাকে বলেন, আমি আপনার মেয়েদের অনুদান কমিয়ে দেবো না। বরং আপনার জন্য একটি অনুদানের ব্যবস্থা করে দেবো।

আমরা আগেই পড়ে এসেছি, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. কোনো সাম্রাজ্য জয় করেননি। তিনি শুধু সমগ্র খেলাফতে ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বস্তুত আমরাও যদি পরিবারে, সমাজে, মসজিদে ও সম্প্রদায়ের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে একদিন ইনশাআল্লাহ আমরাও আমাদের উম্মতের মধ্য থেকে, আমাদের ছাত্রদের মধ্য থেকে কোনো একজন খলিফা দেখতে পাব, ইনশাআল্লাহ যিনি হবেন উমর বিন আবদুল আজিজের মতো।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. একজন পরহেজগার ও ইবাদতগুজার খলিফা ছিলেন। তার রাতগুলো কেমন ছিল? তার দিন ছিল রোজা এবং ন্যায়বিচার প্রদানের। রাতসমূহ ছিল আল্লাহর ইবাদতে ভরপুর। প্রতি রাতে কাঁদতেন। একরাতে তিনি কাঁদছিলেন। এমনভাবে কাঁদছিলেন, যা দেখে ফাতেমা বলেন, আল্লাহর কসম! আমি ভেবেছিলাম উম্মাহ একজন মৃত খলিফাকে জাগিয়ে তুলবে! তাদের অন্য খলিফা নির্বাচন করতে হবে! আমি বললাম, কী হয়েছে, উমর? উমর, শান্ত হোন, সহজ হোন। কোনো সমস্যা হয়েছে কি?

উত্তরে তিনি বলেন, আমি আমার মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি তাদের স্মরণ করলাম যারা কাফেরদের নিয়ন্ত্রণে আছে। সেই বন্দীদের কথা মনে পড়ে গেল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদিসে এসেছে, সারা বিশ্বের মুসলমান বন্দীদের মুক্ত করো। কিন্তু আজকে আমাদের নেতারা মুসলিম বন্দীদের মুক্তির কথা চিন্তা করছেন না। তারা চিন্তা করছেন, কীভাবে মুসলমানদেরকে শত্রুর হাতে তুলে দেবেন। মুজাহিদদের অন্য দেশের কাছে কীভাবে হস্তান্তর করা যায়, এটাই তাদের দুশ্চিন্তা। আজ কিউবায় আমাদের ভাইয়েরা নির্যাতিত। তারা আজ আমাদের ভাইদের সাথে পশুর মতো আচরণ করছে। তারা মানবতার মুখোশ পরে আছে, অথচ তারা পশুদের চেয়ে খারাপ। মানবাধিকার সংস্থাগুলো কিউবায় যা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। সেখানকার একজন মুসলিমের সামনে 'কিউবা' নামটি উচ্চারণ করলে সে আতঙ্কিত হয় মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়! কিন্তু আমাদের নেতারা তাদের জন্য বিচলিত নন। তাদের সাহায্যে তারা এগিয়ে আসছেন না। তারা কি আমাদের ভাই নয়? তারা কি আমাদের ভাই নয়, যারা কাফেরদের নিয়ন্ত্রণে, বিচারহীন দিনদিপাত করছে! এই গ্রহের প্রত্যেকেই বিচারের অধিকার পায়। কিন্তু আজ একজন মুসলিম কোথাও বিচার পায় না! কিউবায় আমাদের ভাইদের বিচার কোথায়? তারা কী করেছিল? তারা তাদের পরিবারের সাথে দেখা করতে পারে না। তাদেরকে তাদের মাতৃভূমি, পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ির কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ নেই। তারা পশুর মতো নির্যাতন সয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ব্যাপারে কথা বলার জন্য কোনো মানবাধিকার সংস্থা নেই। বর্তমান মুসলিম নেতারা কাপুরুষ হয়ে গেছে। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, আমি ঘুমিয়েও এই উম্মাহর কথা ভাবছি। মুসলিম বন্দীদের কথা ভাবছি, বিধবাদের কথা ভাবছি। বস্তুত এমনই ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর সংস্কারক উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.।

দেখুন, বিধবাদের অভাবের কথা ভেবে তিনি ঘুমাতে পারছিলেন না। আমাদেরও এমন হওয়া উচিত। তিনি খলিফার অবস্থানে থেকে উম্মতের জন্য ভেবেছেন। মানুষের জন্য ভেবেছেন। কিন্তু তাই বলে আমরা এই অজুহাত দিতে পারি না যে, আমি তো খলিফা নই, তাই আমার কোনো দায়িত্বও নেই! খলিফা না হওয়া সত্ত্বেও উমর যেমন চিন্তিত ছিলেন, খলিফা হওয়ার পরেও চিন্তিত ছিলেন। ঠিক তেমনই আমাদেরকেও চিন্তা করতে হবে। এতিমদের জন্য চিন্তা করতে হবে। সবার জন্য চিন্তা করতে হবে। তার উম্মাহচিন্তা কতটা শক্তিশালী ছিল তার একটি ছোট্ট নমুনা হলো, তিনি খলিফা থাকা অবস্থায় দুবছর যাবৎ রাতেরবেলা ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন, তাকে ফরজ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গোসল করতে হতো না। তার স্ত্রী ফাতেমা বলেন, তিনি আমার সাথে দুবছর গোসল করার মতো সম্পর্ক করেননি।

স্ত্রীর জন্য তার সময় ছিল না। তিনি উম্মাহ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন দিনের বেলায়। তিনি ভয় করতেন, দিনের বেলায় যদি তিনি দায়িত্ব নিজে পালন না করে তার প্রহরীদের রাস্তায় নামিয়ে দেন, তবে উম্মাহর কষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তিনিই হলেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.।

মহান মুজাদ্দিদের অন্তর্ধান

তার খেলাফতকালে দিন যায় আর ন্যায়বিচার সারা বিশ্বে লালিত হয়। কিন্তু এটাই অনেকের সহ্য হয়নি। খোদ তার আপনজনদেরও সহ্য হয়নি। তার নিজের পরিবার তাকে হত্যা করেছে। কারণ এই মানুষটি বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম জনপদে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুই বছর পাঁচ মাস সাত দিন খেলাফতের দায়িত্বে থাকার পর একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারেন তার খাবারে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে।

তখন তিনি তার দাসকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ। সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আবারও জানতে চাইলেন, আল্লাহর কসম! তুমি কি সত্যিই আমাকে বিষ দিয়েছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তারা তোমাকে কত অর্থ দিয়েছে? সে বলল, ১০০ দিনার। এরপর তিনি তাকে বললেন, তুমি চলে যেতে পারো। কারণ আমি মারা গেলে আর তুমি এখানে আশেপাশে থাকলে তারা তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। চলে যাও!

তিনি তার নিজের দাসকে ক্ষমা করেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় বহু মানুষ তাকে বিদায় জানাতে এসেছেন। অন্যান্য এলাকার গভর্নর, সুলতান, নেতা থেকে শুরু করে অনেকেই। তিনি তাদের অল্প সময়ের জন্য প্রবেশ করতে দেন তারপর বলেন, তাদের সবাইকে থামাও। এবার আমার কাছে এতিম, বিধবাদের নিয়ে এসো। তাদের বাচ্চাদের নিয়ে এসো। এরপর তারা এসে খলিফার চারপাশে বসে তাকে ঘিরে রাখল। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে থাকেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর সন্তানসন্ততি ছিল ১২ থেকে ১৬ জন। কোনো কোনো বর্ণনায় এমনটিই এসেছে। গভর্নররা তাকে বলল, উমর, আপনার এতগুলো বাচ্চা আছে। তাদের জন্য কিছু সম্পদ লিখে দিন কিংবা অসিয়ত করে যান, যেন আপনার পরে অন্য কেউ তাদের ভরণপোষণ দেয়।

কিন্তু তিনি বললেন, না, আমি যদি আল্লাহর প্রিয় হই, আল্লাহ তাদের জন্য আরও ভালো কিছু পাঠাবেন। যদি তারা আল্লাহর প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ তাদের জন্য আরও ভালো কিছু পাঠাবেন। আর যদি তারা পাপী হয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ত উপায়ে রুখে দেবেন। আমি এর অংশীদার হতে চাই না।

প্রিয় পাঠক, অথচ বর্তমানের বাবাদের দেখুন, তাদের একমাত্র চিন্তা আমাকে কাজ করতে হবে এবং কিছু অর্থ উপার্জন করতে হবে। যেন আমি আমার বাচ্চাদের জন্য সম্পদ জমিয়ে রেখে যেতে পারি। আমি তাদের জন্য কিছুই না রেখে মরতে পারব না।

কিন্তু এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। বরং সকলের চিন্তা হওয়া উচিত ছিল এমন যে, তারা ভালো থাকলে আল্লাহ তাদের আরও ভালো কিছু দেবেন। তারা খারাপ হলে আমরা সেই পাপের অংশীদার হতে চাই না। আমরা তাদের জন্য অর্থ জমিয়ে রেখে যেতে চাই না, যদি তারা সেসব পাপকাজে ব্যবহার করে তাহলে আমাদের কী পরিণতি হবে! বস্তুত আমাদের গভীরভাবে ভাবা উচিত।

পরবর্তী ইতিহাস আমাদেরকে উমর ইবনে আবদুল আজিজের এই পুত্রদের কথা বলে। যখন তিনি মারা যান, তাদেরকে শূন্য অবস্থায় রেখে চলে যান। শূন্য। কিন্তু তার ইনতেকালের পর তার এই সন্তানেরা তাদের সময়ের সবচেয়ে ধনী হয়ে ওঠে। তারা অন্যদের দানখয়রাত করতে শুরু করে। অথচ ইতিপূর্বে যারা উমাইয়া খলিফা ছিল তাদের সন্তানসন্ততি রাস্তাঘাটে ভিক্ষা করে বেড়াত, যেহেতু তাদের পূর্বপুরুষ মানুষের ধনসম্পদ কেড়ে নিত। কিন্তু উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর সন্তানদেরকে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়েছিলেন।

তাদের পিতা একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুরা কাহফে একটি ঘটনা বলেছেন, দুই বালকের জন্য মুসা ও খিজির আ. প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। তখন মুসা আ. খিজির আ.-এর কাছে জানতে চাইলেন, কেন আপনি এই প্রাচীরটি পুনর্নির্মাণ করছেন? অথচ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এই শহরের লোকেরা আমাদেরকে খাওয়ার জন্য কিছুই দেয়নি, অথচ আপনি তাদের জন্য প্রাচীর তৈরি করতে যাচ্ছেন! আপনি তো পাগল মানুষ! কিন্তু উত্তরে খিজির আ. বললেন, তাদের পিতা একজন সৎলোক ছিলেন।

এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমরা যখন কোনোকিছু আল্লাহর জন্য করব তখন আল্লাহ এর উত্তম বিনিময় আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ তার মৃত্যুশয্যায় একটু শক্তি অনুভব করলে তাকে তুলে বসাতে বলেন। এরপর তিনি আশেপাশের লোকদের উদ্দেশে দুই-তিন লাইনের একটি ছোট্ট বক্তব্য দেন। তাতে তিনি বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, এমন দিনের জন্য আল্লাহকে ভয় করো! আমি আমার মৃত্যুশয্যায়। দুর্বল হয়ে মরতে যাচ্ছি। এটুকু বলেই তিনি কাঁদতে শুরু করেন, যা-কিছু বলতে চেয়েছিলেন তা আর শেষ করতে পারেননি। সকলে তাকে আবারও শুইয়ে দেয়। তিনি বিশ্রাম নিতে নিতে তার উপদেষ্টাকে বলেন, আমি যখন মারা যাব, আমি চাই আপনি আমাকে আমার কবরে রেখে আমার মুখ খুলে দেখবেন, আমার মুখ কালো নাকি সাদা দেখায়। যদি সাদা দেখায়, তাহলে নিশ্চিত থাকবেন যে, আমি ভালো অবস্থায় আছি। যদি কালো হয়ে যায়, তার মানে আমি খারাপ অবস্থায় আছি। এরপর তিনি কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়া করতে শুরু করেন।

তার ঘরে কোনো চাকর ছিল না। উমর একজন নেতা ও খলিফা হওয়া সত্ত্বেও নিজের কাজ নিজেই করতেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন তার স্ত্রীকে বাইরে যেতে হবে। ব্যবহার্যসামগ্রী কিনতে যাওয়ার আগেই তিনি একজন লোককে উমরের পাশে বসে থাকতে বলে যান। কিন্তু উমর তার আশেপাশের লোকদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ

وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

ওটা আখেরাতের সেই আবাস, যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায় না এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আর উত্তম ফল মুত্তাকিদের জন্য।[৭]

ওটাই পরের জীবন। ওটাই মূল্যবান জীবন। তাই মহান ব্যক্তিরা এই দুনিয়ার জীবনকে উপভোগ করেন না। তারা পরবর্তী জীবনের জন্য সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে রাখেন। এখানে যারা মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি করবে তারা সেখানে কোনো নেয়ামত ভোগ করতে পারবে না। উমর এমন ছিলেন না। তিনি সেই আয়াতটি আমৃত্যু তেলাওয়াত করতে থাকেন। এই আয়াত তেলাওয়াত করতে করতেই তিনি আখেরাতের সফর শুরু করেন। সকলে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে। তার অসিয়ত মোতাবেক তাকে কবরস্থ করার পর কাফন সরিয়ে তার চেহারা দেখা হয়েছিল। উপস্থিত একজন বলেন, আমি আমার হাতে তাকে লাহাদে (একটি ফাঁপা গহ্বর, যেখানে মৃতদেহ কবরে রাখা হয়) রেখেছিলাম এবং তার চেহারা কেমন হয়েছে দেখতে আমি তার মুখ খুললাম, যেমনটা তিনি আমাকে মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন। মহান আল্লাহর কসম! আমি তার মুখ সেদিনের চেয়ে শুভ্র আর কখনো দেখিনি! তার চেহারা ছিল উজ্জ্বল এবং শুভ্র।

সাধারণত ইনতেকালের পর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। কারণ তিনি আল্লাহর হুকুম রক্ষা করেছেন, তাই আল্লাহও তাকে রক্ষা করেছেন। তার ইনতেকালে কেবল মুসলমানরাই নয়, বরং ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও কেঁদেছিল। এমনকি তৃতীয় রোমসম্রাট বলেছিল যে, একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নিভে গেল।

আবারও যখন পুরো পৃথিবী মুসলমানদের হস্তগত হবে, মুসলমানরা বিশ্ব শাসন করবে, তাদের মধ্যে এমন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, তখন তারা এমনটাই বলবে। কিন্তু আমেরিকা তা চায় না। কারণ তারা নিপীড়ক, আগ্রাসী, সন্ত্রাসী।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর কর্মকাণ্ড এমন ছিল যে, তার মৃত্যুতে রোমান সম্রাট পর্যন্ত কাঁদে। মুসলমানদের নেতৃত্ব একসময় এমনটাই ছিল। আল্লাহ আমাদের বলেছেন, আমরা সমগ্র পৃথিবীর নেতা হব। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমাদেরকে তা বলেছেন। আমাদের ইতিহাস দেখায় যে, আমরাই একমাত্র নেতা। এটাই আমাদের জন্য গর্বের

৭. সুরা কাসাস : ৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিষয়। জাতিসংঘ বলছে, আমাদেরই বিশ্ব শাসন করতে হবে। কিন্তু আমরা বলি, আমরাই একমাত্র তা করতে পেরেছি। খ্রিষ্টানদের সম্রাট পর্যন্ত উমর ইবনে আবদুল আজিজ সম্পর্কে বলেছে যে, তার ইনতেকালে আলোকবর্তিকা নিভে গেছে।

সেই সময়ের সর্বোচ্চ ধর্মযাজক, বর্তমান সময়ের পোপের মতো অবস্থান ছিল যার, তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! আমাদের প্রভুর কসম! যদি ঈসা আ.-এর পরে এমন কেউ এসে থাকে, যে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেবে, তবে সে হলো এই ব্যক্তি। অর্থাৎ, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.। সে জানত না যে, উমর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের মধ্যে ছিলেন। এই বংশধর রক্তসম্পর্কীয় বংশধর নয়। বরং আল্লাহর রাসুলের কর্মকাণ্ডের অনুসরণের মাধ্যমে বংশধর।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এমন সময়ে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন যখন উমাইয়া শাসনব্যবস্থা খেলাফতে রাশেদার পন্থা থেকে সরে গিয়েছিল। বিশেষ করে হাজ্জাজের মতো জালেম ও অবাধ্য গভর্নরের হাতে প্রচুর অন্যায়-অবিচার হয়েছিল। উমাইয়া শাসনব্যবস্থা সে সময় ইসলামি চেতনা ও বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তা কিসরা ও কাইসারি (রোম ও পারসিক) সাম্রাজ্যব্যবস্থার মতো হয়ে গিয়েছিল।

তাই উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বিদ্যমান অবস্থা পরিবর্তনে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনাকে পুনর্জীবিত করা ছাড়া আর কোনো পথ দেখলেন না। তিনি সকল ধরনের বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন বাদ দিলেন। অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ করলেন। ফেতনা-ফ্যাসাদ দমন করলেন। বিচারকার্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলেন। সকলের মাঝে সবকিছু সমানভাবে বণ্টন করলেন। নামাজ কায়েম করলেন। জাকাত উত্তোলনের ব্যবস্থা করলেন। সর্বোপরি আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজের প্রতি আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম উম্মাহ তার শাসনামল পেয়েছিল মাত্র ৩০ মাস। কিন্তু তার অল্প সময়ের শাসনামলের মধ্যেই সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি ব্যাপক হয়েছিল, ভ্রাতৃত্ববোধ ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করেছিল এবং জনজীবন থেকে দরিদ্রতাবিমোচন হয়েছিল। তার এসব জনহিতৈষী কর্মকাণ্ডের কারণে আলেমগণ তাকে প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হিসেবে গণ্য করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ তাকে মুজাদ্দিদ বলার বিষয়টি হাদিস থেকেই পাওয়া যায়। *সহিহ আবু দাউদ*-সহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة : من يجدد لها دينها.

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর মাথায় একজন সংস্কারক প্রেরণ করবেন, যে তাদের দ্বীনকে সংস্কার করবে।[৮]

ইমাম বাইহাকি রহ. *দালায়িলুন নুবুওয়া* গ্রন্থে উমর ইবনে আসআদ থেকে বর্ণনা করেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. মাত্র ৩০ মাস দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি মানুষকে সচ্ছল ও সমৃদ্ধিশালী না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করেননি। এই অল্প সময়ে মানুষকে এতটাই ধনী বানিয়েছিলেন যে, যখনই তার কাছে কোনো বড় অঙ্কের অর্থসমাগম হতো, তিনি তখনই কাউকে ডেকে বলতেন, যাও, এসব সম্পদ যেখানেই দরিদ্র দেখতে পাবে সেখানে বিতরণ করে দেবে। কিন্তু তার প্রেরিত ব্যক্তি সম্পদগুলো নিয়ে ফিরে আসত। বিতরণ করার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না![৯]

তার ঘোষক প্রতিদিন জনতার উদ্দেশে ঘোষণা দিত, মিসকিনরা কোথায়? কোথায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিরা? কোথায় বিবাহের উপযুক্ত ব্যক্তিরা?[১০] এই ঘোষণা এজন্যই দেওয়া হতো, যেন দরিদ্রদের দরিদ্রতা দূর করা যায়। ঋণগ্রস্তদের ঋণ শোধের ব্যবস্থা করা যায় এবং বিবাহে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তিদের বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

বর্ণিত আছে যে, একবার আফ্রিকার (তিউনিসিয়া ও তার আশেপাশের অঞ্চলে) গভর্নর জাকাতের সম্পদ উত্তোলন করলেন। এরপর তিনি জাকাত দেওয়ার জন্য দরিদ্র ব্যক্তি খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না।

---

৮. ইমাম আবু দাউদ রহ. এটি *আল-মালাহিম* গ্রন্থে রেওয়ায়েত করেছেন, ৪২৯১; আল-আওসাত, ৬৫২৭; *মুসতাদরাকে হাকিম*, ৪/৫২২, কিতাবুল ফিতান ওয়াল-মালাহিম; *ফাইজুল কাদির*, ১৮৪৫।

৯. *দালাইলুন নুবুওয়া*, ৬/৪৯৩; *ফাতহুল বারি*, ৭/৪২৪; *ইরশাদুস সারি*, ৬/৫১।

১০. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৯/২২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাই তিনি খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর কাছে পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখলেন যে, এই সম্পদ কী করা যায়? উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. তাকে উত্তরে বললেন, এই সম্পদ দিয়ে কিছু দাস কিনে অতঃপর তাদেরকে আজাদ করে দাও।[১১]

অর্থাৎ, মানুষের দরিদ্রতা এভাবে দূর হয়ে গিয়েছিল যে, জাকাতের সম্পদ দাস কিনে আজাদ করে দেওয়ার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে।

পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর ৩০ মাসের শাসনামলে ইসলামি জীবনব্যবস্থার নয়াবিপ্লব সূচিত হয়েছিল, যা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং আলোচকগণ আলোচনা করে গেছেন।[১২]

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, খেলাফতে রাশেদার পরে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর চেয়ে উত্তম কোনো খলিফা আসেনি। এ কারণে মুসলিম উম্মাহ তাকে পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ হিসেবে উপাধি দিয়েছে। তাকে প্রথম শতকের সংস্কারক হিসেবে গণ্য করেছে। এমনকি কেউ কেউ তো তাকে মুসলিম উম্মাহর ইমাম মাহদি[১৩] মনে করেছে! তাকে ঘিরে মুসলিম উম্মাহর এ সকল উত্তম ধারণা কেবল তার অত্যধিক রোজা ও নামাজের কারণে নয়, বরং তার ন্যায়পরায়ণতা এবং জনগণের সম্পদ থেকে নিজেকে দূরে রাখার কারণে, তার সুশৃঙ্খল রাজনীতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার কারণে। যে সুশৃঙ্খলতার ফলাফল হিসেবে জনগণ এমন সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা পেয়েছিল যার কোনো নজির নেই। অথচ তা হয়েছিল খুব অল্প সময়ে! মাত্র ৩০ মাসে!

ইতিহাস বলে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. ছিলেন একজন প্রথম সারির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তি। আমি এখন আপনাদের সামনে কিছু ঘটনা উল্লেখ করব, যা তার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রজ্ঞা, রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা এবং

---

১১. *সিরাতে উমর ইবনে আবদুল আজিজ*, ৫৯, ইবনে আবদুল হাকাম।
১২. এ বিষয়ে লেখা সবচেয়ে সেরা গ্রন্থ হলো, ডক্টর ইমাদুদ্দিন খলিলের লেখা *মালামিহুল ইনকিলাবিল ইসলামি ফি খিলাফাতি উমর ইবনি আবদিল আজিজ*।
১৩. *মালামিহুল ইনকিলাবিল ইসলামি ফি খিলাফাতি উমর ইবনি আবদিল আজিজ*, ৭৮-৭৯, ডক্টর ইমাদুদ্দিন খলিল। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. বলেছিলেন, এ তো দেখি মাহদি!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইসলাম ও জীবনব্যবস্থার সুন্দর সম্মিলনবিষয়ক তার প্রজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা দেবে।

বর্ণিত আছে, একবার উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর পুত্র আবদুল মালিক তাকে বলল, আব্বাজান, আপনি কেন সমস্ত বিষয়ে শরিয়ত বাস্তবায়ন করেন না। আল্লাহর কসম, আমি তো আপনি এবং আমিসহ আল্লাহর রাস্তায় গরম ডেগে সিদ্ধ হওয়াকেও পরোয়া করি না।

উমর ইবনে আবদুল আজিজের এই মুত্তাকি পুত্র তার পিতার কাছে চেয়েছে হলো—যে পিতাকে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের শাসনভার ন্যস্ত করেছেন—তার পিতা যেন কালবিলম্ব না করেই সমস্ত জুলুম-অত্যাচার ও ফেতনা-ফ্যাসাদ এক ঝটকায় মিটিয়ে দেন। এরপর আর কিছুই বাকি থাকবে না। কিন্তু এর উত্তরে পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ এবং একজন ফকিহ ও মুজতাহিদ খলিফা কী বলে দিলেন শুনুন, বৎস, তাড়াহুড়া করো না। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে মদকে দুইবার নিন্দা করেছেন। তৃতীয়বারে এসে হারাম করেছেন। আমি আশঙ্কা করছি, আমি যদি মানুষের ওপর হককে প্রথমবারেই চাপিয়ে দিতে চাই, তাহলে তারা প্রথমবারেই তাকে দূরে সরিয়ে দেবে। ফলে ফেতনার আশঙ্কা দেখা দেবে।[১৪]

খলিফায়ে রাশেদ উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. সমস্ত বিষয় হিকমতের সাথে এবং ধীরে ধীরে ঠিক করতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পথনির্দেশিকা পেয়েছিলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর মদকে ধীরে ধীরে হারাম করেছেন। তার সূক্ষ্ম সংস্কারবাদী চিন্তার দিকে লক্ষ করুন, যা শরয়ি রাজনৈতিক বিষয়াবলিতে তার গভীর দক্ষতার কথা জানান দেয়। তিনি বলেছেন, আমি আশঙ্কা করছি, আমি যদি মানুষের ওপরে সত্যকে একবারেই চাপিয়ে দিই তবে তারা তা একবারেই দূরে সরিয়ে দেবে এবং তা হয়ে যাবে ফেতনার কারণ।

মাইমুন ইবনে মেহরান বর্ণনা করেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বলেন, আমি জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলিতে জনসাধারণের পক্ষ থেকে সাড়া চাই। আমি আশঙ্কা করি, তাদের অন্তর শরিয়তের বোঝা বহন করার মতো নয়। ফলে আমি তাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার লালসা বের করতে গিয়ে

১৪. *আল-মুওয়াফাকাত লিশ-শাতিবি।*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শরিয়তের প্রতি চাহিদাকেও বের করে নিয়ে আসব। যদি তাদের অন্তর দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা এমনিতেই অস্বীকার করে, শরিয়ত সেখানে আপনা-আপনি অবস্থান করে নেবে।[১৫]

তিনি এমন কোনো সিদ্ধান্ত জারি করতে চান না, যা জনসাধারণের মনে এই অনুভূতি তৈরি করবে যে, শরিয়ত এক ভারী বোঝা এবং তা বহন করা কষ্টকর। এজন্য তিনি পাশাপাশি একটি বিকল্প সিদ্ধান্ত দিতে চান, যা তাদের দুনিয়াবি স্বার্থাবলিও রক্ষা করবে। যদি তারা সেটাকে অস্বীকার করে তবে এটাকেও ভুলে যাবে। বর্তমানকালের ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা এই কাজ করে থাকে।

আরেকবার তার আরেক মুমিন-মুত্তাকি পুত্র তার কাছে এসে বেশ অভিযোগ ও চড়া স্বরে বলতে লাগল, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আল্লাহ তাআলাকে কেয়ামতের দিন কী জবাব দেবেন, যখন তিনি আপনাকে বলবেন যে, তুমি একটি বিদআত দেখেছিলে, কিন্তু কেন তা তুমি মিটিয়ে দাওনি এবং একটি সুন্নত দেখেছিলে, কেন তা তুমি জীবিত করোনি?!

তার পিতা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. জবাবে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন এবং তোমাকে একজন সুসন্তান হিসেবে উত্তম বিনিময় দান করুন। বৎস, তোমার জাতি এ পার্থিব জীবনের সাথে পায়ে-পায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের সামনে যা আছে আমি যদি তা ছিনিয়ে নিতে যাই, তবে আমার কারণে তাদের মধ্যে এমন এক ফাটল তৈরি হবে যাতে প্রচুর রক্তপাত হবে। আর আল্লাহর কসম! আমার কারণে কারও রক্তপাত হওয়ার চেয়ে আমার কাছে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া অধিকতর সহজ! বাবা, তুমি কি চাও না তোমার বাবার কাছে এমন এক দিন আসবে, যেদিন তোমার বাবা সুন্নতকে জীবিত করতে পারবে এবং বিদআতকে মিটিয়ে দিতে পারবে?[১৬]

এই গভীর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। এই ধীরতাপূর্ণ ও জ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি কঠিন কঠিন বিষয় সমাধান করতেন। এই শক্তিশালী ও সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পিতা তার আগ্রহী ও ধীমান পুত্রকে শান্ত করতেন।

---

১৫. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৫/১২৯; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৯/২০০।
১৬. *তারিখুল খুলাফা*, ২২৩-২২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হিমস শহরের প্রাচীরের ঘটনা

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. হিমস শহরের দুর্গের প্রাচীর নির্মাণ সম্পর্কিত চিঠিতে শহরের গভর্নরকে লিখেছিলেন, আপনি ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে তা সুদৃঢ় করুন এবং তার চতুষ্পার্শ্ব অন্যায়-অবিচার থেকে পবিত্র রাখুন।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হিকমাহসংবলিত শব্দের মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, সমাজ সুরক্ষা ও সংস্কারের বাস্তবতা সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। আর সেই বাস্তবতাটি হলো, কোনো শহরকে কোনো বস্তুবাদী প্রাচীর রক্ষা করতে পারে না। সেই শহর যত উন্নত এবং শহরের প্রাচীর যত মজবুত ও উঁচুই হোক না কেন, কিন্তু শহরকে মূলত সুরক্ষিত রাখে শহরের অধিবাসীরা। এবং শহরের অধিবাসীরা শহরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখতে পারে না, যতক্ষণ না তারা এটা অনুভব করে যে, এই শহরের কল্যাণের মাঝে তাদের এবং তাদের পরিবারবর্গের কল্যাণ নিহিত। তারা এখানে নিরাপদ এবং আত্মপ্রশান্ত। তাই অন্য গভর্নররা যে বিষয়টি উপেক্ষা করে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. হিমসের গভর্নরকে সে বিষয়টিরই আদেশ দিয়েছিলেন। আর তা হলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায়-অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষা করা। কারণ ইনসাফ পাওয়া এবং অন্যায়-অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকার কারণে দেশের প্রতি, শহরের প্রতি জনগণের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এই দেশপ্রেমের অনুভূতি জনগণকে নিজেদের জান-প্রাণ দিয়ে স্বদেশ রক্ষার ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। সুতরাং শহর রক্ষার সবচেয়ে বড় প্রাচীর ইট-পাথরের নয়, বরং মানুষের মন।

হাফেজুল হাদিস সুয়ুতি রহ. তার লিখিত গ্রন্থ *তারিখুল খুলাফা*-তে লিখেছেন, হিমসের গভর্নর চাচ্ছিলেন খলিফা কোষাগার থেকে কিছু সম্পদ হিমসের প্রাচীর মজবুত করার জন্য বরাদ্দ দেবেন।[১৭] আর উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. জনগণের সমৃদ্ধির জন্য সম্পদ ব্যয়ে সর্বোচ্চ আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি সেনাবাহিনীর ভারসাম্যহীন বাজেট হ্রাস করেছিলেন। বিশেষ করে উচ্চাভিলাষী আমির-ওমারা ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের বেতনের বাজেট কমিয়ে এনেছিলেন। যেন তা জনস্বার্থের বিভিন্ন অপূরণীয় দিকে ব্যবহার করা যায় এবং প্রতিটি প্রয়োজনগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণ করা যায়।

---

১৭. *তারিখুল খুলাফা*, ২১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. ভালোভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ন্যায়পরায়ণতাই একটি দেশের ভিত্তি, শাসনকার্যের মূল স্তম্ভ, রাজার পাহারাদার। রাজা কোনো মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তি নন। যে বস্তুবাদী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উমর ইবনে আবদুল আজিজের পূর্বে বনু উমাইয়ার কিছু শাসক জনগণের ওপর অত্যাচার করেছিল, শক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের রাজত্ব রক্ষা করেছিল, মূলত তারা ভুলে গিয়েছিল যে, অত্যাচার তাদের রাষ্ট্রকে দীর্ঘস্থায়ী করে না। জুলুমের ভারে রাষ্ট্র নড়বড়ে হয়ে যায়। এবং একদিন না একদিন সকল মজলুম নিজেদের অধিকার তলব করে।

এসব কারণে অন্য গভর্নরদের প্রস্তাবের প্রতি উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাখ্যান, অস্বীকার ও নিন্দা। তাদের সকল সিদ্ধান্তই তিনি মেনে নিতেন না, সকল চাহিদা পূরণ করতেন না। বস্তুত এ সকল আমির খলিফাকে পরামর্শ দিয়েছিল সেভাবেই দেশ চালাতে, যেভাবে তার পূর্বের শাসকেরা ক্ষমতার অপব্যবহার ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনগণকে ভীত রাখত।

ইমাম সুয়ুতি *তারিখুল খুলাফা*-তে ইবনে আসাকিরের একটি বর্ণনা এনেছেন। তিনি লিখেছেন, জাররাহ ইবনে আবদুল্লাহ হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে একবার চিঠি লিখলেন যে, খোরাসানবাসী তাদের দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। কেবল তরবারি এবং চাবুকই তাদেরকে সংশোধন করতে পারবে। আমিরুল মুমিনিন যদি ভালো মনে করেন তবে যেন আমাকে তা করার আদেশ দেন।

কিন্তু এই চিঠির উত্তরে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. লিখলেন, আমার কাছে তোমার চিঠি পৌঁছেছে, যাতে তুমি লিখেছ, খোরাসানবাসী তাদের দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। কেবল তরবারি এবং চাবুকই তাদেরকে সংশোধন করতে পারবে। কিন্তু আমি বলছি, তুমি মিথ্যা ও ভুল বলেছ। তরবারি এবং চাবুক নয়, বরং তাদেরকে ইনসাফ এবং সত্যই সংশোধন করতে পারে। সুতরাং তুমি তাদের মাঝে ইনসাফের বিস্তার ঘটাও। আস-সালাম।[১৮]

---

১৮. *তারিখে দামেশক*, ৭২/৫৯; *তারিখুল খুলাফা*, ২২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই ঘটনা আমাদেরকে উমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসনকার্য পরিচালনার দর্শন তুলে ধরে। যে দর্শন তার পূর্ববর্তী অত্যাচারী শাসকদের তুলনায় অনেক বেশি সঠিক ছিল। যার ফলে তিনি শরিয়তের বিধিবিধান এবং আল্লাহ তালার সীমারেখা থেকে বিচ্যুত না হয়েই তার সকল নীতি কার্যকর করেছেন।

ইয়াহইয়া গাসসানি ছিলেন উমর ইবনে আবদুল আজিজের একজন গভর্নর। তিনি বলেন, আমাকে যখন খলিফা মসুলের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন তখন আমি মসুল এসে দেখতে পেলাম এই অঞ্চলের অবস্থা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি খারাপ। চুরি, সিঁধ কাটার মাত্রা বেড়ে গেছে। আমি খলিফার কাছে চিঠি লিখে অবস্থা জানালাম এবং তার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলাম যে, আমি মানুষকে ধারণাপ্রসূত অভিযোগে গ্রেফতার করব এবং তাদেরকে অপবাদ দিয়ে মারধর করব, নাকি প্রমাণসাপেক্ষে গ্রেফতার করে তাদের ওপরে শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করব?

খলিফা চিঠির উত্তরে আমাকে লিখলেন, প্রমাণসাপেক্ষে গ্রেফতার করবেন এবং শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করবেন। যদি হক তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে না পারে তবে আল্লাহ তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না।

এরপর আমি খলিফার আদেশ অনুযায়ী কাজ করলাম। অতঃপর যখন আমি মসুল ছেড়ে যাচ্ছিলাম তখন মসুল শহরটি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সবচেয়ে পরিশুদ্ধ ছিল। চুরি এবং সিঁধ কাটা কমে গিয়েছিল।[১৯]

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর সুন্দর রাজনীতির একটি উদাহরণ হলো, তিনি তার গভর্নরদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে ১০০ দিনার, ২০০ দিনার এভাবে দিতেন। এবং এ ক্ষেত্রে তার বক্তব্য ছিল, যদি তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়, তবে তারা মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজেদেরকে অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। তাদের চোখ অন্য কোনো বস্তুর দিকে যাবে না, যা তাদের প্রয়োজন নেই। ফলে তারা তা পূরণ করার জন্য অন্য কোনো দিকে ধাবিত হবে।

একদিন তাকে বলা হয়েছিল, আপনি আপনার কর্মচারীদের ওপর যেভাবে খরচ করেন, নিজের পরিবারের ওপরেও তো সেভাবে খরচ করতে পারেন।

---

১৯. *হিলয়াতুল আওলিয়া*, ৯/১১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তখন তিনি বললেন, না, আমি তাদের অধিকার অস্বীকার করি না। তাদের অধিকার থেকে বাধা দিই না। তবে আমি অন্যের অধিকারও তাদেরকে দিতে পারি না।[২০]

তার দূরদর্শী অর্থনৈতিক পদক্ষেপ সম্পর্কে আবু উবাইদ *আল-আমওয়াল* গ্রন্থে লিখেছেন, খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ একবার তার ইরাকে অবস্থানরত গভর্নর আবদুল হামিদ ইবনে আবদুর রহমানের কাছে চিঠি লিখলেন, বাইতুল মাল থেকে মানুষের প্রাপ্য মানুষকে দিয়ে দিন।

গভর্নর তা-ই করলেন। এরপর তিনি খলিফার কাছে চিঠি লিখে জানালেন, আমি মানুষকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাইতুল মালে সম্পদ এখনো বাকি রয়ে গেছে। সেগুলো কী করব?

খলিফা উত্তরে লিখলেন, এমন কিছু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি খুঁজে বের করা, যারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতাবশত কিংবা অপচয়ের কারণে ঋণগ্রস্ত হয়নি। স্বাভাবিকভাবে যারা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আছে তাদের ঋণ বাইতুল মাল থেকে আদায় করে দিন।

গভর্নর তা-ই করলেন। এরপর তিনি খলিফার কাছে চিঠি লিখে আবার জানালেন—আমি ঋণগ্রস্ত মানুষের ঋণ শোধ করে দিয়েছি। কিন্তু বাইতুল মালে এখনো মুসলমানদের সম্পদ রয়ে গেছে।

খলিফা পরবর্তী চিঠিতে লিখলেন, বিয়ে করতে ইচ্ছুক এমন যত যুবক আছে কিন্তু সম্পদের অভাবে বিয়ে করতে পারছে না, তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দিন এবং বাইতুল মাল থেকে মোহরানা আদায় করে দিন।

গভর্নর তা-ই করলেন। এরপর তিনি খলিফার কাছে চিঠি লিখে আবার জানালেন, বিবাহের উপযুক্ত যত যুবক পেয়েছি তাদেরকে বিয়ে করিয়ে বাইতুল মাল থেকে মোহরানা আদায় করে দিয়েছি। কিন্তু এখনো বাইতুল মালে অনেক সম্পদ রয়ে গেছে।

খলিফা এবার নির্দেশ দিলেন, এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাদের ওপর জিজিয়া (কর) আছে কিন্তু সে তার জমি হারিয়েছে অথবা তার জমি অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। তাই তাদেরকে এমন কোনোকিছু করে দিন, যেন তারা জমির কাজ

---

২০. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৯/২০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করতে পারে। আমরা তাদের কাছ থেকে আগামী এক বছর কিংবা দুই বছর কোনো কর নেব না।[২১]

পাঠক, এতসব আদেশের মাঝে আমরা দেখতে পাই যে, খলিফার গৃহীত অর্থনীতি কেবল ঋণশোধে সহায়তা অথবা বিয়েতে সাহায্যের মতো বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বরং তার অর্থনীতির মধ্যে উৎপাদনমূলক উন্নয়নও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন তিনি তার গভর্নরকে অগ্রিম কৃষিঋণ দেওয়ার নির্দেশ দেন। যাতে জমি হারানো কিংবা ঋণগ্রস্ত কৃষকেরা জমির কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কারণ কৃষিজমি মানুষের জীবিকার প্রথম এবং স্থায়ী সম্পদ।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর উত্তম রাজনীতির একটি দৃষ্টান্ত ছিল, আহলে বাইতের প্রতি গালিগালাজ বন্ধ করা। মানুষকে কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত করে তিনি তাদেরকে ফেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাকে একবার সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, তাদের যুদ্ধে প্রবাহিত রক্ত থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের হাতকে পবিত্র রেখেছেন, তাই আমরা আমাদের জবানকেও তাদের রক্ত থেকে পবিত্র রাখব।[২২]

এই ছিলেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এবং এই ছিল তার বিচক্ষণ রাজনীতি, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শী চিন্তাভাবনা। তিনি বাস্তবতা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন। প্রতিটি সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে আগাম অনুমান করতেন। তিনি ধীরস্থিরতায় বিশ্বাস করতেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিতেন না।[২৩]

---

২১. *আল-আমওয়াল*, ৩৫৭, ৩৫৮।

২২. *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৯/১১৪।

২৩. *মালামিহুল ইনকিলাবিল ইসলামি ফি খিলাফাতি উমর ইবনি আবদিল আজিজ* (আদ-দিরাসাতুল কাইয়িমা), ডক্টর ইমাদুদ্দিন খলিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জনজীবনে উমর ইবনে আবদুল আজিজের রাজনীতির প্রভাব

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর বিজ্ঞ রাজনীতি ও দূরদর্শী ব্যবস্থাপনার ফলাফল ছিল রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা। সমগ্র খেলাফতের আনাচেকানাচে অবস্থানরত সকল মানুষ ন্যায়বিচার ও প্রশান্তির শাসন অনুভব করেছিল। ভালো ফল থেকে খারাপ বীজ প্রমাণিত হয়নি।

কিছু কিছু মানুষ ভালো ব্যবস্থাপনা বলতে মনে করে থাকে কিংবা চিত্রিত করে থাকে, বাজারে মানুষকে বড় লাঠি দিয়ে পেটানো হচ্ছে কিংবা ভীতিসঞ্চারক তলোয়ার দিয়ে মানুষের অন্তরে রাষ্ট্রের মর্যাদা বশীভূত করা হচ্ছে। নিরীহ মানুষকে লঘু কারণে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এহেন অবস্থা চললে মানুষ একে অপরকে বলতে থাকে, সাদকে ছেড়ে দাও, সুআইদ তো মরেই গেছে। অর্থাৎ, নিরাপত্তা অনুভব করে না।

যারা ভালো ব্যবস্থাপনা বলতে এমন ভীতিপূর্ণ পরিবেশকে মনে করে থাকে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেবো। ইতিহাস বলে, উমর ইবনুল খাত্তাবের গাম্ভীর্য মানুষের মাঝে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তলোয়ারের চেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল।

আর উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. প্রসিদ্ধ হয়েছেন, রাজনীতি, অর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, বহির্বিশ্বে সম্মান এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের কারণে।

আমি এখানে উমর ইবনে আবদুল আজিজের মর্যাদা ও অবস্থান প্রমাণের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত উৎসের বর্ণনা উল্লেখ যথেষ্ট মনে করছি। যেমন—

- বাইহাকি রহ. বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদি ইবনে হাতেম তায়ি রা.-কে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন, তার সত্যায়ন আমরা উমর ইবনে আবদুল আজিজের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। অর্থাৎ, আল্লাহর রাসুল আদি ইবনে হাতেম তায়িকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ এত বেশি সমৃদ্ধিশালী হয়ে যাবে যে, জাকাত নেওয়ার জন্য লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই হাদিসের সত্যায়ন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর যুগে হয়েছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

● ইয়াহয়া বিন সাইদ রহ. বলেন, একবার আমাকে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. কিছু জাকাত ও দানসহ আফ্রিকায় পাঠালেন। আমি তা নিয়ে সেখানে গিয়ে দরিদ্র খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু দান গ্রহণ করার মতো কোনো দরিদ্র ব্যক্তি পেলাম না। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. মানুষকে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছিলেন।[২৪]

মুহাদ্দিসগণ যখনই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওই হাদিস বর্ণনা করেন, যা আবু দাউদ ও অন্যরা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এই জাতির জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় একজন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক প্রেরণ করবেন, যে তাদের জন্য তাদের দ্বীন সংস্কার করবে—তখন তারা ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-কে প্রথম শতাব্দীর সংস্কারক হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গণ্য করেন। হাফেজুল হাদিস সুয়ুতি রহ. লিখেছেন, প্রথম শতাব্দীর সংস্কারক ছিলেন উমর, সর্বসম্মতভাবে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ খলিফা।[২৫]

আমি যদি উম্মতের সকল আলেম, ফকিহ, বক্তা, মুহাদ্দিস, সুফি ও ঐতিহাসিকদের উমর ইবনে আবদুল আজিজের মর্যাদার বিষয়ে সর্বসম্মত মনে করি, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তারা সকলে তাকে ইতিহাসের সুউচ্চ অবস্থানে রাখেন এবং সংস্কারক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আল্লাহ তাআলা এই মহান মুজাদ্দিদকে তার আপন ছায়াতলে আশ্রয় দিন। তার ওপর বর্ষণ করুন রহমতের ফল্গুধারা। আমাদেরকে তাওফিক দিন তার পদাঙ্ক অনুসরণের। আমাদের মাঝেও তৈরি করে দিন সেই চেতনা। আমিন।

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা, ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আসতাগফিরুকা, ওয়া আতুবু ইলাইক।

---

২৪. *সিরাতু উমর ইবনি আবদিল আজিজ*, ৬৫, ইবনে আবদুল হাকাম।
২৫. *ফাইজুল কাদির শারহু জামিয়িস সগির*, ১/১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদিসের আকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি রহ.

আমাদের স্বর্ণযুগের সোনার মানুষেরা

ইসলামের বীর কিংবদন্তিদের নিয়ে আলোচনা সিরিজের আজকে আমাদের পঞ্চম দিন। আজকে আমরা অন্য একজন ইসলামের বীরকে নিয়ে আলোচনা করব। এই সিরিজের শুরুতে আমরা যাকে নিয়ে প্রথম কথা বলেছিলাম, তিনি হচ্ছেন নুরুদ্দিন জিনকি রহ.। সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ. সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর গুরু হওয়া ছাড়াও তার অন্য একটি বিশেষ পরিচয় ছিল, যা আমরা তার সম্পর্কে আলোচনার দিন বলেছিলাম। তিনি ছিলেন সংস্কারক। ইসলামের মুজাদ্দিদ। অন্যরাও তার মতো মুজাদ্দিদ ছিলেন। কিন্তু তিনি মুসলমানদের জন্য ইলম ও জিহাদের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও তিনি মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে আরও অনেককিছুই করেছেন।

এই সিরিজে আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.। তার পিতার নাম ছিল ইমাদুদ্দিন। কিন্তু তিনি নুরুদ্দিন জিনকির ভাই ছিলেন না। সালাহুদ্দিন আইয়ুবির চাচা ছিলেন আসাদুদ্দিন আইয়ুবি। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. ফিলিস্তিনবিজেতা হওয়া ব্যতীতও অনন্য কার্যসম্পাদন করেছেন। তিনি মিশরের মতো জায়গায় দ্বীনি শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি শিয়াদেরকে বিতাড়িত করেছিলেন। তিনি তাদের ওপর শক্ত বাধা আরোপ করে রেখেছিলেন, যাতে তারা তাদের বিচ্যুত, ঘৃণ্য বিশ্বাস, সাহাবিদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রচার করতে না পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এরপর আমরা উকবা ইবনে নাফে রহ.-এর জীবনী আলোচনা করেছি। তিনি মিশর থেকে লিবিয়া পর্যন্ত বিজয় করেছিলেন। তিনিই সেই অংশের বিজয়ী। কিন্তু তিনি এই বিশাল ভূখণ্ড যতটা না তলোয়ারের খোঁচায় ইসলামি সাম্রাজ্যের অধীনে এনেছেন, তার চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে। তার মামা বিশিষ্ট সাহাবি আমর ইবনুল আস রা. তাকে মিশর ও লিবিয়ার সীমান্তে দায়িত্ব দিয়ে রেখে যান। তবে তিনি দায়িত্ব পেয়ে ভোগবিলাসের জীবনযাপনে লিপ্ত হয়ে পড়েননি, বরং তিনি এখানেই দাওয়াত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বর্তমান লিবিয়া সীমান্তে গিয়ে সেখানকার জনগণকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। একপর্যায়ে সেখানকার জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে চিঠি পাঠায়, আমরা আমাদের শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আপনি শুধু সেনাবাহিনী এখানে নিয়ে আসুন। আর তখনই উমর ইবনে খাত্তাব রা. সেখানে সেনাবাহিনী পাঠাতে রাজি হন।

একই দিনে আমরা নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি রা.-কে নিয়েও আলোচনা করেছিলাম। নুমান ইবনে মুকরিন মুজানি ছিলেন মহান বীর সাহাবি। তিনি পারস্য জয় করেছিলেন। এবং অবশেষে তিনি পারসিকদের রক্তের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে শহিদও হয়েছিলেন। এক লাইনে তার পরিচয় এটাই হতে পারে যে, তিনি পারসিকদের সুপার পাওয়ারকে ধ্বংস করেছিলেন। অথচ পারসিকরা ছিল সে সময়ের পরাশক্তি। পারসিক এবং রোমানরা বর্তমান সময়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই ছিল। আর নুমান বিন মুকরিন মুজানি রা. সেই সময়ের পরাশক্তিদেরই অহমিকা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপরে আমরা কথা বলেছিলাম উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. সম্পর্কে। তাকে পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ বলা হয়। কিন্তু তিনি কি সত্যিই পঞ্চম খলিফা ছিলেন? অথচ তার এবং উসমান ও আলি রা.-এর মধ্যে ব্যবধান ছিল দীর্ঘ সময়ের। তারপরেও তাকে কেন পঞ্চম খলিফা মনে করা হয়? কারণ তিনি সাহাবিদের সময়ের মতো উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি বিচারকার্যের দিক থেকে সবচেয়ে ন্যায়সংগত খলিফাদের একজন ছিলেন। সর্বোত্তম বিচারিক ন্যয়সংগত খেলাফতের উদাহরণ উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর সময়কাল। তার সম্পর্কে বহুল আলোচিত একটি কথা হলো, তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। একবার একজন মহিলা তার বাড়িতে এসে তার সামনে বসে কাঁদতে লাগলেন। খলিফা জানতেন না,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কেন মহিলা কাঁদছিলেন। কিন্তু তার কান্না দেখে তিনিও কাঁদতে শুরু করেন। এতটাই কোমল ছিল তার হৃদয়। এই কোমলতা খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর আরও ভালোভাবে ফুটে ওঠে।

আমাদের উচিত এই বীরদের জীবনী পর্যালোচনা করা। কারণ আমরা এমন এক সমাজে আছি, যা আমাদেরকে খেলাধুলার কিংবদন্তি, ফুটবল তারকা ও চলচ্চিত্র-অভিনেতাদের জীবনী আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই আজকে আমাদের শিশুকিশোররা এ ধরনের অশ্লীল ও অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যস্ত লোকদের অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। এরা অযোগ্য ও মূল্যহীন মানুষ। পশু, শূকর, ঘোড়া এবং গাধাও তাদের চেয়ে বেশি মূল্যবান। ওয়াল্লাহি! টিভিতে আপনারা যেসব লোকদের দেখছেন, তাদের চেয়ে পশু এবং শুয়োরের মূল্যও অনেক বেশি। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন,

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

না, তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতোই। বরং তারা তার চেয়েও বেশি বিপথগামী।[২৬]

শুধু পশুর মতো নয়; আল্লাহ শুধু বলেননি, তারা পশুর মতো। তিনি বলেছেন, তারা পশুর চেয়েও খারাপ। অথচ তাদেরকেই আমাদের শিশুকিশোররা টিভিতে দেখে। অথচ এই লোকগুলো কোনো সিনেমা থেকে ১৬ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে এবং সে এই সিনেমা থেকে কী পেয়েছে এসব নিয়ে চিন্তিত। আর আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে এই লোকদের সম্পর্কেই শিক্ষা দিই! অথচ আমাদেরকে আমাদের ছেলেমেয়েদের এটা ভাবতে শেখাতে হবে যে, এই লোকগুলো আমাদের পায়ের নিচে থাকা উচিত!

যে মানুষটিকে নিয়ে আজ আমরা কথা বলব, তিনিও সেসব সাহাবি এবং কিংবদন্তির মতো, যাদের নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা কথা বলেছি। আমরা যাদের কথা আগে বলেছি, তাদের অধিকাংশই সাহাবি নন। সাহাবিদের কথা না বলায় অনেকের ধারণা হতে পারে যে, সাহাবিরা নবীকে একদম কাছে পেয়েছেন, তাই আমরা হয়তো তাদের মতো হতেই পারব না। আর এ কারণে তাদের কথা আলোচনা করাই যাবে না। কিন্তু সেটা ভুল ধারণা। সাহাবিদের কয়েক প্রজন্ম

২৬. সুরা ফুরকান : ৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পর থেকে এবং বর্তমান থেকে কয়েক শতাব্দী আগের বীর কিংবদন্তিদের সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্য এটাই যে, আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ কেমন হওয়া উচিত, সেটা জানানো।

আমাদের আজকের আলোচনা এমন একজন মহানায়ককে নিয়ে, যার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই কেউ জানে না। তার সম্পর্কে স্বল্পই জানে সকলেই, কিন্তু সেটা তার রচিত গ্রন্থকেন্দ্রিক। সবাই তার গ্রন্থ সম্পর্কে জানে। আমাদের সকলের পাশে কুরআনুল কারিম আছে। আর কুরআনের পাশেই আছে *সহিহ বুখারি*। সবার ফোনেও আছে। কিন্তু এই বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থের রচয়িতা সম্পর্কে কজনই-বা জানে! অতএব, আজকে আমরা তাকে জানব। ইনশাআল্লাহ।

অগ্নি-উপাসকের ঔরসে ঐশ্বর্য

ইমাম বুখারি রহ.-এর পূর্ণ নাম, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বিন ইবরাহিম বিন মুগিরা বিন বারদিজবাহ আল-জুফি আল-বুখারি আল-ইয়ামানি। তিনি যেখানে বাস করতেন সেটি বর্তমানে রাশিয়ায় অবস্থিত। তিনি একজন রুশ অনারব ছিলেন। আরব না হওয়া সত্ত্বেও আজ প্রায় প্রতিটি বাড়িতে তার রচিত গ্রন্থ আছে। একজন অনারবের এই কৃত্বিতের পেছনে আল্লাহ তাআলার একটি বাণীই স্মরণযোগ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم.

দেখো, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে, অথচ তোমাদের কিছু লোক কৃপণতা করছে। বস্তুত যে কৃপণতা করে, সে তো কৃপণতা করে কেবল নিজেরই সাথে। আল্লাহ তো অভাবহীন আর তোমরাই অভাবী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন, তখন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারা তোমাদের মতো হবে না।[২৭]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বোঝাতে চেয়েছেন, যদি তুমি সোজা না হও, তাহলে আল্লাহ তোমার বদলে তোমার চেয়ে ভালো মানুষদের নিয়ে আসবেন। তো ইমাম বুখারি রহ.-ও একজন অনারব ছিলেন, যেমন অনারব ছিলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.। তিনি ছিলেন একজন কুর্দি, অনারব। অনারব বলার উদ্দেশ্য হলো, তাদের আদি অবস্থান ছিল আরবের বাইরে। পরে তারা আরবি ভাষা শিখেছিলেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবং ইমাম বুখারি রহ. অনেক ভালো আরবি বলতে পারতেন। অথচ তাদের উৎপত্তি ছিল আরবের বাইরে। বস্তুত এ সকল কিংবদন্তিকে দেখে আমাদের উচিত আরবি শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হওয়া। বলতে গেলে, আরবি ভাষা শেখার দরস পরিপূর্ণ থাকার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সবাই আরবি শেখা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কারণ আমাদের আরবি ভাষা শেখার ধৈর্য নেই। এটা শিখতে ধৈর্য লাগে। এটা শেখার জন্য অধ্যবসায় প্রয়োজন। অনেকেই বলে, আমি আরবি শিখতে চাই। অনেকেই আমাদের কাছে এসে বলেন, আমি আরবি শিখতে চাই। আমরা বলি, হ্যাঁ, আপনি আরবি শেখা আরম্ভ করুন। কিন্তু তাদের ধৈর্য নেই। হয়তো ইমামের জীবনীর দিকে লক্ষ করলে আমরা আরবি ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হব, যেটা এখন পর্যন্ত আমরা বিরক্তিকর মনে করি।

তার দাদা ছিলেন অগ্নি-উপাসক। তিনি আগুনের পূজা করতেন। বুখারার নেতা তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছিলেন বা ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার দাদা তখন ইসলাম সম্পর্কে শোনার সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইমাম বুখারি রহ. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ১৯৪ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুত্তাকি মুসলমান ছিলেন এবং খুব ধনী বণিক ছিলেন। তিনি কখনোই তার ব্যবসায়িক লেনদেনে হারাম উপায় অবলম্বন করেননি। এমনকি হারামের কাছাকাছিও যাননি। ইমাম বুখারি রহ. পিতার কাছে পড়াশোনা করেন। আর তার পিতা বিশিষ্ট আলেম মালিক ইবনে আনাস রহ.-এর কাছে ইলম আহরণ করেন। এমনকি তিনি

২৭. সুরা মুহাম্মাদ : ৩৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরেকজন বিশিষ্ট আলেম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর কাছেও ইলম হাসিল করেছেন। এই হলেন ইমাম বুখারি রহ.-এর পিতা।

একজন কিংবদন্তিই কেবল নিজের মতো আরেকজন কিংবদন্তিকে উপস্থাপন করতে পারে। কিংবদন্তি কিংবদন্তিদের জন্ম দেয়, কাপুরুষরা কাপুরুষের জন্ম দেয়। কখনো হয়তো কাপুরুষও কিংবদন্তির জন্ম দিতে পারে, কিন্তু এটি ব্যতিক্রম চিত্র। ব্যতিক্রমের ওপর কোনো নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ইমাম বুখারি রহ.-এর পিতা তার শৈশবকালেই মারা যান। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, এই চিত্রটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতো অনেক ইমামের সাথেই মিলে যায়। তাদের প্রত্যেকের শৈশবেই তাদের পিতা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছিলেন।

ইমাম বুখারির ক্ষুরধার মেধা ও অনন্য প্রতিভা

ইমাম বুখারি রহ. এক মহিলার কাছে প্রতিপালিত হন। এই মহিলা তার মা। কোনো পিতৃস্নেহ এবং পুরুষের দায়িত্বে তিনি বেড়ে উঠতে পারেননি। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইমাম রহ. অন্ধ ছিলেন। অথচ কেই-বা এখন বিশ্বাস করবে যে, ইমাম বুখারি একসময় অন্ধ ছিলেন! কিন্তু এটাই সত্য।

তার মা দোয়া করতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। আল্লাহর কুদরত দেখুন! একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, ইবরাহিম আ. তার কাছে এসে তাকে বলছেন, তোমার ছেলের চোখের দৃষ্টি ফিরে আসছে। তুমি তা নিয়ে চিন্তা করো না। এর পরেরদিন সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠলেন এবং সেদিনই মাগরিবের সময় তার সন্তান দৃষ্টিশক্তি লাভ করে! আল্লাহু আকবার! মায়ের দোয়ার ফসল! মায়ের দোয়া কখনোই বিফলে যায় না।

মা দোয়া করলেন, আমার ছেলে যেন তার চোখের দৃষ্টি ফিরে পায়। আর তখন আল্লাহ তার চোখের দৃষ্টি তো ফিরিয়ে দেনই, সেইসাথে তাকে এমন মেধা দান করেন, যার ফলে তার মতো প্রতিভাবান এই পৃথিবীতে তার পরে আর কেউ জন্মায়নি!

আমাদের সময়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন তাদের বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ আরম্ভ করে, তখন তাদের বয়স বিশের ঘরে পা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেয়। এটি বর্তমান প্রজন্মের চিত্র। এর আগের প্রজন্ম তো পঞ্চাশ বছরেও ইসলাম সম্পর্কে জানত না! অথচ ইমাম বুখারি রহ. ছিলেন ১০ বছর বয়সের আলেম! তিনি ১০ বছর বয়সেই তার উস্তাদের কাছে আসা-যাওয়া শুরু করেন। কখনো সাথে করে খাতা-কলম নিয়ে যেতেন, আবার কখনো খাতা-কলম ছাড়াই উস্তাদের দরসে বসে যেতেন। তিনি একবার উস্তাদের মজলিসে বসা ছিলেন, সে সময় উস্তাদ একটি হাদিস বলছিলেন। এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো যে, বর্তমানে আমরা যেভাবে হাদিস বলি, আমাদের সালাফ আলেমগণ সেভাবে বলতেন না। যেমন আমরা বলি,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ.

সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।[২৮]

এখানে আমরা হাদিসের সনদ উল্লেখ করি না। এককথায় হাদিসটি বলে ফেলি। কিন্তু সালাফগণ সনদসহই হাদিস বলতেন।

তো সেই মজলিসে ইমাম বুখারি রহ.-এর উস্তাদ অনেক হাদিস বর্ণনা করছিলেন। একটি হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, আবু জুবায়ের ইবরাহিম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তখনই বালক ইমাম বুখারি রহ. হাত তুলে বললেন, শাইখ, আপনি ভুল করছেন, এটা অসম্ভব। আবু জুবায়ের ইবরাহিমের কাছ থেকে কখনো এই হাদিস শোনেননি!

এই ভুল যে ধরে ফেলেছে, সে তখন মাত্র ১০ বছরের বালক! আর এই বয়সেই উক্ত বালক জানে, আবু জুবায়ের কখন বেঁচে ছিলেন এবং কখন মারা গেছেন! এ বয়সেই সে আবু জুবায়েরের উস্তাদ এবং আবু জুবায়েরের ছাত্রদেরও চেনে! এবং ইবরাহিমকেও সে চেনে!

তার কথা শুনে উস্তাদ বললেন, আমি আবদুল লতিফের কাছ থেকে এই হাদিস পেয়েছি এবং তুমি বলছ এটা অসম্ভব! আবদুল লতিফ ছিলেন ছয় শতকে, আর তুমি বারো শতকে। কীভাবে এটা সম্ভব?!

ইমাম বুখারি আবারও বললেন, আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।

---

২৮. *সহিহ বুখারি*, ৬৬৮৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উস্তাদ অস্বীকার করে তাকে একরকম তিরস্কার করলেন। আর বললেন, তুমি বয়সে অনেক ছোট। আমার কাছে এসে আমাকে ভুল বলার মতো যোগ্যতা তোমার হয়নি।

কিন্তু সত্যিই ইমাম বুখারি রহ. সঠিক অবস্থানে ছিলেন। তাই তিনি বললেন, শাইখ, না। আপনি ভুল করছেন। তিনি জেদ ধরে রেখেছিলেন, তাই উস্তাদকে বললেন, আপনি আপনার বইপত্র খুলে যাচাই করে দেখুন।

শেষ পর্যন্ত উস্তাদ গিয়ে তার বইপত্র খুলে যাচাই করলেন। এবং বুঝলেন, তিনিই ভুল। সেদিন থেকে তিনি ইমামের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শুধু বিশেষ শ্রদ্ধা নয়, বরং ইমাম বুখারি যখন তার মজলিসে বসতেন তখন তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। তিনি ভুল করার ভয় পেতেন। পরবর্তী সময়ে ইমামের ছাত্রদেরকে ইমাম নিজেই এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেছিলেন, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। হ্যাঁ, পাঠক, ১০ বছর বয়সেই এই অবস্থা ছিল তার!

যখন তার বয়স ১১ বছর, তখন আরেকটি ঘটনা ঘটে। তিনি একজন শাইখের দরসে নিয়মিত যোগ দিতেন। কিন্তু তিনি সাথে খাতা-কলম নিয়ে যেতেন না। তাই সেখানকার সঙ্গীসাথিরা তাকে নিয়ে মজা করত। তারা বলত, কেন তুমি খাতায় লেখো না? আমরা লিখি আর তুমি এখানে এসে সময় নষ্ট করো! তুমি লেখা শুরু করছ না কেন?

তিনি তাদের কথা থেকে বাঁচতে দূরে দূরে থাকতেন। ১৬ দিন তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকলেন। তারপর শেষ দিন অর্থাৎ ১৬ তম দিন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে কেন একা থাকতে দাও না? তারা বলল, তুমি এখানে এসে তোমার সময় নষ্ট করছ। আমরা জানতে চাই, কেন এখানে এসেছ যদি আমাদের মতো লিপিবদ্ধ না-ই করো?

এই কথা বলার কারণ হলো, সেই সময়ে যারা ইলমি মজলিসগুলোয় আসত তারা লিখে রাখার ব্যাপারে যত্নবান ছিল। তারা ইলম লিপিবদ্ধ রাখতে পছন্দ করত। এভাবেই জ্ঞানী ছাত্র হওয়া উচিত। কারণ না লিখলে স্মৃতিতে ধারণ করা কষ্টসাপেক্ষ। যারা কোনো দরস কিংবা ইলমি মজলিসে খাতা-কলম ছাড়াই বসে যান তারা সম্ভবত ইমাম বুখারি রহ.-কে অনুসরণ করেন (শাইখ জিবরিল কথাটি বিদ্রূপার্থে বললেন)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যাই হোক, ১৬ দিন যাবৎ সঙ্গীসাথিরা তাকে 'লিখছ না কেন, লিখছ না কেন' বলে বিরক্ত করার পর ১৬ তম দিনে ইমাম বললেন, ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের খাতা বের করো, আমি মুখস্থ বলতে থাকি আর তোমরা শুনতে থাকো।

সেদিন ইমাম সনদসহ ধারাবাহিকভাবে একনাগাড়ে তাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ৫০ হাজার হাদিস মুখস্থ শুনিয়েছিলেন এবং একটি ভুলও করেননি। অথচ তিনি তখন ১১ বছরের একটি ছোট ছেলে। তিনি পরে বলেছিলেন, এরপরেও (তখনও ১১/১২ বছর বয়সী) আমি ১ লক্ষ হাদিস মুখস্থ করেছিলাম। এবং প্রত্যেকটিই সহিহ হাদিস। অথচ বর্তমানে আমরা যাদেরকে বড় শাইখ বা উস্তাদ বলে থাকি, খোঁজ নিলে জানা যাবে তাদের অনেকেই পাঁচ-দশটি হাদিসও একনাগাড়ে বলতে পারবেন না। আমরা হাদিস বলার সময় স্রেফ 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত' এতটুকু বলে হাদিসের কিছু অংশ বলে দিই। কিন্তু ইমাম বুখারি রহ. প্রত্যেকটি হাদিস সনদসহ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সম্পূর্ণ বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি ১ লক্ষ এমন হাদিস মুখস্থ করেছি যার সবগুলো সহিহ এবং ২ লক্ষ যা সহিহ নয়।

দুর্বল অথবা মাউজু হাদিসগুলোও তিনি এজন্য মুখস্থ করেছিলেন, যেন কেউ এমন কোনো ভুল হাদিস বললে তা তিনি সংশোধন করে দিতে পারেন।

একবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তার ছেলেকে প্রায় ১০ লক্ষ হাদিস মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন। সব মুখস্থ করার পরে তিনি বলেন, এগুলো সবই বানোয়াট হাদিস। ছেলে রেগেমেগে বলল, আপনি আমাকে যেসব হাদিস মুখস্থ করতে দিয়েছেন সেগুলো বানোয়াট?! ইমাম তখন উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, যেন তুমি জানতে পারো যে, এসব বানোয়াট কি না। এমনই ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর সন্তান ও ইমাম বুখারি রহ.। ইমাম বুখারি রহ.-এর ছাত্ররা বলতেন, আমরা যখন তাকে কোনোকিছু দেখতে বা মুখস্থ করতে বলতাম তখন তিনি পৃষ্ঠার একবার শুরুতে এবং একবার শেষে তাকাতেন। এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইমাম শাফেয়ির মতো তার সব মুখস্থ হয়ে যেত।

তারা এত ক্ষুরধার মেধার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আমরা নই কেন? আমরা কেন পারি না? কারণ হলো, আমরা গুনাহে ডুবে থাকি। যারা গুনাহে ডুবে থাকে তাদের স্মরণশক্তি কমে যায়। তারা সহজে কিছুই মুখস্থ করতে পারে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম শাফেয়ি রহ. একবার ছোট্ট একটি গুনাহ করেছিলেন। সেটা হলো, তিনি ঘর ছেড়ে বের হওয়ার সময় একজন মহিলার পা দেখে ফেললেন। এরপর থেকে তিনি আর মুখস্থ করতে পারছিলেন না। মুখস্থ করতে বসে দেখলেন, তার সব স্মৃতিশক্তি গায়েব হয়ে গেছে। তিনি তার উস্তাদ ওয়াকির কাছে যান। তাকে বলেন, আমি আর মুখস্থ করতে পারছি না। ওয়াকি তাকে কারণ বললেন। ঘটনাটি কবিতায় এভাবে এসেছে,

شكوت لوقيع سوء حفظي

فأوصاني الي ترك المعاصي

فإن العلم نور من إله

ونور الله لا يهدى للعاصي

ওয়াকির কাছে স্মৃতিদুর্বলতার অভিযোগ করি,

উপদেশ দিলেন আমায়, যেন গুনাহ ত্যাগ করি,
ইলম হলো নুরে ইলাহি,
আল্লাহর নুর পায় না কোনো পাপী।

আমাদের আলোচিত এই মানুষগুলোর কিংবদন্তি হওয়া বা মহানায়ক হওয়ার পেছনে যে বিষয়টির প্রধান অবদান তা হলো, গুনাহমুক্ত থাকা। যদি দুর্ঘটনাবশত কোনো বেগানা নারীর দিকে দৃষ্টি চলে যায় এবং সাথে সাথে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আল্লাহ মাফ করে দেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ির মর্যাদা আল্লাহ এতটাই উচ্চতায় রেখেছিলেন যে, তিনি ভুল করেও নারীদের দিকে তাকাতে পারেন না। এজন্যই তিনি আর মুখস্থ করতে পারেননি। ওয়াকি তাকে বললেন, আল্লাহর নুর কোনো পাপীর কাছে যায় না। তাই শাফেয়ি, সাবধান! অতএব, তিনি অনুতপ্ত হলেন। তিনি ফিরে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

ইমাম বুখারি রহ. শুধু একনজর দেখেই সব মুখস্থ করে নিতেন। এটা আসে তাকওয়া থেকে। যার মধ্যে আল্লাহভীতি প্রবল, আল্লাহ তাকে ইলমও দান করেন তত বেশি। আল্লাহ তাআলাই বলেছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, এবং তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।[২৯]

বস্তুত আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। শুধু শরিয়তের জ্ঞানেই নয়, আপনার পড়াশোনা এবং আপনার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়ও।

ইলমের সন্ধানে ইমাম বুখারির দিগ্বিজয়

১১-১২ বছর বয়সে ইমাম রহ. বুখারার শাইখদের কাছে ইলম অর্জনের পর বুখারার আশেপাশের শহরে যান এবং সেখানে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি রাশিয়া, আফগানিস্তানসহ অন্যত্রও গমন করেন। তিনি বুখারা থেকে ইউএসএসআর তথা বর্তমান জর্ডান, লেবানন, ফিলিস্তিনসহ এখানকার এলাকা নিয়ে গঠিত অঞ্চলসমূহে সফর করে সেখানকার বেশ কিছু বড় আলেমের সান্নিধ্যে থেকে ইলমচর্চা করেন। এরপর কিছু সময় ইরাকে সফর করেন। ইরাক থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত যান। তখন তার বয়স ১৬ বছর। এরমধ্যেই তিনি মক্কা এবং মদিনা ছাড়া অন্য প্রায় সকল এলাকা থেকে ইলম হাসিল করে ফেলেছিলেন। দেখুন, আল্লাহ তাআলা কীভাবে ইমামের সময়ে বরকত ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি সফরের পর সফর করেছেন। তার সমস্ত সময়কে কাজে লাগিয়েছেন। অথচ বর্তমানে আমরা কত সময় ফোন, ইন্টারনেটে নষ্ট করি। তাই আমাদের সময়ে আমরা বরকত লাভ করি না। অন্যদিকে ইমাম বুখারি রহ.-এর সময়ে আল্লাহ তাআলা ভরপুর বরকত দান করেছেন। যখন আপনি আল্লাহকে ভয় করেন, তখন আল্লাহ আপনার জীবনে, আপনার সময়ে বরকত এনে দেন। ইমাম বুখারি রহ.-ও তা-ই করেছিলেন, তাই আল্লাহ তাআলাও তাকে দিয়ে ইসলামের প্রভূত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

এরমধ্যেই তার মা এবং ভাই হজে যেতে চাইলেন। এই উপলক্ষে তারও মক্কা-মদিনা সফর করার সুযোগ তৈরি হলো। তিনি বুখারায় ফিরে তাদের সাথে

২৯. সুরা বাকারা : ২৮২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাক্ষাৎ করেন। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মক্কার উদ্দেশে বুখারা থেকে যাত্রা শুরু করেন। মক্কায় হজে যাওয়ার উদ্দেশ্যের পাশাপাশি তার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। আর তা হলো ইলম হাসিল করা।

তিনি মক্কা-মদিনার আলেমদের খুঁজে বের করে তাদের কাছে যান এবং তাদের কাছ থেকে ইলম আহরণ করেন। এদিকে হজের মৌসুম শেষ হলে তার মা ও ভাই বুখারায় ফিরে যেতে চাইলেন। কারণ তাদের ব্যবসাবাণিজ্য ও ঘরবাড়ি সবই বুখারায়। কিন্তু ইমাম রহ. মক্কাতেই থেকে যেতে চান। কারণ এখানেই আছে ইলম অন্বেষণের সুবর্ণ সুযোগ। তিনি তা হাতছাড়া করতে চান না। তখন তার বয়স মাত্র ১৬ বছর। তিনি মায়ের অনুমতি নিয়ে মক্কায় রয়ে গেলেন। তার মাও তাকে ইলম তলবের জন্য মক্কায় রেখে বুখারায় ফিরে গেলেন। তিনি বয়সে ছোট হলেও ইলমে ততদিনে বড় আলেম হয়ে উঠেছেন।

সর্বযুগের স্বর্ণগ্রন্থ রচনা

১৬ বছর বয়সে তিনি লিখতে শুরু করেন। পাশাপাশি এই বয়সে তিনি মানুষকে দরস দেওয়া শুরু করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ইমাম বুখারি রহ. কারও মতে ১ হাজার, কারও মতে ১ হাজার ৮০ জন উস্তাদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তাদের দরসে বসে ইলম অর্জন করেছেন, হাদিস মুখস্থ করেছেন। এক উস্তাদের কাছে যত ইলম পেয়েছেন সবই গ্রহণ করে অন্য উস্তাদের কাছে গিয়েছেন। এভাবে বুখারার আশেপাশের সব অঞ্চলের ইলম আহরণ করে ইরাক সফর করে মক্কায় থেমেছেন। মক্কার সমস্ত আলেম থেকে ইলম অর্জন করে মদিনার দিকে যাত্রা করলেন।

তখনও কিন্তু তার বয়স মাত্র ১৬। তিনি মদিনায় ইলম শিখতে শুরু করেন। পাশাপাশি রচনায়ও হাত দেন। সেখানেই তিনি *আত-তারিখুল কাবির* গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। তিনি তিনটি বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো *আত-তারিখুল কাবির*। এই গ্রন্থটি রচনার সময় তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজার পাশে বসতেন। আর কোনোরূপ আলো ছাড়াই লিখতেন। এই ধরনের সুফিবাদী ঘটনা হয়তো আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এটাই সত্য। ইমাম বুখারি রহ. এভাবেই লিখতেন। সে যুগে আধুনিক কলম, খাতা, কম্পিউটার কিছুই ছিল না। দোয়াত-কলম দিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লিখতে হতো। দোয়াতের কালি শেষ হয়ে যেত। তারপরেও তারা বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলামের খেদমত করেছেন।

অথচ বর্তমানে দেখুন, আমাদের কী নেই?! আলো আছে, লেখার জন্য কম্পিউটার আছে। তখন হয়তো পর্যাপ্ত আলো থাকত না রাতে, লেখার জন্য কালি, কাগজ সামনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগত। তারপরেও তারা লিখে যেতেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা দেখুন! তাদের খেদমতের তুলনায় আমরা শূন্যের কোটারও নিচে! আমরা এ সকল মহান ব্যক্তির মতো নই। বস্তুত আমাদের গুনাহের কারণেই আমরা পিছিয়ে পড়েছি। আমরা ইসলামকে এখন গুরুত্ব সহকারে দেখি না।

তো ইমাম রহ. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজার পাশে বসে *আত- তারিখুল কাবির* লিখতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ইতিহাস নিয়ে আরও গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর এরপরেই তিনি যে গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন তা হলো *সহিহ বুখারি*। *সহিহ বুখারির* নাম আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ তাআলা ইলমের সিলসিলা এভাবেই জারি রেখেছেন। *সহিহ বুখারির* আসল নাম হলো 'আল-জামিউল মুসনাদুস সহিহুল মুখতাসার'। এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের সংক্ষেপিত সংকলন। *সহিহ বুখারি শরিফের* এই নামকরণের পেছনে কিছু কারণ আছে। আমরা সেগুলো বলব। তবে তার আগে কিছু প্রেক্ষাপট জেনে নিই।

ইমাম বুখারি রহ. কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি হয়তো জানতেন না বা ভাবতেও পারেননি যে, তার রচিত গ্রন্থ এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহমতের অবারিত ধারা বর্ষণ করুন। আমাদের মধ্যে যারাই কোনো উত্তম কাজ করবে, আল্লাহ তাআলা আখেরাতে তাদেরকে সেই কাজের প্রতিদান দান করবেন। আর যারাই কোনো বদ আমল করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা কারও ওপর কোনো জুলুম করেন না।

ইমাম বুখারি রহ. এই গ্রন্থটি কেন রচনা করেছিলেন? তিনি মূলত দুইটি কারণে গ্রন্থটি রচনায় হাত দিয়েছিলেন। প্রথম কারণ হলো, একরাতে তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। আল্লাহর রাসুল তাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছেন। কারণ কিছু লোককে তিনি নবীজির প্রতি অশোভন কিছু করা থেকে বাধা দিয়েছিলেন। এই স্বপ্ন দেখে তিনি যখন তার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উস্তাদদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে বললেন। তারা সব শুনে বললেন, তুমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করতে চলেছ। তারপর তিনি আবারও স্বপ্নে দেখলেন, তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করছেন। তার উস্তাদরা তাকে বললেন, অচিরেই আল্লাহর রাসুলের সাথে সম্পর্কিত করে অনেক মিথ্যাচারের জন্ম হবে। আর তুমি সেসব মিথ্যাচারের হাত থেকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতা রক্ষার কাজ করবে।

ইমাম রহ. এরকমই আরেকটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি হাঁটছেন। সেখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ছিলেন। তার চারপাশে অসংখ্য মানুষ ছিল। অথচ একমাত্র তিনিই আল্লাহর রাসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন। বাকি সকলে ডান-বাম দিকে সরে আসছিল। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, তিনিই হবেন সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করবেন এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।

দেখুন, ইমাম বুখারি রহ. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারংবার স্বপ্নে দেখেছেন, কিন্তু আমরা দেখি না। কারণ আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ভাবি না, হাদিস মুখস্থ করি না। ইমাম বুখারি রহ. দেখেছেন। কারণ তিনি নবীজিকে নিয়ে ভাবতেন। ভাবতে ভাবতেই ঘুমাতে যেতেন। তার হাদিস পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়তেন।

যাই হোক, এই দুটি স্বপ্ন দেখে তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাচারের কবল থেকে রক্ষা করতে হাদিস সংকলনের কথা ভাবলেন।

এই দুটো স্বপ্ন ছিল প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ হলো, তার শিক্ষক ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ.। দেখুন, প্রতিজন ব্যক্তির সাফল্যের পেছনে একজন মহান শিক্ষকের অবদান ছিল। যখনই আমরা তাদের কথা বলি তখন আমাদের উদ্দেশ্য হয়, আমরা আমাদের মধ্যে একজন নুরুদ্দিনকে চাই, আমরা চাই এই ঘটনা কারও মনে নাড়া দিক। যখন আমরা সালাহুদ্দিনের কথা বলি, আমরা চাই কারও মস্তিষ্কে গুঞ্জন আরম্ভ হোক। ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ একবার তার ছাত্রদের বললেন, তোমাদের কি মনে হয় না, আমাদের মধ্যে কোনো একজনের আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত সহিহ হাদিস সংকলন করা উচিত?

ইসহাক ইবনে রাহুয়াহর অসংখ্য ছাত্র ছিল। কিন্তু তার এই কথাটি কেবল তাদের মধ্যে একজনের মনে ভাবান্তর সৃষ্টি করেছিল এবং তিনি এই অনুভূতি বিলুপ্ত করতে পারেননি। তিনি হলেন আমাদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি রহ.। আগে দেখা দুটো স্বপ্ন এবং ইসহাক ইবনে রাহুয়াহর কথা মাথায় রেখে তিনি *সহিহ বুখারি* গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করে দিলেন।

পাঠক বলুন তো, অন্যতম বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ *আল-জামিউল মুসনাদুস সহিহুল মুখতাসার* রচনা সম্পন্ন করতে কত সময় লেগেছিল? আজ আমরা সহিহ হাদিসের যে গ্রন্থটি পেয়েছি, এটি রচনা করতে সময় লেগেছিল আনুমানিক ১৬ বছর! ইমাম বুখারি রহ. নিজেই বলেছেন, যখন আমি লেখা শুরু করি তখন প্রায় ৭ লক্ষ হাদিস আমার মুখস্থ ছিল। ইমাম রহ. তার গ্রন্থ *বুখারি শরিফ* রচনার জন্য ৭ লক্ষ হাদিস সনদ সহকারে মুখস্থ করেছিলেন! ভাবা যায়! অথচ আমরা কয়েকটি হাদিসও সনদ সহকারে পরিপূর্ণ মুখস্থ রাখতে পারি না।

মুসলিম উম্মাহর মতে, পবিত্র কুরআনের পর *সহিহ বুখারি* হলো বিশুদ্ধতর গ্রন্থ। তবে বৃহত্তর মরক্কোর হাতে-গোনা কিছু আলেম বলে থাকেন, *সহিহ বুখারি* থেকে থেকে *সহিহ মুসলিম* বিশুদ্ধতর। কিন্তু উম্মাহর বেশিরভাগই মনে করেন, বিশুদ্ধতার দিক থেকে *সহিহ বুখারি*-ই কুরআনের পরে অবস্থান করছে। কয়েক শতক পার করে এসেও ইমাম বুখারিই একমাত্র হাদিসবেত্তা, যার লেখা নিয়ে কদাচিৎ কেউ প্রশ্ন তুলতে পেরেছে। সর্বোচ্চ একটি বা দুটি হাদিস নিয়ে বলে থাকতে পারে।

এবার দেখা যাক, *সহিহ বুখারি*তে কতটি হাদিস আছে? তার উত্তর হলো, ৭,৫৬৩টি। ৭ হাজারের অধিক হাদিসসমৃদ্ধ এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি প্রতিবার পবিত্রতা অর্জন করেছেন। ইমাম রহ. নিজেই বলেন, তিনি একটি করে হাদিস লিখতেন, তার আগে গোসল করতেন এবং দুই রাকাত ইসতেখারার নামাজ পড়তেন এবং সিদ্ধান্ত নিতেন এই হাদিসটি গ্রন্থে রাখা উচিত হবে কি না। তাহলে শুধুই কি ৭ হাজার ৫৬৩ বার গোসল করেছিলেন এবং উক্ত সংখ্যকবার ইসতেখারার নামাজ পড়েছিলেন *সহিহ বুখারি* রচনার জন্য? না। ঠিক তাও নয়, বরং সংখ্যাটা তিনগুণ হবে। কারণ প্রতিবার প্রতিটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদিস লেখার পর তিনি আবার ঘুম থেকে উঠে চিন্তা করতেন হাদিসটিকে পরিবর্তন করা দরকার কি না। আর তিনি মাঝে মাঝে পরিবর্তন করতেনও। এ ক্ষেত্রে তাকে দুই-তিনবার ইসতেখারার নামাজ পড়তে হতো। যেখানে তিনি একটি হাদিসের জন্য কয়েকবার ইসতেখারা করতেন, সেখানে আমরা কোনো গুরুতর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও কেবল দুই-একবার ইসতেখারা করি।

বলা হয়ে থাকে, *সহিহ বুখারিতে* কেবল একবার বর্ণনা করা হয়েছে, এরূপ হাদিসের সংখ্যা ২৫৫০টি। আর অসংখ্য হাদিস এমন আছে, যেখানে একই বক্তব্য ভিন্ন শব্দে এসেছে। অথবা একটি হাদিসের পরিপূর্ণ অংশ অন্য হাদিসের আংশিক হিসেবে এসেছে। কিন্তু *সহিহ বুখারিতে* ২ হাজার ৫৫০টি হাদিস এমন আছে, যেগুলো এমন পুনরাবৃত্ত হয়নি। সুবহানাল্লাহ!

এই গ্রন্থটি তার রচিত ১০০টি বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে একটি। কিন্তু এটি তার অন্য সকল গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত, এই গ্রন্থ দিয়েই আমরা তাকে চিনতে পারি। অথচ তিনি এই গ্রন্থ রচনা শুরু করেছেন তার কিশোর বয়সে! তিনি যখন কিশোর বয়সে ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজার পাশে বসে *আত-তারিখুল কাবির* লিখতেন এবং এরপরে *সহিহ বুখারি* লিখেছিলেন। তিনি লেখার জন্য যে পালকটি ব্যবহার করতেন সেটিও তার চেয়ে লম্বা ছিল। সকলে তার দিকে তাকিয়ে হাসত এবং অবাক হয়ে যেত, এত অল্পবয়সী একটি ছেলে আমাদের হালকায় কীভাবে বসে!

এই ঘটনা থেকে আমরা একটি শিক্ষা পাই। আমাদের উচিত নিজেদের সন্তানকে এভাবেই বড় করা। আমাদের মা-বাবারা যদি আমাদের সঠিকভাবে লালনপালন করেন তবে আমরা এভাবেই বড় হব। কারণ আমাদের জন্য কিংবদন্তি কোনো এনবিএ কিংবা কোনো রাষ্ট্রপতি নয়। আজকে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও? তখন সে উত্তরে বলে, এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চাই। অথচ মুসলমানের সন্তানের এমন চাওয়া উচিত নয়। বরং আমরা যে-সকল কিংবদন্তিকে নিয়ে আলোচনা করছি, আমাদের উচিত তাদের মতো নেতৃত্বদানের ইচ্ছাপোষণ করা। আমাদের উচিত নিজেদের সন্তানদের এভাবেই লালনপালন করা। যদি আমাদের বাবা-মা কোনো ভুল করে থাকেন, তাহলে আমাদের নিজেদের উচিত তা শুধরানোর চেষ্টা করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আর নিজেরা যদি কোনো ভুল করে থাকি তাহলে আমাদের জন্য উচিত আমাদের সন্তানদের তা শিখিয়ে যাওয়া।

কিন্তু এখনকার শিশুকিশোররা কেবল গায়ক এবং অভিনেতাদের চেনে। ফলে এগুলোই তারা নিজেদের মাথায় রাখবে এবং দিন শেষে ব্যর্থ হবে। আল্লাহ তাদের ইহকাল এবং পরকালের জীবন দুটোই ধ্বংস করে দেবেন।

যাই হোক, ইমাম বুখারি রহ. হাদিস সংকলনের কাজ শুরু করার কিছুদিন পর তার উস্তাদ জানতে চাইলেন, কয়টি হাদিস তিনি লিখেছেন। তিনি বললেন, দুটি। উপস্থিত সকলে তার কথা শুনে হাসতে শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তের পরিস্থিতি, তার বয়স এবং তিনি যেভাবে বলেছিলেন সব মিলিয়ে সকলেই তার কথা শুনে হাসতে শুরু করল। তখন উস্তাদ বললেন, না, তোমরা তাকে নিয়ে হেসো না। এমন এক দিন আসবে যখন এই বাচ্চা ছেলেটিই তোমাদেরকে নিয়ে হাসবে।

সহিহ বুখারি লিখতে ইমাম রহ.-এর ১৬ বছর সময় লেগেছিল। ১৬টি বছর ধরে তিনি এই একই গ্রন্থ লিখে চলেছিলেন। তার একজন ছাত্র বলেন, আমি একদিন তার ঘরে রাত্রিযাপন করছিলাম। তিনি রাতে অন্তত ১৮ বার ঘুম থেকে উঠলেন। তিনি প্রতিবার উঠতেন, বাতি জ্বালাতেন, কিছু লিখতেন, আবার ঘুমিয়ে পড়তেন; আবার উঠে নামাজ পড়তেন। এভাবেই একদম শেষরাতে কয়েক ঘণ্টার জন্য তিনি ঘুমালেন।

তিনি প্রায় সারারাতই ইবাদত করতেন। তিনি সারারাত কান্নাকাটি করে, দোয়া করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ভিক্ষা করতেন। ঘুম থেকে উঠতেন, নিজের ভুল শুধরাতেন এবং আবার লিখতেন। এজন্যই *সহিহ বুখারি* সাধারণ কোনো গ্রন্থ নয়। যদিও তিনি শুধু হাদিসের জন্যই নামটি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *বুখারি শরিফ* ইলমের সকল শাখার উৎস। ইবনে হাজার আসকালানিসহ অনেকেই *সহিহ বুখারি* সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি *সহিহ বুখারি* নিয়ে নয়টি খণ্ড রচনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি যখনই কোনোকিছু নিয়ে গবেষণার জন্য *সহিহ বুখারির* কাছে যাই, ফিকহের কোনো বিষয় জানার জন্য *বুখারি* খুলি, তখনই আমার মনে হয় স্রেফ এটুকু জানাই যথেষ্ট নয়। আমি তখন পড়তেই থাকি, পড়তেই থাকি এবং এতটাই ডুবে যাই যে, যে বিষয় জানতে এসেছিলাম তা শেষ করেও অন্য বিষয় নিয়ে পড়তে থাকি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহিহ বুখারি এমন এক গ্রন্থ যার একটি হাদিস আপনাকে আরও কয়েকটি হাদিসের দিকে নিয়ে যাবে। একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলো বিষয়ের হাদিস আপনি জেনে নিতে বাধ্য হবেন। আপনাকে প্রতিটি বিষয়ের একক সমাধান এই পুরো গ্রন্থটি খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

তার এক সাথি বলেন, আমি তার সাথে একবার সফরে গিয়েছিলাম। আমরা বেশ কয়েক রাত একসাথে কাটিয়েছিলাম। আমি গুনে গুনে দেখলাম, প্রতি রাতে তিনি ১৫-২৫ বার ঘুম থেকে উঠতেন এবং কোনো আলো ছাড়াই লিখতেন।

তারা সফরে ছিলেন। কোনো আলো ছিল না। এর মাঝেই ইমাম রহ. এরকম করেই কিছু একটা লিখতেন, তারপর আবার ঘুমাতে যেতেন। অথচ প্রতি রাতে গড়ে ১৫-২৫ বার ঘুম থেকে জাগা কল্পনাই করা যায় না! বর্তমানে আমাদের তরুণেরাও এরকম ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কিন্তু তাদের রাত জাগা ও ইমাম রহ.-এর রাত জাগা এক নয়। হয়তো তারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে, যাদেরকে তারা ভালোবাসত। হয়তোবা যে গাড়ি বা বাড়িটি তারা চায় কিংবা তাদের অতীত নিয়ে চিন্তা করার জন্য তাদের ঘুম ভাঙে। দেখুন, দুই ক্ষেত্রে লক্ষ্য পুরোপুরি ভিন্ন। ইমাম বুখারি রহ. আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন, তিনি আল্লাহর রাসুলের হাদিসকে রক্ষা করেছেন, তাই আল্লাহও তাকে রক্ষা করেছেন।

তিনি বলতেন, আমি যখনই কোনো উস্তাদের কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছি আমি তাকে তার জন্মতারিখ জিজ্ঞেস করতাম, তিনি কোথা থেকে এসেছেন তা জিজ্ঞেস করতাম। প্রতিটি হাদিসের সনদের সাথে সংযুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের পেছনের ইতিহাস আমি জেনে নিতাম।

তিনি বুঝতে পারতেন সত্যিকার মুহাদ্দিস কারা ছিলেন। এটা আসলে কঠিন কিছু না। যখন কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ফুরকান দান করেন। ফুরকান মানে হলো, হক-বাতিল চিহ্নিত করার শক্তি। যার মধ্যে ফুরকান থাকে তার জন্য এটা চিহ্নিত করা সহজ। বস্তুত আজকের সামসময়িক অনেক আলেমও হক-বাতিলের ফারাক সেভাবে জানেন, যেভাবে তারা নিজেদের মা-বাবা সম্পর্কে জানেন। তারা মৃত্যুশয্যায়ও হাদিসের সনদে ভুল করেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইয়েমেনের শাইখ মুকবিলও এমন ছিলেন। যিনি সম্প্রতি দুই বছর আগে মারা গেলেন। তিনি যখন ক্যালিফোর্নিয়ায় তার ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে এলেন, তিনি প্রচুর কষ্ট পাচ্ছিলেন। ডাক্তার বলেছিলেন, তার হাতে আর মাত্র কয়েক মাস সময় রয়েছে এবং তারা তাকে ট্রান্সপ্লান্ট করাতে চেয়েছিল। এদিকে সরকার তার পেছনে পড়েছিল। পুরো দুনিয়া তার বিপক্ষে ছিল আর তিনি মুখে হাসি নিয়ে বসে ছিলেন। সে সময়েও আমি (শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল) যখন তার কাছে গেলাম তিনি আমাকে হাদিসের সনদ সম্পর্কিত প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। মুহাদ্দিসদের জন্ম কখন হয়েছিল, মৃত্যু কখন হয়েছিল, তারা কে ছিলেন, তাদের সম্পর্কে জানতে চান। তার ছাত্ররা বলেছিল, তিনি সবসময়ই এরকম। তিনি নিজের বংশপরম্পরার চেয়ে হাদিসের সনদ বেশি জানেন। তিনি কিন্তু সামসময়িক একজন স্কলার। মৃত্যুর আগে প্রায়ই তিনি অচেতন হয়ে যেতেন, এরপর আবার তিনি চেতনা ফিরে পেতেন। প্রত্যেকবার জ্ঞান ফেরার পরে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আমি কি নামাজ পড়েছি? তারপর আবার অবচেতন হয়ে যেতেন। আবার জ্ঞান ফিরলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, দেখি আমাকে অমুক মুহাদ্দিস সম্পর্কে বলো, তার জীবন সম্পর্কে, তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কখন মৃত্যুবরণ করেছিলেন? মৃত্যুশয্যায় তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি কেন এমন করেন? তখন তিনি বলেছিলেন, এগুলোই আমাকে শান্তি দেয়, যখন আমি এ সকল ব্যক্তি সম্পর্কে, তাদের জীবন সম্পর্কে জানতে পারি। আমার জীবনে যে সমস্যাই থাকুন না কেন, এসব চিন্তা করে আমি ভালো থাকতে পারি। এজন্যই আমি সবসময় এগুলো নিয়েই থাকি।

আর এটাই সত্যি। যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিত তিনি এ সকল আলেমকে নিয়ে আলোচনা করতে বসে যেতেন।

ইমাম বুখারির জনপ্রিয়তা

যাই হোক, ইমাম বুখারি রহ. ধীরে ধীরে এত বড় মুহাদ্দিস ও আলেমে পরিণত হন যে, পূর্বে যারা তাকে পড়াতেন তারাই পরবর্তীকালে তার ছাত্রে পরিণত হলেন। এক ব্যক্তি ইমাম রহ. সম্পর্কে বলেছিলেন, একবার ইমাম একটি শহরে গেলেন, ইতিপূর্বে যে শহরে তিনি ইলম তলব করতে গিয়েছিলেন। সেটি ছিল একটি ছোট শহর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কেবল ঘোড়ায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরোহণকারীদের সংখ্যা গুনেছিলাম। আর এই সংখ্যা ছিল ৪ হাজার, যারা পায়ে হাঁটছিল এবং যারা উটের পিঠে ছিল তারা বাদে।

তিনি একবার ইরাকে গেলেন। সেখানে কয়েকজন বলল, আমাদের এই লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, সে কি মিথ্যা বলে না আসলেই তার ৭ লক্ষ হাদিস মুখস্থ আছে।

তো তারা ভাবল, তিনি মিথ্যা বলছেন কি না বের করতেই হবে। তারা ইমাম বুখারি রহ.-এর কাছে ১ হাজার হাদিস সনদ এলোমেলো করে নিয়ে গেল। একটা হাদিসের সনদ অন্য হাদিসের সনদের সাথে পালটে দিলো। এরকম করে ১০ জন ব্যক্তি ইমামের কাছে হাদিস নিয়ে উপস্থিত হলো। তারা ঠিক করল, যখন তার দরস শেষ হবে তারা এই হাদিসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। দরস শেষে প্রথমজন দাঁড়িয়ে একটা একটা করে ১০টা হাদিস বলল। হাদিস শুনে ইমাম রহ. বললেন, আমি এই হাদিস সম্পর্কে জানি না। দ্বিতীয়টাও জানি না। এরকম করে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ—এবং প্রত্যেকবারই তিনি বললেন, আমি জানি না।

তারপর তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি শেষ হয়েছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ, শেষ হয়েছে। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাকি আর কারও কোনো প্রশ্ন আছে? দ্বিতীয়জন বলল, আমার কিছু বলার আছে। এরপর সেও একেক করে ১০টি হাদিস বলল এবং ইমাম রহ.-কে জিজ্ঞেস করল, এগুলো তিনি জানেন কি না। কিন্তু তিনি আবার একইভাবে বললেন, তিনি জানেন না। তারপর একজন একজন করে মোট ১০ জন মিলে ১০০টি হাদিস বলল।

সবার শেষ হলে তিনি বললেন, আপনাদের সবার বলা শেষ হয়েছে? তারা বলল, হ্যাঁ, হয়েছে। এরপর তিনি শেষেরজনকে বললেন, আচ্ছা, আপনাকে দিয়ে শুরু করা যাক। তারপর তিনি একেক করে প্রত্যেকজনের প্রত্যেকটি হাদিস বললেন সঠিক সনদ সহকারে। তখন তারা বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা হার মানলাম। (অর্থাৎ, হাদিসগুলো তারা যেভাবে ভুলভাল করে উপস্থাপন করেছিল, ইমাম বুখারি রহ. বললেন, আমি এভাবে বর্ণিত হয়েছে বলে জানি না। এরপরে সঠিক যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবে তাদের শুনিয়ে দিলেন।)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরেকবার ইমাম রহ. নিশাপুর নামে আরেকটি শহরে গেলেন। এ সময় সেখানেও কয়েকজন তার সাথে একই কাজ করতে চাইল। মুহাদ্দিসরা কখনো কখনো কোনো কোনো হাদিস এলাকাভিত্তিক সনদে মুখস্থ করে থাকেন। তো নিশাপুরের লোকেরা ইরাকের সনদের হাদিস শামের সাথে যুক্ত করে দিলো, শামের সনদের হাদিস ইরাকের সাথে যুক্ত করে দিলো এবং ইরাকের সনদের হাদিস আরব উপদ্বীপের সাথে যুক্ত করে দিয়ে ইমাম রহ.-কে আটকে ফেলতে চাইল। কিন্তু তিনি তাদের সকলের হাদিস শুনে আগের মতোই বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে, সঠিক সনদে সব হাদিস বলে দিলেন। সেখানেও তারা হার মানতে বাধ্য হলো। কারণ ইমাম বুখারির স্মৃতিশক্তি এবং মুখস্থ রাখার ক্ষমতা ছিল তাদের কল্পনাতীত। তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

একটা সময় এমন হয়ে গেল যে, তিনি যখন একটা শহরে প্রবেশ করতেন পুরো শহরের মানুষ এসে তাকে অভিবাদন জানাত। আবার অন্য শহরে প্রবেশ করলে, একেবারে কেউই আসত না। কারণ তখন তার বেশ কিছু শত্রু হয়ে গিয়েছিল।

এটাই পার্থিব জগতের রীতি। যখন আপনি জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন তখন অনেকেই ঈর্ষা করবে, অনেকেই ঘৃণা করবে। কারণ আপনি সঠিক পথে আছেন। ইমাম রহ. সবসময় একটা কথা বলতেন, এই মহাবিশ্বে এমন কোনোকিছু নেই, যেটার কথা কুরআন এবং হাদিসে বলা হয়নি। বস্তুত তিনি এতগুলো হাদিস মুখস্থ করেছিলেন যে, তিনি জানতেন, জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ই কুরআন এবং হাদিসে বর্ণনা করা আছে।

ইমাম বুখারির খোদাভীতি

ইমাম রহ. জারহ ও তাদিল (তথা হাদিস বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার) জ্ঞান রাখতেন। যার অর্থ সমালোচনা এবং প্রশংসা। কোনো মুহাদ্দিসের ব্যাপারে তিনি বলতে পারতেন, এই লোকটি ধার্মিক, এই লোকটি ধার্মিক নয়। এই লোকের হাদিস গ্রহণ করা যাবে, এই লোকের হাদিস গ্রহণ করা যাবে না। এই লোকটি শিয়া, এর হাদিস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। এই লোকটি মুতাজিলা, এর হাদিস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লোকটি মানসিকভাবে অসুস্থ, তার হাদিস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। এগুলোই হলো জারহ ও তাদিল। এই বিষয়ে ইমাম বুখারি রহ. জ্ঞান রাখতেন।

তো যেখানে ইমাম বুখারি রহ. অপরাপর লোকদের রদ করতেন, ভ্রান্ত হাদিসের কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করতেন, সেখানে কতক মুরজিয়া, খাওয়ারিজ ইমাম বুখারিকে রদ করার চেষ্টা করে। আল্লাহর কসম! তারা প্রত্যাখ্যাত লোক। তারা আল্লাহর রাসুল ও সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। তারা ইমাম বুখারি রহ.-এর বিরোধিতা কোনো ইলমের আলোকে করে না। বরং তারা ইমাম রহ.-কে পছন্দ করে না বলেই এমন করে। যারা ইমাম বুখারি রহ.-এর সমালোচনা করে তাদের কোনো ভিত্তি নেই। ইমামের লেখাই তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইমাম রহ. তাদের সমালোচনা করতেন না। এমনকি তিনি নিজেই বলেছেন, আল্লাহ আমাকে পরনিন্দার মতো গুনাহের জন্য পাকড়াও করবেন না।

এই কথার প্রমাণ তার রচিত *আত-তারিখুল কাবির* গ্রন্থেও পাওয়া যায়। ইমাম বুখারি রহ. যখনই কোনো হাদিসের রাবি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন, সেখানে তিনি ভদ্রতার সাথেই লিখেছেন, এই ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ; অথচ তিনি ভালো করেই জানতেন, এই রাবি মিথ্যুক। তাও তিনি স্পষ্ট করে মিথ্যুক লেখেননি। তিনি এমন কোনোকিছু লিখতে চাননি, যেটার কারণে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তিনি সেই মিথ্যুক রাবি থেকেও উম্মাহকে সতর্ক করেছেন, তবে তিনি কোথাও বলেননি, এই লোকের জোচ্চুরি ধরে ফেলেছি। বরং সর্বোচ্চ বলেছেন, এই হাদিস দুর্বল।

এখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার বিষয় আছে। তা হলো, কাউকে মিথ্যা বা ভুল প্রমাণ করার দায়দায়িত্ব নিজের হাতে না নিয়ে আলেমদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আলেম ব্যতীত কারও বলা উচিত নয়, অমুক ব্যক্তি মিথ্যুক। যেখানে ইমাম বুখারি রহ. পর্যন্ত মিথ্যুক রাবির ব্যাপারে বলেছেন, তার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। দেখুন, কতটা অনন্য পদ্ধতিতে তিনি হাদিস সংকলন করেছেন। আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিরা যেকোনো কাজের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও আল্লাহকে সামনে রাখেন। আর তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন। অথচ অসভ্য লোকেরা আলেমদের সমালোচনায় মেতে ওঠে।

একবার তিনি একটা শহরে প্রবেশ করলেন, যেখানে কেউই তাকে স্বাগত জানাতে আসেনি। শুধু অল্প কিছু লোক জড়ো হয়েছিল। তাদের মধ্যেই কেউ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একজন তার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। সে বলল, এই লোকটি কীভাবে নামাজ পড়তে হয় তাও জানেন না। তখন ইমাম বুখারি রহ. বললেন, আমি জানি না কীভাবে নামাজ পড়তে হয়?! তখন সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এখন যদি আমি নামাজবিষয়ক হাদিস বলা শুরু করি তবে এক বসাতেই ১০ হাজার হাদিস বলতে পারব। অথচ আমরা হয়তো নামাজ সম্পর্কিত একটি-দুটি হাদিস পারি। কিন্তু ইমাম বুখারি রহ. এক বসাতেই ১০ হাজার হাদিস বলতে পারতেন!

আরেকবার তিনি এক শহরে গেলেন, যেখানে কেউই তার কথা শুনছিল না। তখন তিনি বেরিয়ে এলেন। একজন লোক তার পেছনে পেছনে দৌড়ে এসে বললেন, আপনার কাছে ৭০ হাজার হাদিস আছে? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। আছে তো। ৭০ হাজার হাদিস সনদ সহকারে আছে।

হ্যাঁ, তিনিই ছিলেন ইমাম বুখারি রহ.। তিনি এমন কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি কেবল খাতা এবং কলম নিয়ে লিখতে বসে জীবন কাটিয়েছেন। বরং সাথে সাথে তিনি মানুষের ক্ষতি করা থেকেও বেঁচে থাকতেন। একবার তিনি এবং তার সাথিরা মিলে তিরনিক্ষেপের অনুশীলন করছিলেন। তো নিশানা করার জন্য যেখানে তারা কাষ্ঠফলক স্থাপন করেন, তার পেছনে এক লোকের বাড়ি ছিল। তারা নিশানা করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় একটি তির কাষ্ঠফলক এড়িয়ে সেই বাড়ির জানালায় গিয়ে আটকে গেল। তখন বাকিরা তাকে বলল, পুলিশ এসে জরিমানা করার আগেই চলুন এখান থেকে পালাই। তখন ইমাম বুখারি রহ. তাদেরকে বললেন, থামো! আমাদের উচিত মালিকের সাথে কথা বলা। এবং ইমামের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল।

তখন তারা গিয়ে মালিকের সাথে কথা বলল। সৌভাগ্যক্রমে মালিকও ছিল তার ছাত্র। তার সাথিরা গিয়ে মালিককে বলল, বুখারি এখানে তিরনিক্ষেপ করছিলেন, যার ফলে আপনার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর আমরা চাই এর ক্ষতিপূরণ দিতে। তখন মালিক বলল, বুখারিই এটা করেছেন? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন মালিক বলল, তাকে বলুন, এই জমি, ঘর এবং ঘরের মানুষ প্রত্যেকেই তার খেদমতে প্রস্তুত!

ইমাম বুখারি রহ. একজন ব্যবসায়ী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তাকে এই ব্যবসার কাজ শিখিয়েছিলেন তার বাবা। যখন বাবা জ্ঞানী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়, তখন ছেলেও তার পরম্পরা ধরে রাখে। কারণ বাবাকে দেখে দেখেই সন্তান শেখে। তার বাবা সে সময়ের ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার মৃত্যুশয্যায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পুত্রকে ডেকে বললেন, মহান আল্লাহর কসম! আমার ধনসম্পদের মধ্যে এমন এক পয়সাও নেই, যা আমি হারাম উপায়ে উপার্জন করেছি!

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, যদি তার এই সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনোরকম সন্দেহ থাকত বা হারাম হতো, তাহলে অবশ্যই তিনি ছেড়ে দিতেন, তিনি তার পুত্রকে ডেকে সমুদয় সম্পদ তুলে দিতেন না। অথচ আজ যদি আমাদেরকে কেউ বলে, আমার এ সকল সম্পত্তি আমি হারাম উপায়ে উপার্জন করেছি। সবটুকুই তোমাকে দিয়ে গেলাম। তখন আমরা কি কেউ তা নিতে অস্বীকার করব?! অবশ্যই করব না। বরং বলে বসব, এই সম্পদ দিয়ে আমি আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে যাব। আমার মা-বাবাকে বাড়ি-গাড়ি করে দেবো।

আমাদের এ ধরনের চিন্তাধারার কারণে আমাদের ঔরসে ইমাম বুখারি রহ.-এর মতো সন্তান জন্মায় না। আর ইমাম রহ.-এর পিতা এমন ছিলেন না। এ কারণেই তিনি ইমাম বুখারির মতো একজন সন্তান পান! আমরা যতবার ইমাম বুখারি রহ.-এর ব্যাপারে ‘রহ. (আল্লাহ তার ওপর রহম করুন)’ বলব, সাথে সাথে ইমামের পিতার কবরেও আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করবেন। কারণ তিনি যা-কিছু করেছেন সবই আল্লাহর জন্য করেছেন। আল্লাহর জন্য হারাম উপার্জন থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন। সন্তানকে সেভাবে মানুষ করেছেন। একজন মুসলিম হিসেবে এই বিষয়টি ভেবে দেখুন।

ইমাম বুখারি রহ. কেবল পড়ুয়া ও সারাদিন খাতা-কলম নিয়ে পড়ে থাকা প্রাতিষ্ঠানিকতায় বন্দী ব্যক্তি ছিলেন না, আবার তিনি কোনো সরকারি ভাতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও ছিলেন না, যিনি কিনা ঘরে বসে বসেই বই লিখতেন। তার কোনো ছাপাখানাও ছিল না। এখন যেমন একটা বই লিখে প্রকাশের পরে লেখার স্বত্ব বিক্রি হয়, কপিরাইট দিয়ে এই বই ছাপানো যায়, এরকম কোনোকিছু ছিল না তখন, ইমাম বুখারি রহ. এমন ব্যক্তিও ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। এমন একজন ব্যবসায়ী, যার সাথে সবাই লেনদেন করতে পছন্দ করতেন।

একবার তার সন্তান ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সওয়ারিভরতি মালসামানা নিয়ে এলেন। তখন কয়েকজন ব্যবসায়ী এসে বলল, বুখারি, আপনি এটি আমাদের কাছে বিক্রি করে দিন। আমরা আপনাকে ৫ হাজার দিরহাম লভ্যাংশ দেবো। তিনি বললেন, আচ্ছা, আপনারা এখন যান, সকালে আসবেন। আমি ততক্ষণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভেবে দেখছি। পরদিন আরেকজন এসে বলল, আমরা আপনাকে ১০ হাজার দিরহাম লভ্যাংশ দেবো। তখন তিনি বললেন, আমি তো এটা গতকালই বিক্রি করে ফেলেছি।

অথচ তিনি কিন্তু গতকাল আসা ব্যবসায়ীদেরকে এমন কিছু বলেননি যে, তিনি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাও আল্লাহভীতির জন্য তিনি এমন করলেন।

তিনি বললেন, আমি তাদেরকে সকালে আবার আসতে বলেছি। এমনও হতে পারে, এটা তাদের জন্য একটা ইঙ্গিত হিসেবে কাজ করেছে যে, আমি তাদেরকেই দিতে যাচ্ছি।

পাঠক, তিনি আল্লাহর ভয়ে ৫ হাজার দিরহামের ত্যাগস্বীকার করে নিলেন। কিন্তু দেখুন, বিনিময়ে আল্লাহ তাকে কী দান করেছেন! আমরা যতবার ইমাম বুখারি বলছি, সাথে সাথে রহ.-ও বলছি। বিনিময়ে প্রতিবার তার কবরে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করছেন। আল্লাহর ভয় তাকে কতটা উচ্চতায় নিয়ে গেছে চিন্তা করুন! সুতরাং, আল্লাহকে ভয় করুন। তাহলে আল্লাহ ছোট ছোট জিনিসগুলোকে অনেক বড় কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দেবেন। ধরুন, কেউ একজন আপনাকে হারাম কাজের জন্য ১০ হাজার মুদ্রা দিলো এবং আপনি সেই মুদ্রা একটি হারাম কাজের মূলধন হিসেবে ব্যবহার করলেন এবং অনেক মুনাফাও লাভ করলেন; কিন্তু কয়েক বছর পরে এমন কোনো বিপদ আপনার ওপর আসবে, যার ফলে আপনার সমুদয় মুনাফা ধ্বংস হয়ে যাবে। বেশিরভাগ মানুষ চিন্তা করে, আমি একটা বাড়ি কিনব, সেখান থেকে মাসে মাসে একটা মুনাফা পাব এবং আমি শুধু বসে থাকব, কোনো কাজ করতে হবে না। কিন্তু মুসলমানরা এভাবে চিন্তা করে না। কারণ আল্লাহ তাদের জন্য আরও ভালো কিছু রেখেছেন।

আলেমগণের মাঝে ইমাম বুখারির অবস্থান

ইবনে খুজাইমা রহ. একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তার কাছেও ইমাম বুখারি রহ.-এর মতো হাদিসের সংগ্রহ ছিল। অবশ্য ইমাম বুখারির মতো বিশুদ্ধ সংগ্রহ ছিল না। কিন্তু বুখারির মতো সংগ্রহ ছিল। এত বড় মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বলেন, এই ছায়াদানকারী আসমানের নিচে এমন কেউ নেই, যার হাদিসের ব্যাপারে ইমাম বুখারির চেয়ে বেশি জ্ঞান আছে।[৩০]

দ্বিতীয় বিশুদ্ধতর হাদিসগ্রন্থ *সহিহ মুসলিম*। এই গ্রন্থের রচয়িতা ইমাম মুসলিম রহ. বলেন, যতবার আমি ইমাম বুখারির কাছে গিয়েছি, ততবার তাকে বলেছি, আমাকে আপনার হাত এবং পা চুম্বন করতে দিন!

ইমাম মুসলিম রহ. আরও বলেন, একবার আমি একজন আলেমের দরসে বসে ছিলাম এবং সেই আলেম ইমাম বুখারির ব্যাপারে বলছিলেন, তিনি ইমামকে তার দরস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তো এই ঘটনা শুনে ইমাম মুসলিম নিজের ব্যাগ গুছালেন এবং ওই আলেমের দরস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তা দেখে ওই আলেম ইমাম মুসলিমকে দরসে ফিরে আসতে বললেন। কিন্তু তখন মুসলিম বললেন, আমি আপনার হাদিস গলাধঃকরণ করতে চাই না। আপনি আমার শাইখের (ইমাম বুখারি রহ.) সাথে এভাবে কথা বলতে পারেন না। আমরা যাদের কাছ থেকে হাদিস শিক্ষা পাই তাদেরকে সম্মান করি। আপনাকে এবং আপনার হাদিস কোনোটাই আমার প্রয়োজন নেই। এই বলে তিনি নিজের ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এরকম বুখারি সম্পর্কে আরও অনেক আলেমের অনেক ঘটনা আছে। যেমন একজন বলেছিলেন, ইমাম বুখারির ইলম তখনকার সময়ের সকল আলেমের ইলমের সমান ছিল। মক্কা এবং মদিনার আলেমগণ বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হলেন বুখারি। ইয়াহইয়া ইবনে জাফর বলেছিলেন, আমি যদি আমার জীবন থেকে কিছুদিন বা কিছু সময় নিয়ে বুখারিকে দিতে পারতাম, তবে আমি তাই করতাম। কারণ যখন তিনি ইনতেকাল করলেন, তখন ইলমের একটা বিরাট অংশ তার সাথে চলে গেল। কিন্তু আমি আমার হায়াত তাকে দিয়ে ইনতেকাল করলে শুধু আমিই যাব। দেখুন, তিনি নিজে একজন আলেম হওয়া সত্ত্বেও এই কথা বলেছেন!

৩০. *আল-মানাফুল্হ আনিস সুন্নাহ*, সাইদ আল-ফুয়াদ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম বুখারির বদান্যতা

ইমাম বুখারি রহ. অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। একটি ঘটনা থেকে আমরা এর প্রমাণ পাই। যথা, তার মাসিক আয় ছিল ৫০০ দিরহাম। আবার তার মাসিক ব্যয়ও ছিল ৫০০ দিরহাম। তিনি কোনো সঞ্চয় করতেন না। এ কারণে সবাই তাকে বলত, বুখারি, তুমি কী করছ? কিছু তো সঞ্চয় করো!

তিনি কিন্তু যথেষ্ট ধনী ব্যক্তি ছিলেন। আর সে যুগে ৫০০ দিরহাম তো কম নয়। কিন্তু তিনি এর সবটাই খরচ করে ফেলতেন। সবাই তাকে সেখান থেকেই কিছু সঞ্চয় করতে বলত। তখন তিনি তাদের বলতেন, আল্লাহ্ আমার জন্য যা সঞ্চয় করে রেখেছেন তা এসব থেকে অনেক বেশি ভালো।

তার একখণ্ড জমি ছিল, যেটা তিনি চাষাবাদের জন্য বর্গা দিয়ে রাখতেন। সেখান থেকে তিনি ৭০০ দিনার পেতেন। ওই জমিতে শসার মতো একটা ফল চাষ করা হতো। ইমাম রহ. তা খুব পছন্দ করতেন। তো যখনই ফল কাটার মৌসুম আসত তখন উক্ত জমির চাষী কয়েকটি ফল ইমাম বুখারির কাছে পাঠিয়ে দিত এবং সেইসাথে জমির খাজনাও দিয়ে দিত। আবার কখনো তরমুজের ফলন হলে এক-দুটি তরমুজ পাঠিয়ে দিত। কিন্তু ইমাম রহ. শুধু এই কয়েকটি ফলের জন্য ১০০ দিনার কম নিয়েছিলেন! হ্যাঁ, তিনি এমনই উদার ছিলেন।

তার উদারতার আরেকটি ঘটনা হলো, যখন তিনি শিক্ষকতা করতেন, তার কাছে সবসময় একটা স্বর্ণভর্তি থলে থাকত। যখনই তিনি জানতে পারতেন তার ছাত্রদের কেউ অভাবে আছে কিংবা দেখে মনে হতো সে অভাবে, তিনি তার থলে থেকে বিশ-ত্রিশ দিনার বের করে তাকে দিয়ে দিতেন।

তিনি নিজের কাছে কিছুই সঞ্চয় হিসেবে রাখতেন না। চাইলে তিনি ধনকুবের হতে পারতেন। আজ আমরা সবাই বলে থাকি, আমি আমার সন্তানের জন্য লক্ষ লক্ষ অর্থ রেখে যেতে চাই, যেন তার ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়। কিন্তু দিন শেষে আপনি সন্তানদেরকে দিয়ে যান কিংবা না যান, তারা সেই সম্পদ নিয়েই নেবে। আর ইমাম বুখারি রহ.-কে দেখুন, তিনি কিছুই রেখে যাননি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম বুখারির জীবনে ঝড়ঝাপটা

ইমাম বুখারি রহ. দুনিয়া ছেড়ে আজ থেকে অন্তত বারোশ বছর আগে চলে গিয়েছেন, অথচ তার নাম এখনো উচ্চারিত হয়। তার নাম শুনে রহ. বলেন না, এমন কোনো মুসলমান ব্যক্তি নেই। ইমাম রহ.-ও অন্যান্য ইমামের মতো অনেক পরীক্ষা এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। আলেমগণকে আল্লাহ তাআলা অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জাতির জন্য উপযুক্ত করে নেন। তেমনইভাবে দায়িদেরকেও আল্লাহ তাআলা নানান পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যদি এমন কোনো দায়ি পান, যার জীবনে দাওয়াতের পথে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি, তবে সে সত্যিকারের দায়ি নয়। এই দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উম্মাহর মাঝে অমর করে রাখেন। যেমন দেখুন, আমাদের আশেপাশে এমন মানুষ আছে, যারা আল্লাহর ইবাদত থেকে বাধা দিতে পারে, জুমার নামাজ আদায় করা থেকে বিরত রাখতে পারে, কিন্তু মানুষের মন থেকে কোনোভাবেই মুসলিম উম্মাহর দায়ি ও কিংবদন্তির স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে না। এমনকি তাদের নামের মৃত্যু দায়িদের আগেই হয়। অন্যদিকে দায়িগণ বহুকাল বেঁচে থাকেন। তেমনই একটি ঘটনা শোনা যাক এবার—

একবার ইমাম বুখারি রহ. সমরকন্দ শহরে যান। সেখানে জুহলি নামের একজন আলেম থাকতেন। ইমাম বুখারি রহ. যখন সমরকন্দে এসে দরস দেওয়া শুরু করেন তখন জুহলি তার অনুসারী ও ছাত্রদের বলেন, যাও, ওখানে যাও, পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিটি এই শহরে আগমন করেছেন। যাও, তার হাদিস শোনো।

সবাই তার কথা শুনে ইমাম বুখারির কাছে এসে তার দরসে বসে পড়ল। একপর্যায়ে পরিস্থিতি এমন হলো যে, সবাই জুহলিকে ছেড়ে তার কাছে ভিড়তে লাগল। তা দেখে জুহলি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। ফলে জুহলি ইমামের বিরোধিতায় জারহ ও তাদিলের নিয়ম প্রয়োগ করে ইমামকে প্রত্যাখ্যাত করতে চাইলেন। তিনি ইমামের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রটিয়ে মানুষকে তার বিরুদ্ধে নামিয়ে আনতে চাইলেন। সে সময়কার সবচেয়ে বড় ফেতনা ছিল কুরআন নিয়ে। কেউ কেউ বলত, কুরআন আল্লাহর মাখলুক (সৃষ্ট)। আবার কেউ কেউ বলত, কুরআন মাখলুক নয়। এ নিয়েই ছিল দ্বন্দ্ব। অথচ আমরা সবাই জানি, একজন মানুষের মুসলমান হওয়ার প্রথম শর্ত হলো কেবল এটুকুই যে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কুরআন যে আল্লাহর বাণী তা বিশ্বাস করা (এত জটিলতায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই)।

তো জুহলি মানুষকে উসকাতে শুরু করলেন এই বলে যে, বুখারি বিচ্যুত। কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, এই বিশ্বাস অনেক বড় এক বিচ্যুতি। বুখারি রহ.-এর নামে এ কথা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তার দরসে লোক পাঠালেন। ইমাম রহ. যখন দরস দিচ্ছিলেন, এমন সময় কিছু মানুষ সেখানে এলো। তাদের মধ্য থেকে একজন লোক এগিয়ে এসে বলে উঠল, কুরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি নাকি আল্লাহর বাণী? তিনি তাকে উপেক্ষা করলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার তার প্রশ্ন চলতে থাকল। কখনো কখনো কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই ভালো। কারণ এতে ফেতনার সূত্রপাত হয়। তো তিনি ওই ব্যক্তিকে উপেক্ষা করতে থাকলেন, কিন্তু ওই ব্যক্তি হাল ছাড়ল না। শেষে বাধ্য হয়ে ইমাম উত্তর দিলেন, কুরআন আল্লাহর বাণী এবং আমরা যখন তা তেলাওয়াত করি তখন যে সুরটা বেরিয়ে আসে, তা হচ্ছে সৃষ্টি।

লোকটি সাথে সাথে বলে উঠল, সুর কি কোনো সৃষ্টি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! গলা থেকে কুরআনের যে কণ্ঠস্বরটা বেরিয়ে আসে, তা সৃষ্টি! লোকটি বলে উঠল, এটা তো বিদআত!

এই বলে তারা ইমামের কথার বিকৃত মর্ম উপস্থাপন করে মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার শুরু করে। তার সকল ছাত্রকে নিয়ে যায়।

বস্তুত কিছু মানুষ এমনই থাকে, যাদের কাজই হচ্ছে মানুষের বিরোধিতা করা। তাদের কাজই শুধু জারহ তথা সমালোচনা করা। পৃথিবীর সবখানেই তাদের দেখা মেলে। এমনকি আপনি যদি মক্কা-মদিনায়ও যান সেখানেও এমন মানুষ পাবেন। কিন্তু আমাদের উচিত ইমাম বুখারি রহ. থেকে শেখা। যেমন একবার শাইখ মুকবিল রহ.-কে কিছু মানুষ সম্পর্কে বারংবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে, এই ব্যক্তি, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কী মনে হয় আপনার? তখন তিনি প্রশ্নকর্তাকে (শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল) উত্তরে বলেন, কেন আপনি আমাকে বারবার এসব মানুষের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? তিনি আরও বলেন, তালিম ও তাআল্লুম তথা শেখা ও শেখানোর ওপর কায়েম থাকুন। আল্লাহ না করুক, যদি কখনো বিপদ আসে, আপনার বক্তব্যের ব্যাপারে সতর্কতা প্রচার করতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যাই হোক, জুহলি এভাবে নানানভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে ইমাম বুখারি রহ.-এর ব্যাপারে মানুষের মাঝে নেতিবাচক ধারণা ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। এভাবে তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে যেতে লাগলেন। একসময় বুখারি রহ. একা হয়ে পড়লেন। আজ যার *সহিহ বুখারি* আমরা পড়ছি একসময় তিনি প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

একবার আহমদ নামের ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ (তার উপনাম আবু আবদুল্লাহ ছিল), মানুষজন বলছে আপনি কাফের। কারণ আপনি কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি বলেছেন।

তিনি ওই ব্যক্তিকে পুরো ব্যাপারটি গুছিয়ে বলেন এবং এই হাদিস বর্ণনা করেন, যে মুসলিম অন্য ব্যক্তিকে কাফের বলবে, সে নিজে একজন কাফের।[৩১]

এই হাদিস অনুসারে আমাদেরও অন্যদের ব্যাপারে বলা কথার ক্ষেত্রে ভাবা উচিত। এই হাদিস অনুযায়ী আপনি যদি আরেকজন ব্যক্তিকে খারেজি বলেন, তাহলে আপনিও একজন খারেজি হবেন। আপনি যদি একজনকে মুরজিয়া বলেন, আপনিও একজন মুরজিয়া। আপনি যদি কাউকে সুরুরি বলেন, আপনিও তাহলে সুরুর। আপনি যদি কাউকে মাদখালি বা জামি বলেন, তাহলে আপনিও একজন জামি বা মাদখালি। যদি বাস্তবে ওই ব্যক্তি এসব না হয়ে থাকে। আপনি আরেকজনকে যেটাই ডাকুন না কেন, সে যদি তা না হয়ে থাকে তবে এই বর্ণিত হাদিস অনুসারে আপনিও একই সুতায় বাঁধা থাকবেন।

ইমাম বুখারি রহ. যখন এই হাদিস আহমদ নামক ব্যক্তিকে বললেন তখন সবাই তার ব্যাপারে আরও বেশি করে কথা বলা শুরু করল। ব্যক্তিটি ইমাম রহ.-কে জানান যে, জুহলি আপনার ব্যাপারে কুৎসা রটাচ্ছে।

তিনি উত্তরে বলেন, আমি আল্লাহর ওপর সব ছেড়ে দিলাম। আমি আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করছি। তিনি আরও বলেন, তুমি কি ওই হাদিসটি জানো না? যেখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ধৈর্য রাখো, যতক্ষণ না তুমি আমার সাথে দেখা করছ হাওজে কাউসারে। বর্ণনাকারী

---

৩১. হাদিসটি এরকম, أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا—অর্থাৎ, কেউ যদি তার ভাইকে বলে, 'হে কাফের,' তবে তাদের দুজনের একজনের ওপর তা বর্তাবে। (*সহিহ বুখারি*, ৬১০৪)। (সম্পাদক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বলেন, এরপর ইমাম বুখারি রহ. হাত তুলে তাদের জন্য দোয়া করলেন, যারা তার বিরুদ্ধে নেমেছিল।

সম্পাদকের মন্তব্য

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল এখানে স্পষ্টতই ইমাম জুহলি রহ.-এর ন্যায় ইমামের ওপর বাড়াবাড়ি করেছেন। অথচ পারস্পরিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও জুহলির অগ্রগণ্যতা স্বয়ং ইমাম বুখারিও অস্বীকার করতে পারেননি। ইমাম জুহলির দ্বীনদারি ও ইলমি অবস্থানের প্রতি পরম আস্থা ছিল বলেই তিনি তার চূড়ান্ত বাছাইকৃত হাদিস সংকলন *সহিহ বুখারি*তে ইমাম জুহলির সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, তাকে এমন মন্দভাবে দৃশ্যায়ন করা কখনোই সংগত নয়। ইমাম জাহাবি রহ. ইমাম জুহলির জীবনী আলোচনাকালে তাকে ইমাম, আল্লামা, শাইখুল ইসলাম, প্রাচ্যের (বিশিষ্ট) আলেম, খুরাসান অঞ্চলীয় হাদিস বিশারদদের ইমাম ইত্যাদি মহান সব উপাধিতে ভূষিত করেছেন। (*সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ১২/২৭৩) অতএব, তার মতো একজন মহান ইমামের ওপর এ অপবাদ চাপানোর সুযোগ নেই যে, তিনি ইমাম বুখারির ওপর মিথ্যা রটিয়েছেন এবং বুখারির ভুল বের করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লোক পাঠিয়েছেন।

বস্তুত ইমাম জুহলির সাথে ইমাম বুখারির যে জটিলতা, তা ছিল একটি দ্বীনি কারণেই; যা তৎকালে 'মাসআলায়ে খলকে কুরআন' (কুরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি, নাকি অসৃষ্ট প্রসঙ্গ) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইমাম জাহাবি রহ. সংক্ষেপে সে কথার ইঙ্গিত করে বলেন, সুন্নাহর অনুসরণে জুহলি ছিলেন অত্যন্ত শক্ত। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (বুখারির)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কারণ হলো, বুখারি 'বান্দার সৃষ্টি' প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছিলেন যে, কুরআন পাঠকের উচ্চারণগুলো মাখলুক বা সৃষ্ট বিষয় (অর্থাৎ, মানুষের তেলাওয়াতকৃত উচ্চারণগুলো আল্লাহর কালামের প্রকৃত সত্তার ন্যায় গায়রে মাখলুক বা অসৃষ্ট নয়)। তিনি এরূপ অস্পষ্টভাষ্যের ইশারা দ্বারা সত্য বিষয়টিই স্পষ্ট করেছিলেন। কিন্তু এদিকে আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু জুরআ ও জুহলির মতো অনেকে এ প্রসঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা ও মুতাকাল্লিমিনদের ব্যবহৃত শব্দ-বাক্য দিয়ে অতিরিক্ত কথাবার্তা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ফেতনার মাধ্যমটিরই মূলোৎপাটন করা। বস্তুত তাদের এ উদ্যোগ ছিল অত্যন্ত ভালো। আল্লাহও তাদের উৎকৃষ্ট প্রতিদানে ভূষিত করুন। (প্রাগুক্ত, ১২/২৮৪-২৮৫)। অতএব, ইমাম জুহলি ইমাম বুখারির প্রতি ব্যক্তিবিদ্বেষের কারণে এতটা খড়্গহস্ত হয়েছিলেন, তা বলার সুযোগ নেই।

বস্তুত খলকে কুরআনের মাসআলা ছিল তখনকার উত্তপ্ত প্রসঙ্গ। তা ছাড়া বিষয়টিও এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যে, হকপন্থীদের মাঝেও এটার উপস্থাপনাগত ভাষ্য নিয়ে কঠিন মতানৈক্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই শুধু ইমাম জুহলি আর ইমাম বুখারিই নয়, বরং পক্ষ-বিপক্ষের বহু হাদিস বর্ণনাকারীই নির্বিশেষে বিরোধীপক্ষের কাছে জরাহ তথা দুর্বলতা/অগ্রহণযোগ্যতার শিকার হয়েছেন। আসমাউর রিজালের গ্রন্থসমূহে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। তাই সমকালীনদের এই ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমরা না ইমাম জুহলিকে দোষারোপ করব, আর না ইমাম বুখারির প্রতি তির ছুড়ব। প্রত্যেকেই আমাদের ইমাম এবং প্রত্যেকেই আমাদের আদর্শ। আর তাদের মাঝে যে মতানৈক্য ও জটিলতা ঘটে গিয়েছে, সেজন্য আমরা তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করব। বস্তুত শুরুর জামানা থেকে আজ পর্যন্ত সমকালীনদের মাঝে এরকম বহু তিক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘটনার ইতিহাস রয়েছে, তাই এ বিষয়গুলো আমরা কীভাবে সামাল দেবো এবং এসব ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস ও প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে আলোচনা, নির্দেশনার ধারা অব্যাহত ছিল। যেমন এ বিষয়ে তাজুদ্দিন সুবকি রহ.-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা দেখুন শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর প্রকাশিত *আরবাউ রাসায়িল ফি উলুমিল হাদিস* গ্রন্থে। আরও দেখুন, শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা রচিত *আদাবুল ইখতিলাফ*। (সম্পাদক)

এই মহামানব ৬২ বছর বেঁচে ছিলেন। হিজরতের ২৫৬ বছর পর তিনি ইনতেকাল করেন। তিনি হিজরি ১৯৪ থেকে ২৫৬ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এরমধ্যে শেষ সময়ে তিনি একাকী হয়ে পড়েন। সে সময়ে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলেছিলেন, হে আল্লাহ, নিজের শহর ছেড়ে এখানে এসেছি এই মানুষগুলোকে শিক্ষাদানের জন্য। হে আল্লাহ, আপনি জানেন, তারা শুধু আমাকে নিয়ে পরশ্রীকাতর হয়ে কথা বলে। আপনি জানেন তারা আমার সম্পর্কে যা বলে তা মিথ্যা। বর্ণনাকারী বলেন, পুরো দোয়াজুড়ে শুধু এই কথাগুলোই ছিল। তিনি কারও জন্য বদদোয়া করেননি।

কাউকে চেনা না-চেনা নিশ্চয় তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নয়। আমরা সালাফে সালেহিনের এমন কত মানুষকে চিনি না, যারা আল্লাহর দরবারে মহান মর্যাদার অধিকারী, আবার যুগ-যুগের এমন কত মিথ্যুক, বিদআতিকে চিনি, যারা দ্বীন-দুনিয়ার অভিশাপ বহন করছে। যাই হোক, ইমাম জুহলি রহ. আহলে ইলমের নিকট পরিচিত ব্যক্তি এবং স্বয়ং বুখারি রহ.-এর গ্রন্থই জুহলির সুবাসের পরিচয় দেয় আমাদের কাছে। (সম্পাদক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার মতো একজন কিংবদন্তি তার মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে নালিশ করতেই পারেন না। তারা যাই করুক না কেন, তাকে বের করে দিক, তাকে একঘরে করে দিক, যাই করুক না কেন। এটার বিনিময় তিনি আল্লাহর কাছে পেয়েছেন। আজ আমরা সকলেই ইমাম বুখারি রহ.-কে চিনি। আমাদের মধ্যে কজনই-বা জুহলিকে চেনে?! কেউই চেনে না। তিনি হারিয়ে গেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারি রহ. রয়ে গেছেন। আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিরা এমনই সম্মান লাভ করে থাকেন।

এমন ঝড়ঝাপটা অন্যদের জীবনেও এসেছিল। শহর ছেড়ে যেতে হয়েছে, বিপদ-মুসিবতের মোকাবিলা করতে হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. জীবনের বহু সময় কারাগারে পার করেছেন। এমনকি তার ইনতেকাল হয়েছে কারাগারে। এর অনুরূপ হয়েছিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর সাথেও। তাকেও দুই বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। যে-সকল আলেম আমাদের মাঝে পরিচিতি পেয়েছেন, আজ যাদেরকে আমরা সম্মানের সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত করি, তারা সকলেই তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নানান ধকল সয়েছেন, জুলুম-নির্যাতনের মুখে সবরের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাই যখন তারা ইনতেকাল করলেন, আল্লাহ তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মানজনক স্থানে উন্নীত করলেন। একইভাবে ইমাম বুখারি রহ.-ও ওই শহর ছেড়ে চলে যান। যাওয়ার আগে বলে যান, আমি চলে যাচ্ছি। কারণ তোমরা আমাকে চাও না।

তারা তাকে এক দেশ থেকে বের করে দেয়, তিনি অন্য দেশে যান। তারা তাকে এক শহর থেকে বের করে দেয়, তিনি অন্য শহরে যান। তারা তাকে এক মসজিদ থেকে বের করে দেয়, তিনি অন্য মসজিদে যান। বস্তুত যারা দ্বীনের দায়ি তাদের সবসময়ই দাওয়াত দেওয়ার কোনো না কোনো পথ থাকেই। তাই দাওয়াতের কোনো পথকেই ছোট করে দেখা যাবে না। তো ইমাম রহ. শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আহমদ নামক বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইমামের সাথে হেঁটে শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। সেখানে তিনি তিনদিন অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো তাদের বোধ ফিরবে। কিন্তু তারা বোধ ফিরে পায়নি। যে তিনদিন তিনি সেখানে ছিলেন কেউ তার সাথে দেখা পর্যন্ত করতে যায়নি, আমি ছাড়া। তিনি তখন একেবারে একাকী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তার নিজ শহর বুখারায় ফিরে যান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলেমদের জীবনে এমন অনেক সমস্যা আসে। তাদের প্রতি অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। তাদের ক্ষতি করতে চায়। বর্তমানে ইসলামের শত্রুরা এবং নব্য-মডারেটরা মিলিত হয়েছে। কোনো আলেমের ক্ষেত্রে তারা প্রথম যে কাজটি করে, তা হলো হত্যা করে বা কারাগারে বন্দী করে। দ্বিতীয় যে কাজটি তারা করে, তা হলো তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে। এটা জঘন্যতম কাজ। তারা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দেয়, যেন আলেমদের কথা কেউ শুনতে না পায়। অনেকেই অপবাদ ও মিথ্যা গুজবের ধাক্কা সইতে না পেরে দাওয়াত দেওয়া ছেড়ে দেয়। তবে একজন দায়ি কখনো কোনো পরিস্থিতিতেই ভেঙে পড়তে পারেন না। সাধারণত গুজবগুলো এমন হয় যে, কেউ যদি নিজের ব্যাপারে লোকমুখে সেসব কথা শুনতে পায় তবে সে হওয়ার চিন্তাই ছেড়ে দেবে। কিন্তু আমরা যারা দায়ি হতে চাই, আমাদেরকে এসব সইতে হবে। যারা আপনার বিরুদ্ধে কথা ছড়াবে তারাও কিন্তু মসজিদে আসে, আপনাকে বুকে জড়িয়ে নেবে, কিন্তু শত্রু চিনতে ভুল করা যাবে না। দায়ি হতে গেলে এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েই সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করতে হবে।

তো ইমাম বুখারি রহ. প্রথমত এই মিথ্যা অপবাদ ও ঈর্ষার শিকার হলেন। দ্বিতীয়ত আরেকটি সমস্যার শিকার হলেন। তা হলো, বুখারার গভর্নরের রোষ। তিনি যখন ওই শহর ছেড়ে বুখারায় চলে এলেন, তখন বুখারার লোকেরা বেশ খুশি হলো। তারা দলে দলে ইমাম রহ.-কে অভিবাদন জানাতে এলো। তাদের জন্য তিনি ছিলেন 'ঘরের ছেলে'। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলো।

তিনি সেখানে অবস্থান করে সেখানেই দরস দেওয়া আরম্ভ করলেন। সেখানে তিনি দাওয়াতের জীবন পুনরুজ্জীবিত করলেন। কিন্তু যখনই তিনি পুরোদস্তুর দাওয়াত ও তালিম শুরু করলেন ঠিক তখনই বুখারার গভর্নর তাকে বলল, বুখারি, আপনি আমার কাছে আসুন, আমাকে ও আমার সন্তানদের *সহিহ বুখারি* এবং *আত-তারিখুল কাবিরের* পাঠদান করুন। আপনি ইতিহাসবিষয়ক যে দুটি বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন, আমি চাই আপনি আমাকে এগুলো শেখান।

কিন্তু ইমাম বুখারি রহ.-এর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবল। তিনি তার সমগ্র জীবনে কখনো রাজপ্রাসাদে ধরনা দেননি। ফলে তিনি গভর্নরকে উত্তর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিলেন, আপনি যদি শিখতে চান, তবে অন্যদের সাথে আমার দরসে এসে বসুন। আমি প্রাসাদে গিয়ে আপনাকে পড়াতে পারব না।

ইমাম রহ. গভর্নরকে অন্যদের সাথে এসে বসতে বললেন। ইমাম রহ.-এর এই আচরণের মধ্যে বর্তমান যুগের পৃথিবীর সকল আলেমের জন্য একটা শিক্ষা আছে। যারা সর্বদা শাসকদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অনুদান পায়, তাদের উদ্দেশে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে একটি প্রশ্ন থাকল, আপনারা যখন লক্ষ লক্ষ টাকা শাসকদের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করেন, তখন কি আপনারা সুদি ব্যাংকিং হারাম বলতে পারবেন?!

আজ আলেমরা শাসকদের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। জাতিসংঘের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়। অথচ কাফেরদের কাছে কাকুতিমিনতি হারাম, এ কথা তারা বলতে পারেন না। মিশরের বড় বড় আলেমরা, মুফতিরা পকেটভরতি করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করছে, যার ফলে তারা শাসকের সামনে হক কথা বলতে পারে না। শাসকের অর্থ তাদের জবান বন্ধ করে দিয়েছে। এজন্যই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমরা যতই নেতাদের কাছাকাছি আসব ততই আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাব।

সুতরাং খাবারের আশায় কুকুরের মতো ক্ষুধায় শুকিয়ে যাওয়াও রাজপ্রাসাদে গমনের চেয়ে উত্তম। ওই আলেমরা তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট, যারা রাজপ্রাসাদের সামনে মাথানত করে। এমন আলেম আমরা চাই না। আমরা চাই ইমাম বুখারি রহ.-এর মতো নির্লোভ, একনিষ্ঠ আলেম, যারা কোনো লোভে পা দেবেন না, কোনো শাসকের সামনে নত হবেন না। তো বুখারার শাসক ইমাম বুখারি রহ.-কে বলেছিল, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি আমার এখানে আসুন। আপনাকে আমি অঢেল স্বর্ণমুদ্রা দেবো। আপনি আমার হয়ে ফতোয়া দিন। প্রতিটি ফতোয়ার বিনিময়ে আমি আপনাকে পুরষ্কৃত করব। এবং সেইসাথে আপনি আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে হাদিস ও ইতিহাস শিক্ষা দিন।

কিন্তু ইমাম রহ. উত্তরে বললেন, আপনি যদি শিখতেই চান তাহলে এখানে চলে আসুন। আর যদি আপনি আমার কাছে এসে ইলম শেখা অপছন্দ করেন তবে আমার দরস দেওয়া বন্ধ করে দিন। আল্লাহর কাছে আমার বলার মতো একটা উত্তর থাকবে যে, আপনি আমার দরস বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ আমি যদি আপনাকে না শেখাই তবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.

যে ব্যক্তির কাছে কোনো ইলম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় আর সে তা গোপন করে, তবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন।[৩২]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন,

من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس في الدين، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النّار.

যে ব্যক্তি এমন কোনো ইলম গোপন করে, যার মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনের বিষয়ে মানুষের উপকার করেন, তবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন।[৩৩]

তাই ইমাম রহ. শাসককে বললেন, আমি আপনার কাছে যেতে পারব না, বরং আপনাকে আমার কাছে আসতে হবে। যদি আপনি এটা পছন্দ না করে থাকেন, তবে আমার দরস বন্ধ করে দিন। এটিই আমার অজুহাত হবে আখেরাতে। আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবেন, কেন আমি আমার ইলম গোপন করেছি, কেন আমি ইলম ছড়িয়ে দিইনি, তখন আমি আপনার নাম বলতে পারব, আপনি আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন।

বস্তুত আমাদের সকল কিংবদন্তি আলেম এমনই ছিলেন। সত্যিকার অর্থের নির্ভীক আলেমগণ প্রায়ই শাসকের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতেন। শাসকদের সাথে তাদের মতানৈক্য হতো, তারা শাসকের দরবার থেকে দূরে থাকতেন। অথচ সেই শাসকেরা সকলেই ছিলেন মুসলিম আমির, খলিফা। ধার্মিক জীবনযাপন করতেন। বড় বড় সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে দিতেন। কাফেরদের অঞ্চলের কোথাও কোনো মুসলিম নারী নির্যাতিত হলে তারা প্রতিশোধস্বরূপ কাফেরদের সেই অঞ্চল ধ্বংস করে দিতেন। তারা বর্তমান যুগের ভীতু শাসকদের মতো ছিলেন না, যারা কাফেরদের ভয়ে কাঁপে। এখন দেখা যায়, সৌদি আরবের বিমানগুলো, ট্যাংকগুলো বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে

৩২. *সুনানে আবু দাউদ*, ৩৬৫৮।
৩৩. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, ১/২৬৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়ে কুয়েতের বর্ডার পার হচ্ছে, যাতে তারা তাদের নিজেদেরই ভাই ইরাকের বাসিন্দাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে, হামলা চালাতে পারে! বিমান সৌদি থেকে যাচ্ছে শুধু ইরাকে হামলা চালানোর জন্য আজকাল!

কোথায় গেল তাদের পূর্বসূরিরা?! কোথায় তাদের শাসনব্যবস্থা?! কোথায় তাদের নীতি-আদর্শ?! অথচ সৌদির শাসকের উচ্ছিষ্টভোজী আলেমরা এদেরকেই শাসক বলে! যারা বলে না তাদেরকে খারেজি বলে! এ সকল আলেমের গোমর ফাঁস হওয়া উচিত, অপমানিত হওয়া উচিত, যারা কাফেরদের সামনে মাথানত করে! আলেম হয়েও, শাইখ হয়েও তারা এসব অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না! সুবিচারের ব্যানার লাগিয়ে তার নিচেই তারা মুসলমানদেরকে অপমান করছে, অত্যাচার করছে, মেরে ফেলছে। ইমাম বুখারি রহ. আমাদেরকে এসব থেকে বেঁচে থাকা শিখিয়েছেন। এটাই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. এবং অন্যান্য মুত্তাকি আলেমগণ আমাদের শিখিয়েছেন। দুর্বল ও ভীতু শাইখ, আলেমদের রাজপ্রাসাদে গিয়ে শাসকের সামনে সত্য উচ্চারণের সময় থাকে না। তাদের শুধু সময় থাকে রাজপ্রাসাদে গিয়ে মন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার এবং সম্পদ গ্রহণ করার, কিন্তু তাদের ভাইদের কথা শোনার কোনো সময় থাকে না। এজন্য আমাদের দরকার এমন ইলম, যেটার সাথে সর্বদা সত্যের সংমিশ্রণ থাকে। সত্য ইলম ছাড়াও থাকে, কিন্তু ইলম কখনো সত্য ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জ্ঞান এবং সত্য সকলকে গ্রহণ করতে হবে।

বন্ধুর সাথে মিলনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এলো

ইমাম বুখারি রহ.-এর দৃঢ়তা তার জীবনে বিপদ ডেকে নিয়ে আসে। তাকে শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাকে চারপাশ থেকে চাপে ফেলা হয়। তিনি তার বিছানাপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। যাত্রাপথে বুখারার আশেপাশে কোনো এক জায়গায় তিনি তার এক বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান করেন। সেখানে শুনতে পান, তাকে বুখারার শাসক বা উজিরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ডাকা হয়েছে। তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ, আমাকে এবং তাকে যাতে একত্র না করা হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনি শাসকের সাথে মিলিত না হওয়ার দোয়া করে ভাবতে লাগলেন, তিনি কোথায় যাবেন। তাকে সব জায়গা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার কোনো ছাত্রও নেই। তিনি তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, আমার কাছে আপনার প্রশস্ত জমিন সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, অতএব আপনি আমায় আপনার কাছে তুলে নিন। কারণ তার আর কিছুই করার নেই। এমন অপদস্থতা তিনি আর সইতে পারছেন না।

কয়েকদিন বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান করার পর তিনি সেখানে অবস্থান করতে অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি চলে যেতে চাইলে তাকে তার উট পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু সাথে সাথে তিনি অসুস্থ বোধ করা শুরু করেন এবং ঘামতে শুরু করেন। সময় তখন ২৫৬ হিজরি।

সে সময় আরেকজন বড় আলেম ছিলেন তাওয়ায়ি। তিনি বলেন, তিনি একরাতে স্বপ্নে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেন। তিনি দেখেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। নবীজিকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। তাওয়ায়ি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলাম, আপনি কার জন্য অপেক্ষা করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি বুখারির জন্য অপেক্ষা করছি। সে খুব তাড়াতাড়িই আমাদের সাথে মিলিত হবে।

তাওয়ায়ি বলেন, মহান আল্লাহর কসম, যখন আমি বুখারার মানুষের কাছে তার কথা জিজ্ঞেস করি, তখন আমি জানতে পারি তিনি ইনতেকাল করেছেন। আর যখন তিনি ইনতেকাল করেন তার কিছুদিন আগে আমি এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। সুবহানাল্লাহ! কত উত্তম স্বপ্ন!

ইমাম বুখারি রহ. ইনতেকাল করলে তাকে কয়েকজন মিলে দাফন করে। কিংবদন্তি মহামানবদের এভাবেই দাফন করা হয়ে থাকে। এরপরেই ঘটল আল্লাহর কুদরত। কবর থেকে নুর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। সেখানকার মানুষজন ভয় পেয়ে গেল। তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডে অনুশোচনা বোধ শুরু করে। তারা বরকতের জন্য ইমাম রহ.-এর কবর থেকে মাটি সরানো শুরু করে। তারা জানত এই কাজ হারাম, কিন্তু তবুও তারা নিজেদেরকে আটকাতে পারছিল না। তারা ইমাম রহ.-এর কবর থেকে মাটি নিতে নিতে সব মাটি শেষ করে ফেলে। পরবর্তী সময়ে কবরের মাটি রক্ষা করার জন্য চারপাশে বেড়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিয়ে দেওয়া হয়। এরপরও কিছু জাহেল মানুষ বেড়া ভেঙে মাটি সরানো শুরু করে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন এমনই এক মহান কিংবদন্তি। মৃত মানুষের কবর থেকে মাটি উঠিয়ে নেওয়া হারাম কাজ, নবীজির কবরের সাথেও এমনটি করা হয়নি কখনো। এখানে উদ্দেশ্য হলো, লোকজন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিল। তারা ইমামের দুঃসময়ে ইমামের পাশে না দাঁড়ানোর অনুশোচনা থেকেই এ কাজ করেছিল।

প্রিয় পাঠক, এতক্ষণ আমরা যার জীবনী পড়লাম, তিনি ছিলেন এক ক্ষণজন্মা কিংবদন্তি। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত বিশুদ্ধ হাদিস সংরক্ষণ করেছেন। যার মধ্যে আল্লাহ ঢেলে দিয়েছিলেন অনেক বরকত। কারণ তিনি এমনই হতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনেও ইমাম রহ.-এর জীবনের ছিটেফোঁটা নুর ও বরকত দান করুন। আর ইমাম রহ.-এর কবরে বর্ষণ করুন অজস্র করুণাধারা। আমিন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শিরক-বিদআতের ত্রাস

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নজদি রহ.

প্রিয় পাঠক, ইতিপূর্বে আমরা ইমাম আবু আবদুলাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি রহ.-কে নিয়ে আলোচনা করেছি। তিনি যে গ্রন্থটির মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছেন তার নাম, 'আল-জামিউল মুসনাদুস সহিহুল মুখতাসার মিন উমুরি রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি'। ইমাম বুখারি রহ. এই গ্রন্থে ৭ লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে ৭ হাজার ৫০০-এর অধিক হাদিস সন্নিবেশ করেছেন। এর মধ্যে ২ হাজার ২৩০টি হাদিস পুনরাবৃত্তিবিহীন একত্র করেছেন। তিনি মাত্র ৬২ বছর বয়সে জিন্দেগির সফর শেষ করেন। অল্প বয়সে তিনি ইলম তলব করতে শুরু করেন। তিনি তার সময়ের সমস্ত উস্তাদের কাছে গিয়েছেন। ১ হাজারেরও অধিক উস্তাদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

প্রিয় পাঠক, তিনি এত বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে অহংকারবোধ ছিল না। অথচ আমরা একটি বা দুটি হাদিস শিখেই গবেষক বনে যাই। অনেকে না জেনেই, আলেম না হয়েই আলেম সেজে যাই। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা শেখে এবং শেখায় তাদের জন্য দোয়া করেছেন। কিন্তু আমরা তা না করে ও না জেনেই আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলে বসি। অথচ আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে কুরআনে বলেছেন,

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

(শয়তান তো তোমাদের এমন আদেশই করবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করো,) এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলো, যা তোমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জানো না।[৩৪]

এ কারণেই কোনো কথা বলার আগে আমাদেরকে ভালো করে জেনে নিতে হবে। ভালো করে শিখতে হবে। জেনে এবং শিখে আমরা ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে পারব ইনশাআল্লাহ।

এরপর ইমাম বুখারি রহ.-এর জীবনে আসা দুটো পরীক্ষার কথা আমরা আলোচনা করেছি। যাই হোক, আজ আমরা আলোচনা করব আরেকজন মহান মুজাদ্দিদকে নিয়ে।

তিনি ছিলেন মহিরুহ

আজ আমরা আলোচনা করব ইসলামের আরেক মহান ব্যক্তিকে নিয়ে। যিনি শিরক ও বিদআতের মূলোৎপাটন করেছিলেন। তবে সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে গিবত ও পরনিন্দা সম্পর্কিত একটি হাদিস উল্লেখ করা যাক।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সাফিয়া রা.-এর ব্যাপারে আয়েশা রা.-এর কাছে জানতে চাইলেন, সাফিয়ার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?

জবাবে আয়েশা রা. হাত দিয়ে এক ধরনের ইঙ্গিত করলেন। অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, এই ইঙ্গিতের মাধ্যমে আয়েশা রা. বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সাফিয়া একটু বেঁটে। এখানে যদিও আয়েশা রা. মুখে কোনো শব্দ উচ্চারণ করেননি, কিন্তু সেই ছোট্ট ইঙ্গিতের ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি এটাকে (অর্থাৎ, তোমার ইঙ্গিতকে) সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে তাহলে তা পানির রং পরিবর্তন করে ফেলতে পারত!

দেখুন, ছোট্ট একটি ইঙ্গিতমাত্র, অথচ কত সূক্ষ্ম এবং গুরুতর একটি বিষয়! সুতরাং আমরা কী বলছি তা নিয়ে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

---

৩৪. সুরা বাকারা : ১৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.

> হে ঈমানদাররা, তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমান করা পাপ, এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?! বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।[৩৫]

প্রিয় পাঠক, আমাদের আত্মীয়, পরিচিত কেউ মারা গেলে তার শরীরের ওপর ছুরি চালিয়ে তার গোশত কেটে খাওয়ার মতো জঘন্য কাজ কি আমরা করব? কখনোই নয়! ঠিক এটাকেই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা করা বা গিবত করার তুলনা করেছেন। তবে কেবল গিবত থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং মুসলিম ভাইদের সম্মান রক্ষা করাও আমাদের দায়িত্ব। এমন অনেকেই আছেন, যারা প্রতিনিয়ত অপরের গিবতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন। কিন্তু গিবতের সহজলভ্যতার কারণে গিবতকে অসম্মানের কিছু মনে করা হয় না। যারা গিবত করে বা কুৎসা রটায় তাদের কথা শুনে মনে হয় গিবতের লক্ষ্যবস্তু হওয়াটাও সম্মানজনক ব্যাপার। বস্তুত মডারেট, আদর্শবিবর্জিত সংস্কারপন্থী কিংবা তাগুতের সাথে আপসকামীরা যদি কোনো মুসলমানকে অপবাদ দেয়, তিরস্কার কিংবা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তাহলে মুসলমানের খুশি হওয়া উচিত। কারণ তারা যতই অপমানিত করতে চাইবে ততই আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তবে নিজের সামনে কোনো মুসলিম ভাইয়ের গিবত হতে দেখলে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে।

---

৩৫. সুরা হুজুরাত : ১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে রটানো গুজব প্রত্যাখান করে, কিংবা গিবত চলা মজলিসে যদি কেউ বলে 'চুপ করো', তবে তাকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেওয়া নিজের ওপর অপরিহার্য করে নেন।

অর্থাৎ, কেউ যদি মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে কটু কথা বলা থেকে বিরত থাকে এবং বলে, 'চুপ করো! যদি এই অবান্তর কথা বলা তুমি বন্ধ না করো তাহলে আমি চললাম,' তবে আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করা নিজের ওপর আবশ্যক করে নেন।

অন্য হাদিসে আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من ذب عن لحم أخيه بالغيبة ، كان حقا على الله أن يعتقه من النار.

> যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিকালে তার গোশত (খাওয়া) প্রতিরক্ষা করে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া আল্লাহর জন্য জরুরি (অর্থাৎ, আল্লাহ নিজেই নিজের ওপর তা জরুরি করে নিয়েছেন)।[৩৬]

অর্থাৎ, একদিকে গিবত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া আল্লাহ নিজের হক বলেছেন, অন্যদিকে আরেকটি হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানি করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনের শিখা থেকে তার মুখ সরিয়ে রাখবেন। এ কথাগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে।

গিবত সম্পর্কিত হাদিস ও ঘটনাগুলো মনে করিয়ে দেওয়ার কারণ হলো, আজ আমরা যার সম্পর্কে আলোচনা করব তার সম্পর্কে অনেকেই অসত্য কথা বলে। অপবাদ দেয়। আমাদের উচিত, তার সম্মান রক্ষা করা। তা আমাদের জন্যও সম্মানের ব্যাপার। কারণ আমরা না চাইলেও তিনি ঠিকই সম্মানিত থাকবেন। তারাই হচ্ছেন উম্মাহর মহানায়ক, ইতিহাসে তাদের নাম সোনালি

---

৩৬. *মুসনাদে আহমাদ*, ২৭৬০৯; *মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি*, ২৪/১৭৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অক্ষরে লেখা থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। সর্বযুগের সৎকর্মশীল ও মুখলিস মানুষরাও তাদের ব্যাপারে উত্তম সাক্ষ্য দেন। তাই নিন্দুকরা যতই মন্দ কথা বলুক না কেন, তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা যদি তাদের সম্মান রক্ষায় কিছু করতে পারি সেটা আমাদের জন্যই সম্মান বয়ে আনবে। বিনিময়ে কেয়ামতের দিন আমরা আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাব। এই মহানায়কেরা আপনার-আমার সমর্থনের মুখাপেক্ষী নন, তবে তাদের সম্মান রক্ষার চেষ্টার মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর কাছ থেকে জাজা ও প্রতিদানের আশা করতে পারি।

আজ যে মহানায়ককে নিয়ে আমরা আলোচনা করব, তিনি গত দু-শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তিদের একজন। সকল বিদআতি, জাহেল এবং ভণ্ডের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। কারণ তিনি তাদের বিদআত রুখে দিয়েছিলেন।

তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে সুলাইমান আত-তামিমি।

জাজিরাতুল আরবে তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী সংস্কারক এবং মুজাদ্দিদ। তার কর্মপন্থার সাথে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির কর্মপন্থার কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে দুজনেরই স্বকীয় পদ্ধতি ছিল।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব খুব বিশেষ কিছু করেছেন তা নয়। বরং তিনি যা করেছিলেন আমাদের মাঝে যে-কেউই তা করতে পারবে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ১১১৫ বছর পর তার জন্ম। অর্থাৎ, এখন থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে তিনি দুনিয়াতে আসেন। তিনি সাহাবি বা তাবেয়ি ছিলেন না। তিনি মাত্র আড়াইশ বছর আগের মানুষ, যার বংশধররা এখনো জাজিরাতুল আরবে বসবাস করছেন।

আমরা তার জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে তার সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি কেমন ছিল তা জেনে নিই।

তিনি এমন এক সময়ে জন্ম নেন, যখন বিগত ৪০০ বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ ক্ষতবিক্ষত ছিল। অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি, বিদআত, শিরকের বেড়াজাল ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। বিশেষ করে জাজিরাতুল আরব (বর্তমানে সউদি আরব বা হেজাজ ইত্যাদি নামে যে অঞ্চলকে আমরা চিনি) কুব্বায় ছেয়ে গিয়েছিল। কুব্বা মানে কবরের ওপরস্থ গম্বুজ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাঁধাই করা এবং গম্বুজবিশিষ্ট কবরগুলোতে মানুষ ইবাদতের জন্য যেত। যেভাবে কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করা হয় তেমনইভাবে মানুষ এ কবরগুলোর চারপাশেও তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করত। আল্লাহর পরিবর্তে কবরবাসীদের কাছে মানুষ বিভিন্ন জিনিস চাইত (যেমন সম্পদ, সন্তান, সুস্থতা ইত্যাদি)। তাদের কর্মকাণ্ড কুরাইশদের সাথে মিলে যেত। আল্লাহকে বিশ্বাস করেও কুরাইশরা যেমন ৩৬০ দেবদেবীর পূজা করত, অনেকটা সেরকমই। আরবে কিছু বিশেষ গাছ ছিল। কোনো মহিলা গর্ভধারণে অক্ষম হলে সে তখন এই গাছগুলোর পূজা করত। আবার স্ত্রী লাভের দোয়া নিয়ে পুরুষরা যেত সেই নির্দিষ্ট গাছ, কিংবা কবরের কাছে। হয়তো এসব বিষয় হাস্যকর! কিন্তু এটাই ছিল তখনকার বাস্তবতা।

এগুলো সুস্পষ্ট শিরক। কিন্তু মানুষ এসবেই লিপ্ত ছিল। সরাসরি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা হতো। এমনকি কিছু সাহাবি রা.-এর কবরের ওপর গম্বুজ বানিয়ে তাদের কাছে প্রার্থনা করা হতো, তাদের ইবাদত করা হতো।

এভাবেই মূলত শিরকের গোড়াপত্তন হয়। শিরকের সূচনার একটা মাধ্যম হলো, দ্বীনদার ব্যক্তিরা মারা যাওয়ার পর সাধারণ লোকেরা প্রথমে তাদের ছবি তৈরি করে। একসময় সেগুলো পরিণত হয় মূর্তিতে। তারপর কালক্রমে একসময় সেই মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হয়। পৃথিবীতে এভাবেই কিন্তু মানবজাতির মধ্যে শিরক শুরু হয়েছিল। প্রথমে ছবি তৈরির পেছনে মানুষের যুক্তি ছিল, দ্বীনদার ব্যক্তিদের কথা আমাদের স্মরণ রাখতে দাও যাতে আমরাও তাদের মতো দ্বীনদার হতে পারি। উদ্দেশ্য কিন্তু ভালো ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই ছবিগুলোই পরিণত হয়েছিল মূর্তিতে, অলীক প্রভুতে। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ভাবল, আমরা তো এদের মতো হতে পারব না, তাই বরং আমরা এদেরই ইবাদত করি। এটাই ছিল চরম গোমরাহি।

আমরা যে সময়টার কথা বলছি তখন ইয়েমেনেও একই সমস্যা ছিল। ইরাকের লোকেরাও কবরপূজা করত। সে সময় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কবরের ওপর গম্বুজ ছিল, মানুষ সেখানে ইবাদত করত। ভারত-পাকিস্তানের অবস্থা ছিল এর চেয়েও ভয়াবহ। আলজেরিয়াতেও ঘটত একই ব্যাপার। মিশরে তো শুধু মূর্তিপূজাই নয়, বরং পিরামিড এবং ফারাওদের রেখে যাওয়া নিদর্শনগুলোরও ইবাদত করা হতো। এই পূজা করতে করতে কিছু লোক আবার শিরকের জাহিলিয়াতে ফিরে গিয়েছিল। মমি করে রাখা ও হারিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যাওয়া ফেরাউনদের স্মৃতিকে তারা আবার পুনরুজ্জীবিত করেছিল। অথচ তাদের সবাই নামকাওয়াস্তে মুসলমান ছিল। মুসলমানরা তখন কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ থেকে এত দূরে সরে গিয়েছিল যে, তারা পুনরায় জাহিলিয়াতের অন্ধকারে ফিরে গিয়েছিল। প্রতিটি অঞ্চলেই এগুলোর কিছু না কিছু প্রভাব ছিল।

শিরক, বিদআত, গোমরাহির এমনই এক বিশৃঙ্খল, তালগোল পাকানো পরিস্থিতিতে জন্ম নেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব। এসবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন এক গুরুদায়িত্ব।

ইমাম ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের শিক্ষাজীবনের সূচনা

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় পিতার কাছেই। তার পিতা ছিলেন উয়াইনা শহরের একজন প্রসিদ্ধ বিচারপতি। এই শহরটি বর্তমান রিয়াদ থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইমাম রহ. ইলম অর্জনের জন্য শৈশবকাল থেকেই পরিশ্রম শুরু করেন।

প্রিয় পাঠক, প্রায় সকল আলেম ও সালাফে সালেহিনের জীবনী আলোচনা করলে আমরা ইলমের প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং জীবনভর ইলমের পথ ধরে চলার চিত্র দেখতে পাব। বর্তমানে মানুষ যাচাই-বাছাই না করেই কথা বলে যায়, হোক তা উপকারী কিংবা অপকারী। তাই আমাদের উচিত ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, উপকারী এবং সঠিক ইলম অন্বেষণ করা। আমরা ইলম অর্জন ব্যতীতই এমন অনেক কথা বলে ফেলি, যা ইলম অর্জনের পর মনে পড়লে হাসিই আসবে। তাই আমাদের উচিত, সম্ভব হলে আরবি ভাষা শেখা এবং আরবি বইপত্র পড়া। কষ্ট হলেও এভাবেই ইলম শিখতে হবে।

দেখুন, ইমাম বুখারি রহ. হাদিস সংগ্রহের জন্য শাম থেকে ইরাকে, সেখান থেকে জাজিরাতুল আরব, বসরা, সমরকন্দে গিয়েছিলেন। ইমাম রহ. যদি এত লম্বা সফর করতে পারেন তবে আমরা কি কিছু সময়ও ব্যয় করতে পারব না! আমাদের পূর্বপুরুষ এই মহানায়কেরা ইলম তলবের জন্য এত ত্যাগস্বীকার করেছিলেন। তাদের রেখে যাওয়া আমানত রক্ষার্থে আমাদেরও দায়িত্ব হলো, ইলম শেখায় মনোনিবেশ করা। দরসে উপস্থিত থাকা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তো ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. শৈশবে পিতার কাছে ইলম শেখা শুরু করেন। পিতার কাছে শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি গেলেন মক্কায়। সেখানকার বিভিন্ন আলেমের সান্নিধ্যে থেকে ইলম শিখলেন। তারপর গেলেন মদিনায়। সেখানেও আলেমদের সোহবতে থেকে ইলম শেখার পর তিনি ইরাকে গেলেন। ইমাম রহ. তার জন্মভূমি, পরিবারসহ সবকিছু ত্যাগ করে স্রেফ ইলম অর্জনের জন্য ইরাকে যান। তিনি ছিলেন সহিহ আকিদায় অধিষ্ঠিত। তিনি ইলম অর্জন করে বাতিল আকিদা থেকে হকের আকিদা পৃথক করলেন। তিনি কোনো সুফি শাইখ বনে গেলেন না। অথচ সুফি হয়ে যাওয়া সে সময় খুব সহজ ও লাভজনক কাজ ছিল। সাধারণ মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে বিভিন্নভাবে সুফিদের ইবাদত করত।

সম্পাদকের মন্তব্য

প্রসঙ্গত, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাসাউফের নামে কিছু প্রান্তিকতা আগেও ছিল ও এখনো আছে। কিন্তু এটাকে মানদণ্ড বানিয়ে গোটা তাসাউফের সিলসিলাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার যে প্রবণতা, সেটা নেহায়েত জুলুম ও সীমালঙ্ঘন। এ ক্ষেত্রে আমরা শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরছি, তিনি বলেন, ইমামগণের নিকট কিছু সুফিদলের শরিয়তবিরোধী কাজের কথা পৌঁছেছিল, বিধায় তারা তাদের প্রতি নিন্দা, তিরস্কার জানান। যেমন তাওয়াক্কুলের নামে রিজিক অন্বেষণ ত্যাগ করা, নাচার তাল ধরা, জিকিরের নামে প্রেমের কবিতা পাঠ ইত্যাদি। আর যার থেকেই এ ধরনের বিষয় প্রকাশ পাবে, সেটা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজই। তবে শুধু এটুকু বিষয় সামনে রেখে আমাদের জন্য সকল সুফির ব্যাপারে নিন্দার নীতি গ্রহণ করা উচিত হবে না। তা হয়ে যাবে নেহায়েত জুলুম ও সীমালঙ্ঘন! কারণ, এই সুফিয়ায়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কেরামের মাঝেই ছিলেন কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা বহু মানুষ এবং নফল-মুসতাহাবের ব্যাপারে পাবন্দ লোকেদের ভিড়। এমনকি তাদের দলে ছিলেন অসংখ্য বিজ্ঞ আলেম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, উসুলবিদ, এমনকি দ্বীনের অনেক ইমামও ছিলেন এই ময়দানের বিচরণকারী। অতএব, একবাক্যে সকলের প্রতি নিন্দাবাদ চরম জুলুম ও অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয় ছাড়া কিছু নয়।

ভেবে দেখুন, প্রতিটি শাস্ত্রের আলেমদের মাঝেই এমন অনেক লোক ছিল, যারা মনুষ্য দুর্বলতার দরুন নিজেদের অঙ্গনে স্বয়ং অসাধু সুফিদের চেয়েও বাজে অবস্থার শিকার ছিল। মুফাসসিরদের মাঝে ছিল কল্পকাহিনি প্রণেতা, মুহাদ্দিসদের মাঝে ছিল জাল হাদিস রচয়িতা, ফকিহদের মাঝে ছিল বিদআতি চিন্তাধারার শিকার অনেক লোক। বস্তুত চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সমস্ত ইলমি অঙ্গনের ত্রুটিপূর্ণ ও অসাধু ব্যক্তিরা দ্বীনের জন্য যতটুকু ক্ষতিকর ছিল, অসাধু সুফিদের দ্বারা সেটার ভয় ছিল না মোটেও। কারণ, তাদের দোষত্রুটিগুলো ছিল নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়ের, যার ক্ষতি তাদের নিজেদের ওপরই পতিত হতো, অন্যের ওপর গেলেও তার মাত্রা খুব বেশি ছিল না। পক্ষান্তরে অন্যদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো ছিল জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মারাত্মক, যেহেতু অনেক দুর্বল ইলমের অধিকারী ও অজ্ঞ মানুষই সেসবের অনুসরণ করে থাকে, ফলে সেই ভুল ও গোমরাহিপূর্ণ কথাগুলোই তারা আল্লাহর দ্বীন মনে করে পালন করতে থাকবে! কিন্তু বলুন, ইলমি অঙ্গনের সেসব ত্রুটিসম্পন্ন আলেমের জন্য তাদের পুরো জামাতকে দোষারোপ করা বৈধ হবে কি? কখনোই না!

দেখুন, ইমাম জাহাবি রহ. কতটা ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় (*মিযানুল ইতিদাল*, ৩/২১৪) সুফি ও কবিতাপ্রেমী শাইখ উমর বিন ফারেজের জীবনীতে বলেন, তার কবিতায় স্পষ্টভাবে সর্বেশ্বরবাদের গন্ধ পাওয়া যায়। এটি মারাত্মক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পর্যায়ের সমস্যা। তাই তার কবিতার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে তীক্ষ্মদৃষ্টির সাথে নজর দিন! তবে সুফিদের জামাতের ব্যাপারে আপনি সুধারণা পোষণ করুন। (দেখুন, *আল-হাসসু আলাত-তিজারা*, পৃষ্ঠা : ৭৩, টীকা : ১)

অতএব, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর পক্ষ থেকে তাসাউফ-বিরোধিতার ততটুকুই আমরা গ্রহণ করব, যেটা শরিয়তবিবর্জিত তাসাউফ-চর্চা বলে প্রমাণিত হবে। আর সঠিকপন্থার তাসাউফ-চর্চার প্রতি নিশ্চয় আমরা ভক্তিশ্রদ্ধা ও অনুসরণের মানসিকতা পোষণ করব। তাসাউফের সঠিক চিত্র ও প্রকৃতি জানতে দেখুন, মুফতি মাহমুদ আশরাফ উসমানি ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক রচিত *তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*। (সম্পাদক)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের কর্মোদীপ্ত জীবনের প্রারম্ভ

ইমাম রহ. ইলম শিখে প্রথমে ইরাকে তার দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন। সাধারণ মানুষদের অনেকে তার অনুসরণ করল, আলেমদের মধ্যে যারা হকপন্থী ছিলেন তাদের কেউ কেউ তাকে সমর্থন দিলেন। যখন ইরাকের গভর্নর ব্যাপারটা লক্ষ করল, তখন বিভ্রান্তি বা ফেতনা সৃষ্টির অভিযোগ দিয়ে তাকে ইরাক থেকে বের করে দেওয়া হলো। ইমাম রহ. অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর নামের সাথে 'ওয়াহাবি/ওহাবি' শব্দটি যুক্ত। তার শত্রুরা তার মতাদর্শ ও জীবনযাপনের পদ্ধতিকে ওয়াহাবি পদ্ধতি বলে। আমরা সকলেই ইমামের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করি। আমরাও সকলে ওয়াহাবি। তবে শত্রুরা এই শব্দটিকে গালি হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু যারা ওয়াহাবি বলে গালি দেয় তাদের ৯৯ ভাগ লোক জানেই না ওয়াহাবি জিনিসটা আসলে কী। আবার যারা নিজেদেরকে ওয়াহাবি দাবি করে, তারাও সঠিকভাবে ওয়াহাবি কী তা জানে না। আজ আমরা ইমাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রহ. সম্পর্কে প্রচলিত অভিযোগ ও মন্দকথাগুলো আসলেই সঠিক কি না তা জানব।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. ইরাক থেকে ফিরে আহসাতে যেতে চাইলেন। আহসা বর্তমান সৌদি আরবের একটি শহর। কিন্তু তার কাছে সেখানে যাওয়ার পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় সেখানে না গিয়ে তার জন্মস্থান উয়াইনাতে গেলেন। গিয়ে জানতে পারলেন গভর্নরের সাথে বিরোধ হওয়ায় তার পিতা (যিনি সেই শহরের বিচারপতি ছিলেন) উয়াইনা ছেড়ে চলে গেছেন। এখন বসবাস করছেন উয়াইনার কাছাকাছি একটি জায়গায়। তিনিও সেখানে চলে যান। পিতার কাছে অবস্থান করে ইরাকের মতো এখানেও তার দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তার অনেক অনুসারী তৈরি হলো। শহরের প্রশাসক কিছুটা নিরপেক্ষ প্রকৃতির ছিলেন, তাই প্রথমদিকে দাওয়াতি কাজে তেমন বাধা এলো না। কিন্তু সমস্যা দেখা গেল যখন কিছু দুর্বৃত্ত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। ইমাম রহ. তখনও হাতে অস্ত্র তুলে নেননি। কেবলই শান্তিপূর্ণ দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন শিরক থেকে বেঁচে থাকে, কবরপূজা বাদ দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। মানুষ যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ না করে, সুফিবাদের নামে বিদআতি কার্যকলাপ বন্ধ করে।

ইমামের ওপর আসা ঝড়ঝাপটা

ইমাম রহ. যখন তার দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আকিদার সমস্যাই একমাত্র সমস্যা ছিল না। বরং চরম অবনতি ঘটেছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও। মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নিরাপদে কেউ মরুভূমিতে কয়েক মাইলও সফর করতে পারত না। দস্যুদলের আক্রমণের শিকার অথবা নিহত হতেই হতো। মহিলারাও ধর্ষিত হচ্ছিল। ইমাম রহ.-এর গৃহীত পদক্ষেপে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিরও পরিবর্তন হয়েছিল। তবে আমরা আজ এখানে শুধু তার আকিদাবিষয়ক দাওয়াত নিয়েই কথা বলব।

ইমাম রহ. জানতেন, শত্রুরা তাকে হত্যা করতে পারে। এমতাবস্থায় শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে দেশত্যাগের পরামর্শ দিলো। তাকে আবারও দেশ থেকে বের করে দেওয়া হলো। নিজের বোঝা নিজের পিঠে নিয়েই তিনি দেশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছাড়লেন। শত্রু ও চক্রান্তকারীদের ক্ষমা করে দিয়ে বললেন, আমাকে বের করে দিতে চাও, ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।

তিনি তার জন্মভূমি উয়াইনাতে ফিরে এলেন। দেখা করলেন গভর্নর উসমান ইবনে মুহাম্মাদের সাথে। গভর্নর তাকে বললেন, আমরা সাধ্যমতো আপনাকে সাহায্য করব। কারণ আপনি সঠিক পথের ওপরেই আছেন।

উয়াইনার গভর্নরের আশ্বাস পেয়ে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. নবোদ্যমে দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন। দরস প্রদান করতে লাগলেন। নির্ভেজাল তাওহিদ আর সহিহ আকিদার শিক্ষা দিয়েই তিনি উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করে চলেছিলেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে তার কাছে আসা মানুষকে তিনি তাওহিদ আর আকিদার বুনিয়াদি শিক্ষা দিতেন। এভাবেই তিনি দৃঢ় অবস্থান তৈরি করে নিলেন।

শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের সংগ্রাম

একবার এক জায়গায় একটি কবরের পূজা করা হচ্ছিল। সেটি ছিল উমর বিন খাত্তাব রা.-এর ভাই যায়েদ বিন খাত্তাব রা.-এর কবর। এই কবরটির অবস্থান ছিল রিয়াদ সীমান্তের কাছাকাছি। তখন তিনি তার অনুসারীদের বললেন, আমাদের এটি ধ্বংস করা দরকার।

ভণ্ড নবী মুসাইলামাতুল কাজজাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে যায়েদ ইবনে খাত্তাব রা. শহিদ হয়েছিলেন এবং তাকে সেখানেই দাফন করা হয়েছিল। মুসাইলামা হচ্ছে সেই ভণ্ড প্রতারক, যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই নবুয়ত দাবি করেছিল এবং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর তার ফেতনা বৃদ্ধি পায়। তখন খলিফা ছিলেন হজরত আবু বকর রা.। ইয়ামামার যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. তাকে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধে সে নিহত হয়। পরবর্তী সময়ে সেখানকার অধিবাসীরা হজরত যায়েদ বিন খাত্তাব রা.-এর সম্মানার্থে সেখানে তার কবরের ওপর একটি কুব্বা বানায়।

জেনে রাখুন, কবর উঁচু করা, কবরের ওপর কিছু তৈরি করা একটি ঘৃণিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হারাম কাজ। কবর উঁচু করা যাবে না। কিন্তু তারা সেই কবরের ওপর গম্বুজ বানাল। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র জায়গা মক্কাতেও উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর কবরের ওপরও কুব্বা নির্মাণ করা হয়। এখানেও বিভিন্নভাবে আল্লাহর পরিবর্তে কবরের ইবাদত শুরু হয়। এমন দৃষ্টান্ত মদিনাতেও পাওয়া যায়। কাজেই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. যায়েদ রা.-এর কবরের ওপর বিদ্যমান গম্বুজ ভেঙে দিতে চাইলেন। কিন্তু গভর্নর বললেন, এই কবরটির আশেপাশের এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে। তাই তা ভাঙা যাবে না।

সে সময় জাজিরাতুল আরবে গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। ইমাম রহ.-এর কার্যকলাপে ধারণা করা হচ্ছিল, স্থানীয় গোত্রগুলো গম্বুজ ধ্বংসে বাধা দেবে। কারণ তারা মনে করত, এটি একটি পবিত্র নিদর্শন। বর্তমানে কেউ যদি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের ওপর নির্মিত গম্বুজটি ভাঙতে যায় ঠিক একই অবস্থা হবে। সবাই বলবে, তুমি কি নবীকে ঘৃণা করো?

এভাবে তারা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-কেও অভিযুক্ত করেছিল। আল্লাহর কসম! এই গম্বুজটিকে ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের ওপর কুব্বা রাখা হারাম।

সৌদি কর্তৃপক্ষ বলে, এটা নাকি কবরের নিরাপত্তার জন্য। তাদের এ কথার জবাবে বলা যায়, এমন লক্ষ লক্ষ প্রযুক্তি বিদ্যমান, যেগুলো দিয়ে কবর উঁচু না করেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।[৩৭]

যাই হোক, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. এবং তার অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য করে জাহেলরা বলেছিল, তোমরা কি সাহাবিদের ঘৃণা করো? আমাদেরকে ইবাদত করা থেকে বিরত রাখতে চাও? তুমি কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপছন্দ করো?

আমরাও যখন এই কথাগুলো বলি তখন অনেকেই বলে, তোমরা কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপছন্দ করো? আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

৩৭. আলোচনার শেষাংশে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. ও তার অনুসারীদের ব্যাপারে সামগ্রিক কিছু আলোচনা করা হয়েছে, অনুগ্রহপূর্বক তা দেখুন। (সম্পাদক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনেক বেশি ভালোবাসি। তার জন্য আমাদের পিতামাতা কুরবান হোক। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানের সামনে আমাদের জানমাল, পুত্র-কন্যা মূল্যহীন। আমরা আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি। আর সেজন্যই আমরা সব গম্বুজ এবং উঁচু কবর সমান করে দিতে চাই। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। খোদ তিনি একবার হজরত আলি রা.-কে অভিযানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, হে আলি, শোন! আমি তোমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে পাঠাচ্ছি। কী ছিল সেই অভিযান? আলি রা. বলেছেন, আমরা কিছু সাহাবিকে কবর দিয়েছিলাম। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠালেন। বললেন, মদিনায় ফিরে যাও। কোনো মূর্তি ছাড়বে না যতক্ষণ না তুমি তার মুখ ভেঙে দাও, কোনো কুব্বা বা কবরের ওপর কোনোকিছু রাখবে না, তা মাটির সাথে মিশিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত থামবে না।

বস্তুত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. কোনো নতুন দাওয়াত উপস্থাপন করেননি। আমরা যদি তার লিখিত গ্রন্থাবলি নিয়ে আলোচনা করি, তবে দেখব সেখানে নতুন কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের মুজাদ্দিদগণের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কম নতুন বিষয়ের প্রচলন করেছিলেন।

তো ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. হজরত আলি রা.-এর সেই হাদিসের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে চাইলেন। তিনি যায়েদ ইবনে খাত্তাব রা.-এর কবরের ওপরস্থ কুব্বা ধ্বংস করতে চাইলেন। তার দৃঢ়চেতা মনোভাব দেখে গভর্নর বললেন, ঠিক আছে। আমরা আপনার সাথে আছি।

এরপর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. এবং তার অনুসারীরা যখন কবরের ওপর নির্মিত গম্বুজকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে গেলেন, তখন যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই ঘটল। উক্ত অঞ্চলের লোকেরা মাজারটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে দেখার পর তারা বাধা দিলো। তাদেরকে রুখতে ৬০০ সৈনিক নিয়ে গভর্নর এগিয়ে এসে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন এবং গম্বুজ ধ্বংস করা হলো।

এরপর একের পর এক সফলতা আসা শুরু হলো। ইমামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। দলে দলে মানুষ তার দলে যোগ দিতে লাগল। কারণ শিরকবিহীন ইবাদত ফিতরত বা মানুষের সহজাত প্রবণতা। পাগল ছাড়া আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কেই-বা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরপূজা করবে?! কবরের কাছে চাইবে?! যেখানে এসবের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে! বস্তুত সাধারণ মানুষের সহজাত প্রবণতাকে নষ্ট করেছিল বিকৃত মনের সুফি ও সুবিধাবাদী আলেমশ্রেণি। কখনো কখনো পিতামাতার কাছে ভুল শিক্ষা পেয়ে সন্তানরাও সে পথে পা বাড়ায়। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. এই বিদআতের মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। কবরের গম্বুজগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তার জন্মভূমি উয়াইনাতে ফিরে গেলেন। সেখানেও তার দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর ইলম ও চিন্তার প্রসার

সমগ্র জাজিরাতুল আরব ও এর আশপাশ থেকে মানুষ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর কাছে ইলম শেখার জন্য ছুটে আসতে লাগল। এ সময়ে একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যদিও খুব সামান্য ব্যাপার, তবে আল্লাহ এ ধরনের ঘটনার মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ—

এক মহিলা ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কাছে এসে বললেন, আমি জিনা করেছি। তখন ইমাম রহ. ঠিক তা-ই করলেন, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহিলা সাহাবিয়ার সাথে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তুমি কি পাগল? কিন্তু সেই মহিলাটি অনবরত বলেই চলেছিল, আমি গুনাহ করেছি, আমি গুনাহ থেকে মুক্ত হতে চাই।

অতঃপর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. শরয়ি হদ অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ দেওয়ার অধিকার তার ছিল। কারণ তিনি ছিলেন সেই শহরের বিচারপতি। বস্তুত মহিলাটির অনড় অবস্থানের কারণেই তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর শহরের গভর্নরও তার বিরুদ্ধে চলে গেলেন। অথচ তিনি সবসময় তাকে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন।

এ সময় পার্শ্ববর্তী আহসা শহরের শাসক উয়াইনার গভর্নরের কাছে খবর পাঠাল, ওই মহিলাকে যে হত্যা করেছে, আপনি তাকে হত্যা করুন, নতুবা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা আপনাকে প্রতিবছর যে আর্থিক সাহায্য পাঠাই তা পাঠানো বন্ধ করে দেবো।

আহসা থেকে উয়াইনাতে প্রতি বছর আর্থিক সাহায্য পাঠানো হতো, উয়াইনার জনগণ সেই অর্থের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই তারা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-কে হত্যা করার জন্য চাপ দিতে লাগল। উয়াইনার গভর্নরেরও ক্ষমতাচ্যুতি এবং আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে একপর্যায়ে প্রাণ বাঁচাতে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব বাধ্য হলেন শহর ত্যাগ করতে।

গভর্নর ইমামকে বললেন, আহসার গভর্নর আপনাকে নিহত দেখতে চায়। কিন্তু আমি আপনাকে হত্যা করতে চাই না। আমি শুধু চাই আপনি এ শহর ছেড়ে চলে যান।

তিনি সম্মানের সাথেই ইমামকে এ কথা বলেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. তাকে বলেছিলেন, আল্লাহ আমার সাথে আছেন। আমি কোনো ভুল করিনি। আমি হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি। আর যদি আল্লাহ কাউকে ধ্বংস করতে চান তাহলে কোনোকিছুই তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

আহসার গভর্নরের চাপের কারণে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. আহসা শহর ছেড়ে কাছাকাছি আরেকটা শহরে নিজের ঘাঁটি গাড়লেন। এই শহরের গভর্নর ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ। বর্তমানের অযোগ্য অপদার্থ সৌদি শাসকদের পূর্বপুরুষ। মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ মুখলিস মানুষ ছিলেন বলেই মনে হয়। আমরা বাদশাহ ফাহাদ, আবদুল্লাহ, সালমান বা তাদের ভাইদের মতো কারও কথা বলছি না। তাদের চার-পাঁচ পুরুষ আগের কথা বলছি।

যাই হোক, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. শহরে ঢোকার পর ইবনে সাউদ তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ সেখানে গিয়ে একজনের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। ইবনে সউদের স্ত্রী যখন জানতে পারলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব শহরে এসেছেন এবং তিনি এও জানতেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ হকের ওপর আছেন, তখন তিনি তার স্বামীকে বললেন, অমুক বাড়িতে একজন লোক এসেছেন। আমাদের উচিত তাকে আশ্রয় দেওয়া, তাকে রক্ষা করা এবং তাকে মানুষকে ইলম শেখানোর সুযোগ করে দেওয়া, যাতে উম্মাহর পুনর্জাগরণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘটানো যায়।

মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ সেটাই করলেন। ফলে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব সুযোগ পেলেন স্বাধীনভাবে দাওয়াতি কাজ করার। এরপর বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এসে জড়ো হতে লাগল তার কাছ থেকে ইলম শেখার জন্য। তিনি আবারও ইলম শেখাতে শুরু করলেন। পাশাপাশি চলল মূর্তি আর কুব্বা ধ্বংস, শিরক-বিদআতের মুলোৎপাটন করার কাজ।

মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইমামকে বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরাই বিজয়ী হব, কিন্তু আমার ভয় হলো, আপনি হয়তো বিজয়ের পর আমাদেরকে ফেলে আবার অন্য কোনো শহরে চলে যাবেন। ইমাম মুহাম্মাদ বললেন, না, আমি ওয়াদা করছি, আমি এখানেই থাকব।

এটা ছিল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের স্থায়ী দাওয়াতের সূচনা, এখানে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি বেঁচে ছিলেন প্রায় ৯১ বছর। তার জন্ম ১১১৫ হিজরিতে এবং ইনতেকাল হয় ১২০৬ হিজরিতে। দীর্ঘকাল তিনি দাওয়াতি ময়দানে সময় কাটিয়েছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের দাওয়াতি বৈশিষ্ট্য

ইমাম রহ.-এর সমকালীন মুসলিম পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল অন্যায়-অনাচারে, আমরা ইতিমধ্যে তা জেনেছি। মুসলমানদের জন্য তাওহিদ এবং আকিদাই হলো ঈমানের মূলভিত্তি, কিন্তু তখন এটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অনেকাংশে হয়ে গিয়েছিলও বটে। ইমাম মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা যখনই নজদের ভূমিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন, তখনই তারা নজর দিলেন শিরকের মূলোৎপাটনের দিকে, যার ফলে তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো শিরকবিহীন শান্তি ও নিরাপত্তার আবাসে পরিণত হলো।

ইমাম রহ.-এর দাওয়াতের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যথাক্রমে—

প্রথমত, তাওহিদ এবং শিরকের ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করা। এ বিষয়টি তিনি সবসময় সামনে রাখতেন। প্রিয় পাঠক, দেখা যাক বাস্তবতা কী ছিল।

তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, প্রবৃত্তি বা খেয়ালখুশির অনুসরণ না করে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *কিতাবুত তাওহিদে*তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আহ্বান করেছেন। এটি তার অনন্য, অসাধারণ গ্রন্থ। সাধারণত, গ্রন্থ রচনার সময় লেখকরা প্রথমে একটি ভূমিকা লেখার চেষ্টা করে। কিন্তু *কিতাবুত তাওহিদে* কোনো ভূমিকা নেই।

গ্রন্থটি শুরু হয়েছে এ কথা দিয়ে, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

> আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।[৩৮]

ইমাম রহ. *কিতাবুত তাওহিদে* অধ্যায়ের পর অধ্যায়, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে কেবল কুরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে গেছেন। সাধারণ মানুষ যখন এই কিতাবটি দেখে, তখন তারা ভাবে, কিতাবটি কত সাদামাটা এবং ছোট। এই কিতাবের লেখক নিশ্চয় খুব বড় মাপের জ্ঞানী কেউ নন। কিন্তু এই কিতাবে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. নিজ থেকে কিছুই বলেননি। যদি কট্টরপন্থার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়, কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, তাহলে ইবনে তাইমিয়া বা ইবনে কাসির রহ.-কেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। ইমাম জাহাবিও বাদ পড়বেন না। কারণ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর আগে এই মহান ব্যক্তিবর্গও একই পথের পথিক ছিলেন। যারা শিরক ও বিদআতের বিপক্ষে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন। যদি তার কথা নিয়ে আপত্তি তোলা হয়, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ নিয়েও আপত্তি তুলতে হবে। কারণ তিনি কেবল কুরআন এবং সুন্নাহর কথাই বলেছেন, আর কিছুই নয়।

আল্লাহর কসম! তিনি নতুন কিছু তৈরি করেননি। কোনো আয়াত অথবা হাদিস উল্লেখ করার পর কোনো মন্তব্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তিনি সে বিষয়ে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি এমনই একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন, যিনি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করতেন। কুরআনের আয়াতের ব্যবহারিক প্রয়োগে তিনি যত্নবান ছিলেন। তিনি এতটা খ্যাতি ও সাফল্য অর্জনের কারণ হলো, তার অনুসৃত নীতি নতুন কিছু ছিল

---

৩৮. সুরা জারিয়াত : ৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

না। বরং বহু আগে থেকেই সালাফগণ তা প্রচার করে গেছেন।

সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গেলে কেউ যদি স্রোতের অনুকূলে যেতে থাকে তবে তার জন্য সাঁতার কাটা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, কিন্তু যখন স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটার চেষ্টা করা হবে তখন শক্তির প্রয়োজন হবে। আকিদার ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ছিলেন এমনই প্রতিকূল এক অবস্থানে।

সে সময় তার বিপক্ষে শিরক, সুফিবাদ ও বিদআতের ধ্বজাধারীরাসহ নানা ভ্রান্ত গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। সকলেই উঠেপড়ে লেগেছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকে ইমামের সময় পর্যন্ত কখনো মুসলিম সমাজ এতটা জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়নি। তাই ইমামকে সাঁতরাতে হয়েছিল প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে। এই প্রচেষ্টাই তাকে পূর্ববর্তী অনেক আলেমের চেয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন আড়াইশ বছর আগে। কিন্তু তিনি আজও আলোচিত, বহুলভাবে সমাদৃত। মানুষ সাধারণত মৃত্যুর পর বেশিদিন আলোচিত হয় না। কিন্তু তার মতো মহানায়কেরা মৃত্যুর এতদিন পরও সমানভাবে আলোচিত হন। তার নামে যতই গিবত আর অপবাদ রটানো হচ্ছে সেসবের কারণে কবরে শুয়ে থেকেও তিনি সওয়াব পাচ্ছেন।

ইমাম রহ. প্রথমত ইলম শেখানোর কাজ শুরু করেছিলেন। এ ধারায় অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার কিতাবগুলো খুবই সাধারণ কিতাব। যেমন 'আল-উসুলুস সালাসা' (তিন মূলনীতি) একটি বাহুল্যবিবর্জিত কিতাব। এই কিতাবটি আকিদা নিয়ে লেখা। আর আকিদা হলো সহজ-সাবলীল বিষয়। তিনি মুসলিম উম্মাহকে দেখিয়েছিলেন আকিদা আর তাওহিদ কত সহজ-সরল এবং সাদামাটা। আকিদা হচ্ছে, আমাদের শরীরের অবকাঠামো বা কঙ্কালের মতো। অবকাঠামো যদি ভালো থাকে তবে মানুষ ভালো থাকে। যদি কাঠামো ভঙ্গুর হয় তাহলে মানুষও ভালো থাকে না। এই বিষয়টা অনেকটা বাড়ির পিলারের মতো। যদি পিলার মজবুত হয় তাহলে বাড়ি হবে মজবুত। আর যদি পিলার নড়বড়ে হয় তবে বাড়ি যেকোনো দিন ভেঙে পড়তে পারে। ইমাম রহ.-এর মূল শিক্ষাই ছিল এ বিষয়টি।

কুরআন-সুন্নাহর উদাহরণ দেওয়া যাক, মানুষের সহজাত নির্মল বুদ্ধিবৃত্তির সাথে কুরআন-সুন্নাহ সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু যখন মানুষের বিবেক এবং চিন্তাচেতনা পাপাচারী মানুষ ও দূষিত চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সমস্যা দেখা দেয়। বর্তমানে একটি ফিকহি ইস্যু এবং একটি আকিদার বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যায়, প্রত্যেকেরই উক্ত বিষয়ে ভিন্ন মতামত আছে। তো যখনই কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিজেদের চিন্তার সাথে কোনো সাংঘর্ষিকতা খুঁজে পাই, তাহলে বুঝে নিতে হবে এটি আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, ওটা কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা নয়।

দ্বিতীয়ত, ইমাম রহ.-এর দাওয়াতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, কোনো নির্দিষ্ট দলকে উদ্দেশ্য না করে সর্বজনীনভাবে দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়া। সব বয়সের সব মানুষকে তিনি দাওয়াতের গণ্ডিভুক্ত করতেন। যেমন যুবক আর বৃদ্ধের মনমানসিকতা একই নয়। কুরআনে মুসা আ.-এর ব্যাপারে বর্ণনা করার সময় বলা হয়েছে,

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ.

(ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে, এই ভয়ে) মুসার সম্প্রদায়ের একদল ব্যতীত আর কেউ তার প্রতি ঈমান আনেনি।[৩৯]

ইবনে কাসির রহ.-এর মতে, এই দলটি ছিল যুবকদের দল। মুসা আ. কি তার সময়ের সব বয়সের লোকদের দাওয়াত দিয়েছিলেন? অবশ্যই। কিন্তু সাড়া দিয়েছিল শুধু যুবকরা। সব নবীর যুগে এমনটাই হয়েছে। এটা সত্য যে, অনেক বয়স্ক লোক তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে পেরেছেন, কিন্তু এটা যুবকদের চেয়ে তুলনামূলক কঠিন। অন্যদিকে যুবকরা তাদের মনে উদিত হওয়া বিভিন্ন সংশয় আর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ায়। ফলে তারা এভাবেই সঠিক পথ চিনে নেয়।

সুরা কাহফে বর্ণিত গুহাবাসীর ঘটনার প্রধান চরিত্র যুবকরাই ছিল, যেখানে আল্লাহ তাদের জন্য সূর্যের পথ পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পটভূমি হাজার বছর আগের। কোনো এক উৎসবের দিনে সেখানকার লোকেরা মূর্তিপূজা করত। সেই যুবকরা এটার বিরোধিতা করল এবং বলল, আমরা মূর্তিপূজার মতো জঘন্য কাজ করতে পারি না। তখন তাদের শাসক তাদেরকে বাধ্য করলেও তারা মাথানত না করে পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নেয়। আল্লাহ তার কিতাবে এভাবেই এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাদের

৩৯. সুরা ইউনুস : ৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এমনকি তাদের কুকুরটির কথাও আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

আসহাবুল উখদুদের সেই কিশোর বালকের কথা স্মরণ করুন, যে ঈসা আ.-এর পর এবং আমাদের নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে পৃথিবীতে এসেছিল। বালকটি নিজের ঈমান বাঁচাতে গোটা বিশ্বের বিপরীতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সুরা বুরুজে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ.

ধ্বংস হয়েছে গর্তবাসীরা।[৪০]

এই বালককে হত্যার পর রাজা পরিখা খনন করে একত্ববাদী প্রতিটি মুমিনকে হত্যা করেছিল। রাজা বালকটিকে বলেছিল, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই। সেই বালকটি ছিল তাওহিদের প্রতি ঈমান রাখায় অত্যন্ত কঠোর। মূল ঘটনা দীর্ঘ। প্রথমবার পাহাড় থেকে ফেলে মারতে চেয়েছিল। পারেনি। দ্বিতীয়বার তারা তাকে জাহাজে করে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে গেল। তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারতে চাইল। কিন্তু এবারও অন্যরা মারা গেল আর অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলো বালকটি। এরপর বালকটি রাজাকে উদ্দেশ করে বলল, তোমরা কখনোই আমাকে হত্যা করতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তোমাদেরকে আমাকে হত্যা করার উপায় বলে দেবো। আর আমাকে হত্যা করার উপায় হলো, সমস্ত লোকজনকে এক জায়গায় সমবেত করো, তারপর 'এই বালকের রবের নামে' বলে আমার দুচোখের মাঝ বরাবর তির নিক্ষেপ করো। আর তাই করা হলো। এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখার পর উপস্থিত সবাই বলে উঠল, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' মাত্র ১৩ বছর বয়সী একজন বালকের মাঝে আল্লাহ দৃঢ় তাওহিদ রেখেছিলেন। এই ছিল সেই সময়, যখন আল্লাহ একটি কোলের শিশুকেও কথা বলার শক্তি দান করেছিলেন। উখদুদের বালককে হত্যার পর যখন রাজা মুমিনদেরকে আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারছিল তখন এক মা ও তার শিশুও ছিল। শিশুটি যখন দেখল তার মা আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছে, তখন দুধের শিশু বলে উঠল, মা, আপনি ঝাঁপ দিন, কারণ আপনি তো সত্যের ওপরে আছেন।

---

৪০. সুরা বুরুজ : ৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শিশুটির কথা শুনে তার মা আগুনে ঝাঁপ দেয়। আল্লাহ তাআলা এই ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। একজন বালক পুরো উম্মাহর মাঝে ঈমান জাগ্রত করেছিল।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেককে তার মতো করে দাওয়াত দিয়েছিলেন। যার যেরকম ধারণক্ষমতা, বোঝার ক্ষমতা, তা অনুযায়ী তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরতেন। ইমাম রহ. অত্যন্ত বিনয়ী, সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন।

আফসোস! তার বংশধরেরা বা তার অনুসরণের দাবিদাররা যদি তাকে সত্যই অনুসরণ করত! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা স্রেফ বিশুদ্ধ আকিদা শেখাই যথেষ্ট মনে করে। এদিকে তারা তাদের পিতামাতাকে অসম্মান করে। নিজ এলাকায় তারা ঘৃণিত। আসলে এভাবে দাওয়াত হয় না। তাই আমাদেরকে হিকমতের সাথে দাওয়াত দিতে হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. একবার তার সময়কার আশআরি শায়খদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজনের সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি বসবাস করতেন আহসাতে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যখন তার কাছে গেলেন তখন সেই শায়খের কাছে থাকা *সহিহ বুখারির* প্রথম খণ্ড খুললেন এবং সেখানে তার লেখা একটি অসাধারণ উক্তি দেখতে পেলেন। এ উক্তিটি পড়ার পর ইমাম মুহাম্মাদ অনুধাবন করলেন, এই শায়খ গভীরভাবে হকের প্রতি ভালোবাসা রাখেন। পরে এই আশআরি শায়খ ইমাম মুহাম্মাদকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর দাওয়াতের যে বিষয়গুলো তার কাছে ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ভ্রান্ত মনে হয়েছিল, চিঠিতে তিনি সেগুলো তুলে ধরলেন। জবাবে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-ও একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। সেখানে তিনি কুরআন-সুন্নাহর দলিলের আলোকে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন। তিনি চিঠিটি লিখলেন সর্বোচ্চ আদবের সাথে। তিনি চিঠিতে এও লিখলেন, মহান আল্লাহর কসম! আমি প্রতি সালাতে, প্রতি সিজদায় আপনার জন্য দোয়া করি। কারণ আমি বুঝি, আপনি হককে ভালোবাসেন এবং হকের অনুসরণ করেন।

এই চিঠিতে যাকে উদ্দেশ করে তিনি এ কথাগুলো লিখলেন, তিনি ছিলেন একজন আশআরি এবং সে সময়কার আশআরিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন ব্যক্তি। এ ছাড়াও পুরো চিঠিজুড়ে তিনি আরও সুন্দর এবং হৃদয় বিগলিতকারী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শব্দ ব্যবহার করেন।

এমনই ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.। তিনি যুবকদের সাথে কথা বলতেন তাদের ভাষায়। মাঝবয়সী এবং বৃদ্ধদের সাথেও কথা বলতেন তাদের মতো করে। আমির এবং গোত্রপতিদের কাছে তিনি চিঠি পাঠাতেন। তার দাওয়াত থেকে বাদ পড়ত না ব্যবসায়ীরাও। সবার কাছে তিনি দাওয়াত দিতেন, চিঠি পাঠাতেন। সে সময় উল্লেখযোগ্য এমন কেউ ছিল না যাকে তিনি দাওয়াত দেননি। এটি ছিল তার দাওয়াতি কাজের সফলতার অন্যতম নেপথ্য কারণ।

তৃতীয়ত, তার দাওয়াতি সফলতার আরেকটি কারণ হলো, তার দাওয়াতে গোপনীয়তা বা লুকোচুরির কোনোকিছু ছিল না। স্বভাবতই মুসলমান হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী। এ ক্ষেত্রে মুসলমানের মাঝে কোনো লুকোচুরি নেই। আমাদের লুকানোর কিছু নেই। আমরা সেই সমস্ত দলবাজ ও পোপের মতো না, যারা শুধু জনতাকে তখনই বিশ্বাস করে ও নিজেদের কিতাব পড়ার অনুমতি দেয়, যখন জনতা তাদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়। এটা একধরনের গোমরাহি। আমাদের দাওয়াতের কোনোকিছু গোপন নয়।

পুরো বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের দাওয়াত উন্মুক্ত, প্রকাশ্য। আমরা প্রকাশ্যে যা বলি, গোপনে তার চেয়ে বেশি কিছু বলি না। যদি এফবিআই এবং সিআইএ আমাদের দাওয়াত তদন্ত করতে চায় তাহলে তাদেরকে স্বাগত। আমাদের গোপন করার মতো কিছুই নেই। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমাদের দাওয়াতের মাঝে মাদউ ব্যক্তিকে (অর্থাৎ, যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়) আগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে, তারপর তাকে বিশেষ কোনো কর্মনীতি বলে দেওয়া হবে। অতঃপর সে আমাদের দলভুক্ত হতে পারবে। কিংবা কোনো বিশেষ গোপনীয় কর্মসূচী থাকবে, কিংবা এ জাতীয় কিছু। এমন কোনোকিছুই নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. এমন কিছুই করেননি। কারণ আমাদের দাওয়াত পুরো বিশ্ববাসীর কাছে উন্মুক্ত। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর দাওয়াতি কাজের সফলতার পেছনে এটা ছিল অন্যতম কারণ।

চতুর্থত, তার দাওয়াতের সফলতার আরেকটি কারণ ছিল, গিবত না করার ব্যাপারে তার শক্ত অবস্থান। মানুষ তার কাছে এসে বিভিন্ন মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রশ্ন করত। এ ক্ষেত্রে যেসব লোক জীবিত এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত তাদের ব্যাপারে তিনি বলতেন, কিন্তু অতীতের লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি পারতপক্ষে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করতেন না। যেমন কখনো কখনো লোকেরা কোনো বেদুইনের ব্যাপারে, বা সুফিদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছু বলতে চাইতেন না। কারণ মৃত ব্যক্তিকে যদি তিনি আক্রমণ করতেন, গালিগালাজ করতেন তখন যারা মাজারপূজা করে তারা প্রথমেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। তারা আরও নবোদ্যমে কবরপূজা শুরু করবে। তাই তিনি দাওয়াত দিতেন হিকমতের সাথে। তিনি প্রথমে মানুষকে তাওহিদ এবং শিরকের ইলম শিখিয়ে দিতেন। যারা মৃত, তাদের ব্যাপারে তিনি কোনো কথা বলতেন না।

যে মারা গেছে তাকে নিয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই। এতে করে দাওয়াতি কাজের কোনো কল্যাণ হবে না। যদি কোনো নির্দিষ্ট ভ্রান্ত আকিদা বা বিচ্যুতির ব্যাপারে কথা বলতে হয়, তাহলে তা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু ব্যাক্তির ব্যাপারে কথা বলে লাভ নেই। বরং এটি দাওয়াতের কাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটা জনগণকে তাওহিদ শেখানোর পরিবর্তে বিতর্কের প্রতি উৎসাহী করে তোলে। তার চেয়ে মানুষকে তাওহিদ বোঝানোর জন্য সংশয়গুলো স্পষ্ট করাই অধিকতর উপযোগী।

তাই ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আলোচনা করতেন না। তবে জীবিত ব্যক্তিদের গোমরাহি এবং বিচ্যুতির ব্যাপারে তিনি কথা বলতেন। তাদের গোমরাহি খণ্ডন করতেন। তবে তার লিখিত কিতাবাদিতে এ জাতীয় কথা খুব কমই দেখা যায়। যখন তাকে সরাসরি এ ধরনের প্রশ্ন করা হতো, তখনও তিনি সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। এটা ছিল দাওয়াতের কাজে তার প্রজ্ঞা। এটি তাকে একজন সফল দায়ি ও মুজাদ্দিদে পরিণত করেছিল।

পঞ্চমত, তিনি জনতাকে আকিদার দাওয়াত দিতেন। কারণ আকিদা হলো অবকাঠামো। আর আকিদার প্রথম ধাপ হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। বাকি সবকিছুর অবস্থান এই কালিমার পরে। আমাদের সবার বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু যেদিন আমরা আমাদের রবের সামনে দাঁড়াবে, সেদিন যদি আমাদের আকিদায় ভ্রান্তি মিশ্রিত থাকে, তাহলে আমাদের অবস্থা চরম শোচনীয় হবে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. আকিদার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দাওয়াতের সময় আকিদার ক্ষেত্রেও কোন দিকগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সেটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছিলেন।

তিনি যা করতেন তা হলো, আকিদায় নতুন সংযোজিত বিষয়াবলি নিয়ে বেশি কথা বলতেন না। যেমন মিলাদ, কিয়াম ইত্যাদি। তিনি স্রেফ ওই বিষয়গুলোকে তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতেন যেগুলো আকিদার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তিনি প্রথমে ওই লোকদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতেন, যারা কবরপূজা করত। এ সময় তিনি অন্যদের কাছে যেতেন না।

একইভাবে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. পর্যায়ক্রমে আকিদার দাওয়াত দিতেন। যারা স্পষ্ট শিরকে লিপ্ত, প্রথমে তিনি তাদের কাছে যেতেন। যারা মূর্তিপূজা করত, কুব্বার ইবাদত করত, তিনি তাদের কাছে যেতেন। শিরকের ভয়াবহ পরিণামের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করতেন। কারণ কেউ যদি এরকম কাজে লিপ্ত থাকে, তার মুক্তির কোনো আশা নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে সরাসরি অংশীদার সাব্যস্ত করা ক্ষমার অযোগ্য। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করা শিরকে আকবর। তাই প্রথমে শিরক সম্পর্কে সতর্ক করে ইমাম রহ. অপেক্ষাকৃত ছোট বিচ্যুতি ও বিদআতগুলোর দিকে অগ্রসর হন।

বর্তমানে অনেকে আকিদার দাওয়াতের কথা বলে। তারা নিজেদেরকে আকিদার ধারকবাহক মনে করে। কিন্তু মহান আল্লাহর কসম! তারা আকিদার পা থেকে মাথা আলাদা করার যোগ্যতা রাখে না! দাওয়াতের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে বিশুদ্ধ আকিদার ইলম নিয়ে। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে মাথানত করে, তখন তাকে গিয়ে কি দাড়ি রাখার নসিহত দেওয়া যাবে?! এটা দাওয়াতের সাথে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। অথচ আজ আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি। কেউ মাজারপূজা করছে, কাবাঘর তাওয়াফের মতো মাজার প্রদক্ষিণ করছে, আর তাকে গিয়ে বলা হচ্ছে, তোমার তো জুব্বা টাখনুর নিচে চলে গিয়েছে!

বস্তুত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. আকিদার দাওয়াতের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছিলেন, যা ছিল তার সফলতার পেছনে অন্যতম কারণ।

ষষ্ঠত, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. চাইতেন, মানুষ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পূর্ণাঙ্গভাবে আকিদা অনুসরণ করুক। তিনি সম্পূর্ণভাবে আকিদার ইলম শেখাতেন। আকিদা বলতে শুধু এই নয় যে, মানুষ বসে বসে কেবল তাওহিদুল উলুহিয়্যা, রুবুবিয়্যা কিংবা আসমা ওয়াস-সিফাত শিখবে। অথচ কিছু লোক কেবল এটাই করে থাকে। কিন্তু ইমাম রহ. এমনভাবে তাওহিদের শিক্ষা দিতেন, যেন এমন মানুষ তৈরি হয়, যারা সারারাত আল্লাহর স্মরণে কেঁদে কাটিয়ে দেবে। তিনি মানুষকে এটারই শিক্ষা দিতেন। এ ছাড়াও তাওহিদুল উলুহিয়্যা, তাওহিদুর রুবুবিয়্যা, তাওহিদুল আসমা ওয়াস-সিফাত শেখানোর পাশাপাশি তিনি মানুষকে আদবও শেখাতেন। আদব এবং শিষ্টাচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহর কসম! কেউ যদি নিজেকে সঠিক আকিদার অনুসারী হওয়ার দাবি করার পর আচরণে তার প্রতিফলন না পাওয়া যায়, তাহলে নিজেকে নিজেই তার যাচাই করা উচিত যে, কোন আকিদা সে শিখছে! কেননা তার তো সঠিক আকিদাই নেই।

তো ইমাম রহ. মানুষকে প্রকৃত অর্থে আকিদার শিক্ষা দিতেন। তাওহিদুল উলুহিয়্যা, তাওহিদুর রুবুবিয়্যা, তাওহিদুল আসমা ওয়াস-সিফাত শেখানোর পাশাপাশি তিনি আদব, আখলাক, রাতের ইবাদত, মানুষের সাথে আচরণ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতেন। এ কারণেই তিনি সফল হয়েছিলেন এবং মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিলেন।

সপ্তমত, তিনি সুন্নাহর অনুসরণের ওপর জোর দিতেন। যখন মানুষ তার কাছে কোনো প্রশ্ন আনত, তিনি বলতেন, হাদিসে এ ব্যাপারে কী বলা আছে? যেকোনো বিষয়ে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর দলিল খোঁজার মনোভাব সৃষ্টি করেছিলেন। যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করতেন তা যাচাই-বাছাই করে দেখার শিক্ষা দিতেন। ফলে তিনি একটি সফল প্রজন্ম গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

তার দাওয়াতের আরেকটি দিক হলো, অল্পকথায় বিদআত খণ্ডন করা। আমরা সবাই জানি, মিলাদ বিদআত। কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে শত শত পুস্তক লিখে ফেলেছেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. বিদআত খণ্ডন করতেন মাত্র দুই লাইন দ্বারা। তিনি বলতেন, আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এটা করেছিলেন? করেননি। তাহলে আমরা কেন এটা করতে যাব? ব্যস, এতটুকুই ছিল তার খণ্ডন করা।

অর্ধ শাবানের রাতের ব্যাপারে তিনি দীর্ঘ বক্তব্য দেননি, লম্বা-চওড়া খণ্ডন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লেখেননি। কারণ উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. বলেছেন, বেশি কথা মানুষের চিন্তা ভুলিয়ে দেয়। যেমন কেউ যদি মিলাদ নিয়ে বিশাল একটি বই লিখে ফেলে, দেখা যাবে যাদের জন্য বই লেখা হয়েছে, বই পড়ে তারা আরও বেশি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাবে। বিশেষ করে যদি তারা অজ্ঞ হয়ে থাকে। তাই বিশাল আলোচনার পরিবর্তে শুধু দুটি লাইনই যথেষ্ট।

মধ্য শাবান যেভাবে পালন করা হয়, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব তা দুই লাইনে খণ্ডন করেছেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তা করতেন? না, করতেন না। ব্যস। আর কোনো কথা নেই। এভাবে বিষয়টি সহজ এবং প্রাঞ্জল করেছেন। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং জনগণের বোধগম্য ভাষায় দাওয়াত দিতেন।

সম্পাদকের মন্তব্য

মূলত মধ্য শাবানের রাত্রি বা শবে বরাতের বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রান্তিকতার শিকার। একদল একে পরিপূর্ণরূপে অস্বীকার করতে চাচ্ছেন, শরিয়তের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং এ ব্যাপারে যত বর্ণনা আছে, সবকিছুকে জাল, জয়িফ বলার চেষ্টা করছেন; অপরদল এ রাতের ওপর অতিরিক্ত রং চড়িয়ে শরিয়তের সীমালঙ্ঘন করছেন, একে শবে কদর থেকেও অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ফেলছেন। কিন্তু এ উভয় দিকই ভুল। বস্তুত শরিয়ত আমাদেরকে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি উভয়টিই পরিহারের শিক্ষা দেয়। এ ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ কথা এটিই যে, সহিহ হাদিসের আলোকেই শবে বরাতের অস্তিত্ব স্বীকৃত, এবং শরিয়ত-অসমর্থিত কাজ পরিহার করে এ রাতের ইবাদতের বিশেষ ফজিলতও রয়েছে। উম্মাহর উলামায়ে কেরাম এ কথার ওপরই স্থির হয়েছেন। দেখুন, 'উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শবে বরাত', *মাসিক আলকাউসার*, সংখ্যা : মে-জুন, ২০১৮; অনলাইন লিংক : https://www.alkawsar.com/bn/article/2188। (সম্পাদক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. তার জীবদ্দশায় কিছু নির্দিষ্ট মানুষের আকিদা ও কর্মকাণ্ডের খণ্ডনও করেছেন। তবে এটি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই হয়েছে, যারা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভ্রান্ত এবং যাদের ভ্রান্তি উম্মাহর জন্য বিপজ্জনক। কারও মধ্যে দুই-তিনটি ভুল থাকলে তিনি তার খণ্ডন করতেন না। তার কিতাবাদির মধ্যে খণ্ডনজাতীয় লেখা খুব কমই পাওয়া যায়।

এমনই ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.। এই সাতটি বিষয়ই ছিল তার দাওয়াতের সফলতার পেছনে মূল কারণ। এগুলো মনে রাখলে আমরাও সফল হব ইনশাআল্লাহ।

কিছু আলেম আছেন, যারা বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব গভীর ইলমের অধিকারী ছিলেন না, জাহেল ছিলেন। তাদের এ ধরনের মন্তব্যের কারণ হলো, ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কিতাবগুলো খুব সাদামাটা। নতুন কোনো কথা নেই। তার সবচেয়ে বিখ্যাত একটি কিতাব হলো *কিতাবুত তাওহিদ*। *কিতাবুত তাওহিদে* কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী আলেমদের অল্প কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বিশেষভাবে যেসব আলেমের অনুসরণ করতেন তাদের মধ্যে আছেন ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, জাহাবি, ইবনে কাসির এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.। অধিকাংশ সময় তিনি এই আলেমদের উদ্ধৃতি দিতেন। তার বইয়ে তার নিজের বক্তব্য খুব কমই আছে।

সুতরাং, যদি আসলেই তাকে ঘৃণা করতে হয় তবে তার আগের অনেক লোককে ঘৃণা করতে হবে। কারণ তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছুই আনেননি। পূর্ববর্তীরা যা বলে গেছেন তিনি সেটাই সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন কেবল। তিনি সহজভাবে উপস্থাপন করার কারণ হলো, সবারই আকিদা সম্পর্কে ইলম থাকা দরকার। কৃষক থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার, ডাস্টবিন পরিষ্কারকারী ব্যক্তি থেকে শুরু করে ডাক্তার, সবার জন্য আকিদার ইলম জরুরি। তাই তিনি সহজ ভাষায় আকিদাকে উপস্থাপন করেছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের ব্যাপারে যত অভিযোগ

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর মৃত্যুর পরেও তার বরকতময় দাওয়াতের ধারা জারি থাকে। বাড়তে থাকে তার অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূমির আয়তন। একসময় মক্কা-মদিনা পরিণত হয় নজদি দাওয়াতের দুর্গে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের ব্যাপারে একটি অভিযোগ প্রায়ই তোলা হয়। বিশেষ করে ওই দলের লোকেরা প্রশ্নটি উত্থাপন করে, যারা খেলাফতের প্রতি দাওয়াতের দাবি করে। কিন্তু বাস্তবে তাদের সাথে খেলাফতের দাওয়াতের তফাত আকাশ আর পাতাল। তারা বলে, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এটি ডাহা মিথ্যা কথা।

তাদের অভিযোগের উত্তর নিম্নরূপ—

প্রথমত, এ ধরনের লোকদের তাদের নিজেদের বই দিয়েই জবাব দেওয়া যায়। তারা তাদের বইয়ে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির প্রশংসা করে। কিন্তু একটুও ভাবে না যে, আব্বাসি খেলাফতের সময়কালে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কী করেছিলেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। কিন্তু তিনি আব্বাসীয়দের বিভিন্ন এলাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। সুলতান নিজেও আব্বাসি খলিফার কাছে গিয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি আব্বাসি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, আবার আব্বাসিরা তার কাছ থেকে যা চেয়েছিল, সেটাও তিনি করেননি। নুরুদ্দিন এবং সালাহুদ্দিন সুলতানদ্বয় খেলাফতের অনেক ভূমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন মুসলিম উম্মাহকে। কারণ সে সময় খেলাফত অত্যন্ত দুর্বল, মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল।

তো যারা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের সমালোচনা করে, তারাই আবার সালাহুদ্দিন আইয়ুবির এই কাজগুলোর প্রশংসা করে। তারা বলে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল!

অথচ পরিস্থিতি দুটোই একইরকম। সুলতান সালাহুদ্দিনের সময় যা ঘটেছিল, একইরকম ঘটনা ঘটেছিল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের সময়েও। উসমানি খেলাফত ছিল পতনের দ্বারপ্রান্তে এবং তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনেক শিরক-বিদআত। এ ছাড়া মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব যেখানে ছিলেন, সেই অঞ্চল উসমানি খেলাফতের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ওই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল ছিল এবং গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা কার্যকর ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, বরং তিনি তাই করেছেন যা সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. তার সময়ে করেছিলেন।

তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আরেকটি অপবাদ হলো, তিনি (চার মাজহাবের ইমাম) চার ইমামকে ঘৃণা করেন। এটাও জাহেলি কথা। এসব অভিযোগ শোনার পর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের ছাত্রদের কিছু বক্তব্য পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয়। তার ছেলে আবদুল্লাহকে একবার হজসংক্রান্ত একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। যে মাসআলার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সেটার প্রসঙ্গে সহিহ হাদিস আছে। কিন্তু চার মাজহাবের ইমাম এ মাসআলায় সহিহ হাদিসের বক্তব্যের বিপরীতে আলাদা অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, এই মাসআলায় চার মাজহাবের ইমামের অবস্থান একটি সহিহ হাদিসের বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন। তখন আবদুলাহ ইবনে মুহাম্মাদ বলেছিলেন, আমরা চার ইমামের অনুসরণ করি।

সম্পাদকের মন্তব্য

শাইখ জিবরিলের এই উপস্থাপনায় সাধারণ পাঠকদের মনে মাজহাবের ইমামগণের প্রতি কিছুটা ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে। বস্তুত ইমামগণকে এভাবে সহিহ হাদিসের বিপরীত মতপোষণকারী বলে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, তাদের মতামতের পেছনে আসবাবুল ইখতিলাফ বা মতানৈক্যের উৎসাবলির বিশাল এক প্রভাব রয়েছে। যেমন, একে তো সহিহ হাদিসের পরিচয় নিয়েই ইখতিলাফ আছে, তাই যেটা একজনের কাছে সহিহ, সেটা সবার কাছেই সহিহ হবে, এমন কোনো কথা নেই; অন্যদিকে সহিহ হাদিসের প্রয়োগ নিয়েও ইখতিলাফ হতে পারে, যেমন কারও কাছে একটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহিহ হাদিসের বিধান রহিত বলে প্রতীয়মান হতে পারে, আবার কারও কাছে একাধিক বক্তব্যের সহিহ হাদিস থাকতে পারে, বিধায় তাকে কোনো একটি হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হয়, কিংবা সবগুলো হাদিস সামনে রেখে সেগুলোর মাঝে সমন্বয়ের পথে হাঁটতে হয় ইত্যাদি। মূলত মুজতাহিদ ইমামগণ শুধু সহিহ হাদিস নয়, বরং শরিয়তের সর্বপ্রকার দলিল সামনে রেখে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন, তাই বাহ্যিকভাবে কখনো তাদেরকে সহিহ হাদিসের বিপরীত আমল করতে দেখলেও তাদের সর্বপ্রকার দলিলের তত্ত্বতালাশ ও বক্তব্য দেখার আগে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, তিনি সহিহ হাদিসের খেলাপ করেছেন। এ বিষয়ে শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা রচিত *আসারুল হাদিসিশ শারিফ* ও আসবাবুল ইখতিলাফ-সংক্রান্ত অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

জিবরিল সাহেবের উপস্থাপনার ফলে এখানে পাঠকের মনে আরেকটি সংঘর্ষ তৈরি হয় যে, যদি সহিহ হাদিস না-ই হবে, তবে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর পুত্র কেন হাদিসের পরিবর্তে ইমামদের অনুসরণ বা তাকলিদ করছেন! বস্তুত এর নিরাপদ উত্তর এটাই যে, তাকে সার্বিকভাবে শরয়ি দলিলসমূহ এদিকেই ইঙ্গিত করছিল যে, ইমামগণ আসলে সহিহ হাদিসের সাথে বৈপরীত্য বা বিরোধিতা করেননি, বরং তাদের কাছে সেই হাদিসের ভিন্ন ব্যাখ্যা ছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (সম্পাদক)

কিন্তু এ বিষয়ে সহিহ হাদিসের বক্তব্যের সাথে তাদের অবস্থান মিলছে না! তারপরেও... আবদুল্লাহ আরও বললেন, আমরা সালাফদের অনুসরণ করি। সাহাবা রা., তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন এবং চার ইমাম (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমাদ রহ.)-কে তাদের অনুসরণ করি। এটাই ছিল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের ছেলের বক্তব্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরেকবার খতমে কুরআনের পর দোয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো। কিছু কিছু আলেম একে বিদআত বলেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব বলেছিলেন, আমরা আমাদের চার ইমামের বিরোধিতা করতে পারি না। অথচ প্রচার করা হয় যে, তিনি চার ইমামকে ঘৃণা করেন! কত নিকৃষ্ট অপবাদ!

তাকে হাম্বলি বলা হতো, কারণ তিনি হাম্বলি মাজহাবের অনুসরণ করতেন। তবে তিনি অন্ধ অনুসরণকারী ছিলেন না। একটা গাধা যেভাবে সোজা লাইন ধরে এগিয়ে যায়, তিনি সেভাবে অন্ধ অনুসরণ করেননি। যেহেতু তিনি নিজেও মুজতাহিদ পর্যায়ের আলেম ছিলেন, তাই কখনো যদি নিজ মাজহাবের অবস্থানের বিপরীতে কোনো দলিল-প্রমাণ পেতেন অথবা যদি কোনো আলেম এমন কোনো প্রমাণ তার সামনে পেশ করতেন, তাহলে তিনি সেটাকেই গ্রহণ করে নিতেন।

সম্পাদকের মন্তব্য

উল্লেখ্য, এ কথা কোনো সাধারণ মুকাল্লিদের জন্য অনুসরণীয় নয়। কারণ, দ্বীনি মাসায়েল ও ফিকহ নিয়ে ইজতিহাদের জন্য ইলম ও তত্ত্বের যেসব জরুরি উপাদান প্রয়োজন, সেসব ছাড়া কারও জন্য শরিয়ত নিয়ে গবেষণার অমূলক দাবি করা নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য চরম জুলুম ছাড়া কিছু নয়। অন্যদিকে মাজহাব ও ইমামদের অনুসরণকে কোনোমতেই গাধার ন্যায় অন্ধ অনুসরণের দাবি করা সংগত নয়। আমরা জানি, শত শত বছর যাবৎ প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সদস্যরাই ইমামগণের তাকলিদ করে আসছেন। তাই বিষয়টিকে এতটা হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মাজহাব ও তাকলিদ-বিষয়ক গ্রন্থাবলি দ্রষ্টব্য। (সম্পাদক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং চার ইমামকে ঘৃণা করার ব্যাপারে যেসব কথা তার ব্যাপারে বলা হয় সেসব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জঘন্য অপবাদ।

সময়ের পালাবদল

যেসব অঞ্চলের ওপর প্রথম থেকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর অনুসারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কালের পরিক্রমায় সেগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে। সাউদ পরিবারের প্রথম প্রজন্ম এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর সন্তানদের সময়কার কথা। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে তাদের বলতে গেলে কিছুই ছিল না। তারা প্রায় নিঃস্ব ছিলেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিভিন্ন রাজা-বাদশার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠান, তখন রোমান সাম্রাজ্যের বাদশা হিরাক্লিয়াস রোমে উপস্থিত আরব বণিকদের ডেকে পাঠান। সেখানে আবু সুফিয়ানও ছিলেন, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তখন হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ানকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, এই ব্যক্তির (আল্লাহর রাসুল) বংশের কেউ কি কখনো বাদশাহ ছিল?

এই প্রশ্ন করার কারণ হলো, যদি কারও বংশে কোনো শাসক বা নেতা থেকে থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া হতো যে, ওই ব্যক্তি হারানো কর্তৃত্ব ও রাজত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করছে।

তাই আমরা দেখি, ১৯ শতকের গোড়ার দিকে আবদুল আজিজ সাউদ দৃশ্যপটে আসে। তার ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল। সে তার দাদার আমলের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করল। এই লক্ষ্যে সে মুজাহিদদের নিয়ে এলো যারা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর অনুসারী। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের মুখলিস এবং মুত্তাকি উত্তরসূরিদেরকে কিং আবদুল আজিজ নিজ অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করল। সে ছিল চরম বিশ্বাসঘাতক। বাদশাহ আবদুল আজিজ এবং তার সন্তানরা সকলেই গাদ্দার।

আবদুল আজিজ এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশদের সাথে চুক্তি করার জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তার ছেলে ফয়সালকে (বাদশাহ ফায়সাল) লন্ডন পাঠায়। একদিকে ব্রিটিশদের সাথে চুক্তি করার জন্য আবদুল আজিজ নিজের ছেলেকে পাঠাচ্ছে, অন্যদিকে সে মুখলিস মুজাহিদগণকে জিহাদের নামে বোকা বানাচ্ছে। এই মুজাহিদগণ নিজেদের রক্ত ঢালছেন, কিন্তু তারা জানেন না আবদুল আজিজ তাদের ধোঁকা দিয়ে এরইমধ্যে ব্রিটিশদের সাথে চুক্তি করে ফেলেছে। এই গাদ্দারি সাউদ পরিবারের রক্তে রক্তে মেশা আছে। কাফেরদের গোলামি তাদের জন্য নতুন কিছু নয়। আগে থেকেই তারা তা করে আসছে।

পরবর্তী সময়ে এই মুখলিস মুজাহিদগণ বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন। যেসব ঘটনা তাদেরকে বাস্তবতা পরিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল, তার মধ্যে একটি ছিল লন্ডনে ফয়সালকে পাঠানো। আরেকটি ঘটনা ছিল, জাজিরাতুল আরবের কিছু বাতিল ফিরকার ব্যাপারে আবদুল আজিজের নরম অবস্থান। রাফেজি শিয়াসহ আরও কিছু ফিরকার ব্যাপারে মুজাহিদগণ আবদুল আজিজকে বললেন, আমরা তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবো, অথবা এই ভূখণ্ড থেকে তাদের বিতাড়িত করব।

কিন্তু আবদুল আজিজ তা করতে অস্বীকৃতি জানাল। মুজাহিদিনের রক্ত আর লাশের ওপর হেঁটে আবদুল আজিজ তার রাজ্য বিস্তার করতে লাগল। যে ভূখণ্ডকে আজ আমরা সৌদি নামে চিনি, সেটার দূরতম সীমান্ত পর্যন্ত মুজাহিদগণ যখন পৌঁছে গেলেন, তখন আবদুল আজিজ বলল, হয়েছে, এখন জিহাদ থামিয়ে দাও।

মুজাহিদগণ বললেন, না! আমরা এখন থামব না। আমরা যুদ্ধ করে যাব, যতক্ষণ না ইসলাম পুরো পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু আবদুল আজিজ বলল, ব্রিটিশরা আমাকে জানিয়েছে, এখানেই তোমাদের থামতে হবে। এই গাদ্দার আবদুল আজিজ মুজাহিদগণকে কুফফার ব্রিটিশের ভয় দেখাল।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের সত্যিকারের অনুসারী এ মুজাহিদিনের ইখলাস ছিল অতুলনীয়। তারা নিজেদের ভাগ্য দুই পথের কোনো এক পথে সঁপে দিলো। হয় বিজয়, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, অথবা শাহাদাতের মৃত্যু।

তাদেরকে ব্রিটিশদের ভয় দেখানো হলো। এই মুজাহিদিন ছিলেন সাধারণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বেদুইন। আধুনিক পৃথিবীর অনেককিছু সম্পর্কেই তারা জানতেন না। কিন্তু তাদের পরদাদা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ আকিদার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। মুজাহিদিনকে ভয় দেখানোর জন্য বলা হলো, ব্রিটিশদের বিমান আছে!

কিন্তু এই সাধারণ বেদুইনরা বিমান কী, সেটা জানতেন না। তারা প্রশ্ন করলেন, বিমান কী? বলা হলো, এটা আকাশে উড়ে বেড়ায়, অনেক অনেক উঁচুতে।

মুজাহিদিন আবার প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ কি এই বিমানগুলোর ওপরে নাকি নিচে? তখন আবদুল আজিজের বার্তাবাহকেরা বলতে বাধ্য হলো, অবশ্যই আল্লাহ এগুলোর ওপরে। তখন মুজাহিদিন জবাব দিলেন, তাহলে বিমান নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

তারা ছিলেন এমনই বেপরোয়া, অসীম সাহসী বীর মুজাহিদ। তাওয়াক্কুলসম্পন্ন এবং খালিস ঈমানের অধিকারী। তাদের মধ্যে এমন অকুতোভয় বিজয়ী মানসিকতা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর দাওয়াতের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল।

যাই হোক, মুজাহিদিন শেষ পর্যন্ত আবদুল আজিজের কথা শুনলেন না। তারা যুদ্ধ থামাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের প্রকৃত অনুসারীদের সাথে আবদুল আজিজের বাহিনীর এক তীব্র সংঘর্ষ হলো। পরে আবদুল আজিজের ছেলেরা এই মুজাহিদদের হত্যাও করেছিল। কেমন বিশ্বাসঘাতক!

অনেকেই বাদশাহ ফয়সালের ব্যাপারে তার একটি বিখ্যাত উক্তির কারণে সুধারণা পোষণ করেন। ফয়সাল মসজিদুল আকসায় নামাজ আদায়ের ব্যাপারে একটি কথা বলেছিল, যা বহুল প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে ছিল তার বাবার মতোই এক বিশ্বাসঘাতক এবং মিথ্যাবাদী। ফয়সালের মতো লোকেরা এসব সুন্দর কথার মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের বোকা বানায়। এই ফয়সাল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের বংশধরদের হত্যা করে। সে তাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কারণ সে এবং তার পরিবারের লোকেরা মনে করে, ইমাম মুহাম্মাদের উত্তরসূরিরা তাদের জন্য হুমকি।

প্রিয় পাঠক, মহান আল্লাহর কসম! জেনে রাখুন, এই পৃথিবীতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিজয় আনবে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর আদর্শিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উত্তরসূরিরাই। কারণ তিনি নতুন কিছু আনেননি। যা-কিছু তিনি বলেছেন তার সবই হয় কুরআন-সুন্নাহ থেকে নেওয়া, অথবা সালাফে সালেহিনের কাছ থেকে পাওয়া। এ কারণেই পশ্চিমা বিশ্ব তার কিতাবগুলোকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে।

তার রচিত *কিতাবুত তাওহিদ, কাশফুশ শুবুহাত, উসুলুস সালাসা,* এগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাব। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব এগুলোকে হুমকি মনে করে। কারণ এ বইগুলো এমন পুরুষ তৈরি করে, যারা কেবল আল্লাহকে সার্বভৌম মনে করে। যারা আল্লাহর কালেমাকে বাকি সবকিছুর ওপরে উড্ডীন করতে চায়।

এই কিতাবগুলো এমন লোক তৈরি করে না, যারা বলে, আমরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, কারণ তারা আমাদের জমি দখল করেছে। বরং এমন জাতীয়তাবাদী চেতনার বহু ঊর্ধ্বে থাকা লোকেরাই ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর অনুসারী। তাই তো তারা বলেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। কারণ তারা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রু। আমরা যুদ্ধ করি আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এটাই ইসলামের শিক্ষা এবং এটাই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর শিক্ষা।

বর্তমানে যদি ইমাম রহ. বেঁচে থাকতেন, তাহলে যারা তাকে সেই সময়ে সমর্থন করেছিল তাদের বংশধরকে তিনি আগে (অর্থাৎ, সাউদ পরিবারকে) দাওয়াত দিতেন। কারণ তারা ইসলামের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে।

আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কিতাবে আলাদা অধ্যায়ই আছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

হে ঈমানদাররা, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরেই একে অপরের মিত্র।[৪১]

৪১. সুরা মায়েদা : ৫১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো প্রকৃত মুমিন আল্লাহর শত্রুর পক্ষাবলম্বন করে না। এই আয়াত নিয়ে ইমাম রহ. আলোচনা করেছেন। তিনি বর্তমানে বেঁচে থাকলে বাস্তবে এই আয়াতের প্রয়োগ দেখতে চাইতেন। তার সময়ে কবরপূজা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ, বিভিন্ন শিরক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়িমের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। এমনইভাবে এখন আমাদের এমন একজন মানুষ প্রয়োজন, যে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর শিক্ষাকে তুলে ধরবে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করবে। বিশেষ করে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্য, কুফফার ও বাতিল ফিরকার প্রতি অবস্থান এবং মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসার ব্যাপারে তার শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করবে।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে (অর্থাৎ, এই লেকচারের কয়েক সপ্তাহ আগে) সৌদি বাদশাহ ইসমাইলি শিয়াদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। ইসমাইলি শিয়ারা একটা বাতিল ফিরকা। তারা কাফের। এমনকি শিয়ারাও তাদের কাফের মনে করে। সৌদিতে এই ইসমাইলিরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং একজনকে হত্যাও করে। এটা কয়েক মাস আগের ঘটনা। তারা ধরা পড়ে এবং বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এটা যখন অনুমোদনের জন্য বাদশাহর কাছে যায় তখন সে এই ইসমাইলি কাফেরদের শাস্তি কমিয়ে দেয়। মৃত্যুদণ্ড পরিবর্তন করে কাউকে পাঁচ বছর, কাউকে ১০ বছর করে সাজা দেয়। কাউকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ইসমাইলি কাফেরদের সাথে সৌদি বাদশাহর আচরণ দেখুন!

একই ঘটনা আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের অনুসারী কিছু ভাইয়ের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। অথচ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দোষ কেবল এটুকুই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসতেন এবং আল্লাহর শত্রুদের ঘৃণা করতেন। এই অপরাধে তাদেরকে জেলে নিক্ষেপ করা হয় এবং যুগের পর যুগ ধরে তারা জেলের অন্ধকারে বন্দী থাকেন। যুগ যুগ ধরে তাদের সুযোগ হয় না সূর্যের আলো দেখার।

কারণ সাউদ পরিবারের মাঝে ওয়ালা ও বারার নীতি নেই। তাদের কোনো আকিদা নেই। সাউদ পরিবার যে আকিদার ব্যাপারে মানুষের সামনে গর্ব করে, মানুষকে দেখিয়ে বেড়ায়, যে পথের অনুসরণের কথা বলে, সেই আকিদা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাদের নিজেদের মধ্যেই নেই। এ বিষয়টি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। অনেক মানুষ ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর এই বরকতময় দাওয়াতের বিরোধিতা করে কেবল সাউদ পরিবারের সংশ্লিষ্টতার কারণে।

প্রথম সাউদ, অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ইবনে সাউদের নিয়ত এবং কর্মকাণ্ডে দূষণীয় কিছু ছিল না। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু আবদুল আজিজের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাউদদের কাছ থেকে আমরা গাদ্দারি, দুর্নীতি, কলুষতা এবং গাইরুল্লাহর শাসন পরিচালনা ব্যতীত অন্যকিছু দেখিনি। ফলে মানুষ বর্তমানে সালাফি দাওয়াতের বিরোধিতা করে, যে দাওয়াতকে লোকে ওয়াহাবি দাওয়াত বলে থাকে। এর বড় একটি কারণ হলো এই সাউদ পরিবার। আল্লাহ তাআলা তাদের সুমতি দিন। তাদেরকে তাদের পূর্বসূরিদের পথে ফিরিয়ে নিন।

প্রিয় পাঠক, আজ আমরা এই পর্যন্তই এক মহান সংস্কারকের জীবনী আলোচনা করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার জীবনের বরকত দান করুন। তার পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফিক দান করুন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর মতো সংস্কারক আমাদের মাঝেও তৈরি করে দিন। আর ইমামকে আবৃত করে নিন রহমতের শুভ্র চাদরে। আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

সম্পাদকের মন্তব্য

প্রিয় পাঠক, প্রসঙ্গক্রমে সাধারণ ভাইবোনদের জন্য কিছু কথা বলে রাখা প্রয়োজনীয় মনে করছি। দেখুন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। তিনি তার সমাজে উপস্থিত দ্বীনবিরোধী কাজগুলোর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। তাই সামগ্রিকভাবে তিনি আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তি। শিরক, বিদআতের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা তাকে আদর্শ জ্ঞান করি। তবে তার মাহাত্ম্য স্বীকারের পর এ কথাও জেনে রাখা জরুরি, তার সংস্কারকার্যক্রমে কিছু বিষয় ছিল অতিরিক্ত কঠোরতা ও তাফাররুদাত বা একক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিচ্ছিন্ন মতামতের অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের নিকট অনুসরণীয় নয় এবং উলামায়ে কেরাম সেসব বিষয়ের বিরোধিতা করেছেন।

আবু জাহরা রহ.-এর ভাষ্য থেকে কিছু বিষয় তুলে ধরছি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর গ্রন্থাবলি পাঠ করে সেগুলো দ্বারা পরিপূর্ণ আচ্ছন্ন হন। তারপর তারা সেই শিক্ষাকে শুধু চিন্তায় সীমাবদ্ধ না রেখে এমন কঠোরতার সাথে বাস্তবেও প্রয়োগ করতে থাকেন যে, স্বয়ং ইবনে তাইমিয়াও এতটা কঠোরতা করেননি। বিষয় হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তারা অতিরিক্ত কঠিন পথে হাঁটেন। এমনকি তাদের সাধারণ সদস্যরা তামাকগ্রহণকারীকে মুশরিকের মতো মনে করতেন। এভাবে তারা কবিরা গুনাহগারকে কাফের সাব্যস্তকারী খারেজিদের সাদৃশ্যে পৌঁছে যান। তারা দাওয়াতের পাশাপাশি হাতে তলোয়ার তুলে নেন, বিদআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিশ্বাসে তারা বিরোধীদের বিপক্ষে তলোয়ার কোষমুক্ত করেন। সম্ভবত তাদের এই কঠোর দ্বীনি দৃষ্টিভঙ্গিই তাদেরকে উসমানিদের বিরুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা বিদআতের সংজ্ঞাকে টেনে আজব পর্যায়ের বিশালতা দান করেন, এমনকি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরিফের ওপর পর্দা দেওয়াকে তারা বিদআত আখ্যায়িত করেন। তাই সেখানে নতুন পর্দা লাগানো থেকে তারা বাধা দেন। বস্তুত তারা বিদআতের সংজ্ঞা খুব বেশি বড় করে ফেলেন, যার ফলে এমন এমন বিষয়কেও বিদআত বলতে শুরু করেন, ইবাদতের সাথে যেগুলোর মোটেও কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের উলামায়ে কেরামের মাঝে বিশেষ একটি সমস্যা হলো, তারা নিজেদের মতটিকেই একমাত্র সঠিক মনে করেন, যেখানে ভুলের কোনো সুযোগ নেই, পক্ষান্তরে অন্যদের মতটিকে নিশ্চিত ভুল মনে করেন, যেখানে সঠিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দেখুন, *তারিখুল*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মাজাহিবিল ইসলামিয়্যাহ, পরিচ্ছেদ : আল-ওয়াহহাবিয়্যাহ।

বস্তুত ব্যক্তির অনুসরণ দুই প্রকার। প্রথমত, সামগ্রিক অনুসরণ। যেমন আমরা আমাদের ভিন্ন মাজহাবের ইমাম ও সালাফে সালেহিনের সকল আলেমকেই আমাদের আদর্শ ও অনুসরণীয় মেনে থাকি, যদিও তাদের সকল মাসআলা ও বক্তব্যের অনুসরণ করি না। দ্বিতীয়ত, সার্বিক অনুসরণ। যেমনটি আমরা আমাদের মাজহাবের ইমাম আবু হানিফা রহ. ও মাতুরিদি আকিদার ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ.-এর ক্ষেত্রে করে থাকি। অতএব, আমাদের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. প্রথম নীতির আলোকে প্রাসঙ্গিক, তার মৌলিক চেতনা ও মধ্যমপন্থাযুক্ত শিক্ষা আমাদের জন্য উপহারস্বরূপ, তবে এর অর্থ কখনোই নিজেদেরকে সালাফি মানহাজে আত্তীকৃত করার পর্যায়ে নয়। আল্লাহ আমাদেরকে মধ্যমপন্থা বজায় রেখে চলার তওফিক দান করুন। (সম্পাদক)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ.

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের অধিপতি আল্লাহর জন্যই। যিনি সৃজন করেছেন সুউচ্চ আকাশ। অতঃপর তা সজ্জিত করেছেন সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির আলোকচ্ছটায়। অজস্র দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

আমাদের আজকের আলোচ্য ব্যক্তি হলেন মহান স্কলার মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ (১৩৩৩-১৪১৪ হি.)। তার ৮১ বছরের বরকতময় জীবনের ইতিবৃত্ত নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা। তাকে নিয়েই আমরা কথা বলব।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. ইরাকের মসুল শহরে শাম্মার গোত্রের উপগোত্র তায়ি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বসূরিরা প্রথমে ইরাকে ও পরে মসুল শহরে হিজরত করেছিলেন। মসুল আরব ও ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ একটি শহর। এই শহরের চারপাশে টাইগ্রিস নদী শহরটিকে ঘিরে রেখেছে। দৃষ্টিনন্দন এই শহরে আছে অসংখ্য উদ্যান, যা শহরের সৌন্দর্যবর্ধন করেছে।

এই শহরটি তার অধিবাসীদের বদান্যতা, পরিশ্রম, প্রাণখোলা আতিথেয়তা, উদ্যম ও নির্ভীকতা, এ ছাড়াও আরবের বিভিন্ন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরিচিত। এই শহরের অধিবাসীরা আরব বংশোদ্ভূত ছিল। বর্তমানেও ইরাকের অধিবাসীরা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত।

এই শহর কৌশলগত দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই খেলাফত পতনের পর মুসলিমবিশ্বের ঐক্যহীন সময়ে এই শহরের দখল নেওয়ার জন্য অনেকে যুদ্ধ করেছে। ব্রিটেন এবং তুর্কি উভয়েই এই শহরের কর্তৃত্ব চেয়েছিল। যদিও সবশেষে এটি ইরাকের পলিটিক্যাল ম্যাপের অধীনেই আসে, তার পূর্বে এটি ব্রিটিশ শাসকদের অধীনেই ছিল। যাই হোক, আজকের আলোচ্য শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ.-এর জন্ম এই শহরেই হয়েছিল।

তিনি এমন একটি সময়ে জন্ম নিয়েছেন এবং কর্মময় জীবন শুরু করেছিলেন, যে সময়ে আরব জাতীয়তাবাদ ও এথনোসেন্ট্রিজম ছড়ানো শুরু করে। সে সময় মুসলিমবিশ্ব বিভিন্ন উপনিবেশের অধীনে ছিল। সৌদি আরব ও ইয়েমেনসহ অল্পকিছু অঞ্চল ধর্মীয় ও ভৌগোলিক কারণে স্বাধীন ছিল। এর বাইরে অধিকাংশ মুসলিমবিশ্ব উপনিবেশের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় খেলাফতের পতন ঘটানো হয়। এর পেছনে প্রধান ইন্ধন জুগিয়েছিল মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক। সে সমগ্র তুর্কি জাতি ও উসমানি ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তি ছিল। মুস্তফা কামালই সালতানাত রহিত করার ১ বছর ৪ মাস পর খেলাফত ধ্বংস করল। এরপরেই মুসলিমরা অন্ধকার ও ভারী বর্ষণের রাতে রাখালবিহীন মেষপালের মতো হয়ে গিয়েছিল। যারই ইচ্ছে হচ্ছিল সেই মুসলিম দেশগুলো বিভক্ত করে দিচ্ছিল। সে সময় ইউনাইটেড ন্যাশনের মতো কোনো সংগঠন ছিল না, যদিও এসব সংগঠন কদাচিৎ সফল এবং তাদের মীমাংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুদের পক্ষেই হয়ে থাকে। এতৎসত্ত্বেও তারা বিদ্যমান থাকায় আমরা কমপক্ষে তাদের নিকট অভিযোগ জানাতে পারি। কিন্তু তৎকালীন সময়ে এমন কিছু ছিল না এবং মুসলিমবিশ্ব কষ্টকর সময় পার করছিল। এমন পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে আজকের আলোচ্য শাইখের জন্ম হয়েছিল, ১৩৩৩ হিজরিতে, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি এমন সময়ে জন্মেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন, যে সময়টি ছিল রাজনৈতিক গোলাযোগ ও চরম বিশৃঙ্খলার। আরবরা আরব জাতীয়তাবাদের নামে বিভক্ত হয়ে পড়ছিল।

আরব জাতীয়তাবাদ হলো আরবদের আরবীয় জাত্যভিমান। তারা বলে, হ্যাঁ, আমরা আরবরা একটি বিশাল সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ। এই কথাগুলো কেউ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথমবার শুনে হয়তো চিন্তা করবে, তারা ইসলামি সভ্যতার কথা বলছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তারা এখানে ইসলামপূর্ব জাহেলি সভ্যতার কথা বলছে।

ইসলাম আসার পূর্বে আরবদের কোনো পরিচিতিই ছিল না। তাদের সৌভাগ্য ছিল ইসলাম পাওয়া, কুরআনুল কারিম পাওয়া, হাশেম বংশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাওয়া। এর পূর্বে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল বটে, যেগুলোতে তারা অন্যান্য জাতিকে ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো সভ্যতা ছিল না, ছিল না নিজেদের কোনো রাষ্ট্র। তাদের কোনো সংস্কৃতি ছিল না, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় পরিচিত ছিল না। মানুষজন তাদের ঘৃণা করত, ছোট চোখে দেখত। এর প্রমাণ ইসলামি যুগের একটি ঘটনায় পাওয়া যায়।

রিবয়ি ইবনে আমের রা. যখন মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে দূত হিসেবে রুস্তমের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, রুস্তম তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এখানে কেন এসেছ? কে তুমি?

রিবয়ি ইবনে আমের রা. কীভাবে উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি কি এ কথা বলেছিলেন যে, আমরা আরব, একটা সভ্য জাতি। না, কারণ তিনি ভালোভাবেই জানতেন নিজের জাতি ও বংশ সম্পর্কে। তাই তিনি উত্তর দিলেন,

> إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلي سعة الدنيا والآخرة.

> আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, যেন আমরা বান্দাকে অপর বান্দার ইবাদত থেকে বের করে বিশ্বপ্রতিপালকের ইবাদতের দিকে নিয়ে আসি, যেন ধর্মগুলোর জুলুমবাজি থেকে মুক্ত করে ইসলামের শাশ্বত ন্যায়ের দিকে বের করে আনি, যেন দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে রেহাই দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে মুক্ত করে আনি।

হ্যাঁ, এটাই ছিল রিবয়ি ইবনে আমের রা.-এর উত্তর। কোনো দীর্ঘকালব্যাপী সভ্যতা নিয়ে ভাষণ নয়। কারণ তিনি জানতেন তাদের মূল্য, আরও জানতেন, তারা ইসলাম ছাড়া শূন্য। রুস্তমের প্রতি রিবয়ি ইবনে আমের রা.-এর এই বার্তার পুরোটাই ছিল ইসলাম। আরবগোষ্ঠী—যারা পারস্য ও রোমান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিল—ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা নিজেরাই তাদেরকে রাজা বলে ডাকত এবং তারা ছিল তাদের ভৃত্য। কিন্তু ইসলাম আসার পরে, আরবরা কদর পাওয়া শুরু করল এবং সাহসী হওয়া শুরু করল। তারা ইসলামের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে অন্য গোষ্ঠীগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা শুরু করল।

সত্যি বলতে, আরবদের ইসলাম ও কুরআনুল কারিম ছাড়া কিছুই নেই এবং ইসলাম ও কুরআনুল কারিম ছাড়া তারা মূল্যহীন।

সুতরাং, আরব জাতীয়তাবাদের কারণে একজন আরব শুধু আরব, সে খ্রিষ্টান হোক, দ্রুজ হোক, কমিউনিস্ট হোক, ইহুদি হোক, অথবা যাই হোক সে, তাদের কাছে অধিক গুরুত্বের বিষয় হলো সে আরব। ফলে আপনি যদি ইন্ডিয়ান মুসলিম হন, বা মালয়েশিয়ান মুসলিম, বা ওয়েস্টার্ন মুসলিম, তাহলে তারা আপনাকে একেবারেই কোনো মূল্য দেবে না। দেখুন, এটি কোনো কৌতুক না, এটিই সত্য, যেমন ব্যাপারটি তাদের কবিতায় ফুটে ওঠে এভাবে—

আমার প্রীতি তার জন্য নয় যে ভারতের মুসলমান,
সেই আমার ভালোবাসার পাত্র যে আরব খ্রিষ্টান।

তারা এমনটাই পরিষ্কার ও খোলাখুলিভাবে তাদের কবিতায় বলে। এটাই তাদের আরব জাতীয়তাবাদ, যা নিয়ে তারা অহংকার করে। অথচ তাদেরই ইসলামের বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা। যদি তারা এমনটা করতে পারত, তাহলে তারা ন্যায়সংগতভাবে দম্ভ করতে পারত। বলতে পারত, আরবরা সম্মানিত এবং ইসলামই তাদের ও ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে সম্মানিত করেছে। যদি তারা অসম্মানিত হয়, তাহলে পুরো মুসলিমজাতি অসম্মানিত হয়। আর এটি প্রমাণিত হয়েছে কয়েকবার। আরবরা মনে করে তারা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, হ্যাঁ, এমন চিন্তায় কোনো ক্ষতি নেই। তবে যদি কেউ দাবি করে, আরবদের ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো বার্তা আছে, তাহলে এটি তাদের জন্য একটি লজ্জাজনক বিষয়। আমরা আরব জাতীয়তাবাদীদের দেখেছি, শুরু-মধ্য-শেষ এবং আজকের ঘটনাগুলোকেও দেখছি। আমরা দেখেছি, তারা কোন বিষয়গুলো নিয়ে দম্ভ করে। দেখেছি তাদের ব্যবহার, তাদের লক্ষ্য, এই মহান ধর্ম (ইসলাম) নিয়ে তাদের ধ্যানধারণা। আর এটা বলাবাহুল্য, তারা একমাত্র ধর্ম ইসলাম থেকে অনেক ক্রোশ দূরে; শুধু তা-ই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

না, তারা ইসলামি সভ্যতা, এর প্রতি অঙ্গীকার ও ভালোবাসা থেকেও অনেক দূরে। এটি হলো চরম মাত্রার জাতীয়তাবাদ।

আরও এক ধরনের জাতীয়তাবাদ আছে, যা ইসলামের প্রতি সাংঘর্ষিক নয় বলে তারা দাবি করে। এবং ইসলামকে ভিন্ন কোনো মতাদর্শ হিসেবে দেখে না। তারা ইসলামকে নিজের ধর্ম হিসেবেই দেখে, তবে তারা বলে, এই ইসলামের স্থান হলো মসজিদে এবং বিশ্বাসীদের অন্তরে। রাজনীতিতে, দেশ পরিচালনায় কিংবা শাসনকার্যে ইসলামের কোনো ভূমিকা নেই। তারা এসব ধারণা নির্দ্বিধায় খোলামেলা প্রচার করে। সুতরাং, একটা হলো নাস্তিকতাপূর্ণ আরব জাতীয়তাবাদ, যা খ্রিষ্টানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এবং আরেকটা নাস্তিকতাবিহীন আরব জাতীয়তাবাদ, যদিও সত্যিকার অর্থে দ্বিতীয়টির সাথেও ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্ক খুবই দুর্বল।

বাথিস্ট ন্যাশনালিস্ট ও ন্যাসেরাইট ন্যাশনালিস্ট আরব জাতীয়তাবাদের প্রথম ধাক্কাতেই আক্রান্ত হলো। তারা ছিল ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাবপূর্ণ, তারা ইসলাম চাইতও না, পছন্দও করত না। তারা ইসলামের অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন রাখতে চায়নি। আর এমন মতাদর্শের পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম হলো, উসমানি শাসনের শেষদিকে এটি Union and Development Association দ্বারা পরিচালিত হতো, এবং সংগঠনটি বৈশ্বিক ম্যাসনিক আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। এটি মূলত ইহুদিদের একটি সংগঠন, যদিও তারা নিজেদের মানবপ্রেমিক রাজনৈতিক দল দাবি করত। তবে এটি খুবই পরিচিত একটি ইহুদি সংগঠন।

Union and Development Association মূলত উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেছে সুলতান আবদুল হামিদের পতনের পর থেকে। তারা তুর্কি জাতীয়তাবাদের আহ্বান করছিল। ঠিক যেমনটা হিটলার জার্মান জাতীয়তাবাদের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল; কিন্তু দিন শেষে সে কিছুই অর্জন করতে পারেনি। তুর্কিরাও এমনটাই করেছিল। তাই আরবগোষ্ঠীও এসব উদীয়মান জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজেরাও জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নিল। এভাবেই মুসলমানরা জাতীয়তাবাদের বিষে নীল হয়ে গিয়েছিল।

বার্বার জাতি বর্বরতার ডাক দিয়েছিল, মিশরবাসী ফেরাউনবাদের ডাক দিয়েছিল, ইরাকিরা ডাক দিয়েছিল আশুরিজমের, সিরিয়াবাসী ডাক দিয়েছিল ফিনিসিয়ানিজমের। এটাই ছিল বাস্তবিক অর্থে ইসলামি মূল্যবোধ ও রাষ্ট্রের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সমাপ্তি। যদি সব জাতি নিজের বংশসূত্রের স্বীকৃতি চাইতে থাকে এবং সব রাষ্ট্র যদি জাতীয়তাবাদের ডাক দিতে থাকে, তাহলে ইসলামি রাষ্ট্রের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকে না, আর হিজরি ক্যালেন্ডারে ষাট, সত্তর, আশির দশকে ঠিক এটিই হয়েছিল মুসলিমদের মধ্যে। পূর্ব-পশ্চিমের মুসলিমদের মাঝে ইসলামের যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল তা একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল। যখন মালয়বাসী এবং পারসিয়ানরা, তুর্কি এবং ব্ল্যাক আফ্রিকানরা দেখতে লাগল, আরবরা জাতীয়তাবাদের ডাক দিচ্ছে, তারাও নিজেদের বংশসূত্রের বিশেষত্ব খুঁজতে শুরু করল এবং সেগুলো গর্বের সাথে রক্ষা করার চেষ্টা করল। ফলে ইসলামি রাষ্ট্র এবং তাদের মধ্যকার ঐক্যে ফাটল ধরা শুরু করল। এই সুযোগে চতুর পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামি রাষ্ট্রগুলো নিজেদের আয়ত্তে নেওয়া শুরু করল, এবং তারা এটি করল হরেক ধরনের জাতীয়তাবাদের স্পৃহাকে সমর্থন জানানোর মাধ্যমে।

এমন ধারণা প্রচলনের পেছনে ছিল খ্রিষ্টানদের একটি দল এবং তাদের সাথে ছিল কিছু পথভ্রষ্ট মুসলিম আরব, যাদের কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না। মাইকেল আফলাক, জাকি আরসুজি, সাতি হুসসারি, তারা সকলেই ছিল সন্দেহপূর্ণ একটি দল, বলা যায়, তারা ছিল সন্দেহপূর্ণ খ্রিষ্টান। তারাই আরব জাতীয়তাবাদের ডাক দেওয়া শুরু করে। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব, মাইকেল আফলাক ও জাকি আরসুজি ছিল খ্রিষ্টান। সাতি হুসসারি ছিল নামে মাত্র মুসলিম। তার বাবা ছিল উসমানি সাম্রাজ্যে কর্মরত একজন কর্মচারী। সে তার ছেলেকে নিয়ে সিরিয়ার আলেপ্পো থেকে তুর্কিতে পাড়ি জমিয়েছিল। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সাতি হুসসারি আরবি বলায় দক্ষ ছিল না, ফলে প্রায়ই লোকজন বুঝতে পারত না যে, সে একজন আরব। অথচ এরাই আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটিয়েছিল, এর প্রচার ও পরিচর্যা করেছিল।

তাদের মধ্যে কিছু আবার চিন্তাবিদও ছিল, যারা তাদের পক্ষ হয়ে বিতর্ক করত। যেমন মাইকেল আফলাক। তাদের দলে হাতে-গোনা আরও কিছু আরব মুসলিম ছিল। যেমন তহা হুসাইন, আহমাদ লুতফি সাইয়িদ এবং এ ছাড়াও কয়েকজন সুপরিচিত চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সমালোচক। অনেকগুলো রাষ্ট্র এই আরব জাতীয়তাবাদকে সমর্থন জানিয়েছিল। যেমন মিশরের ন্যাসেরাইটরা অন্ধভাবে আরব জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেছিল এবং নিজেদের সাথে ইসলামের সব সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং ইসলামের অনুসারী, বীর, নেতা ও স্কলার সকলকেই লজ্জাজনক অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। জালেমরা তাদের বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী করে নির্যাতন করেছিল। বাথ পার্টি এসেও একই কাজ করল, তবে তাদের অত্যাচার ছিল আরও ভয়াবহ ও রক্তাক্ত। আরব জাতীয়তাবাদকে উঁচু করে তুলতে এই মতবাদের ওপরই রাষ্ট্র গড়ে ওঠা শুরু করল। এভাবেই তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ পরিষ্কার করে নিল এবং ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে নিতে শুরু করল। এটা সবারই জানা।

গত শতাব্দীর মাঝের দিকে ব্রিটিশদের বিখ্যাত কয়েকজন নেতা নিজেরাই ঘোষণা দিয়েছিল, তারা দৃঢ়ভাবে আরব জাতীয়তাবাদ সমর্থন করে; যাতে করে ইসলামের একটি কঠিন প্রতিপক্ষ তৈরি করা যায় এবং ইসলামকে মানুষের জীবনে ও অন্তরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া যায়। এটাই আরব জাতীয়তাবাদ। এটি ছিল একটি বিপজ্জনক মতাদর্শ, যা দিনের পর দিন ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমানেও কিছু মানুষ ওই মতাদর্শ ফিরিয়ে আনতে চাইছে। কিন্তু হিজরি '৮০-এর দশকে ইসলামি পুনর্জাগরণ ও '৯০-এর দশকে ইসলামি রেনেসাঁসের মাধ্যমে এটা সমাহিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদীরা মুখচোরা হয়ে পেছনে হটে পড়ল, ঠিক এভাবেই এত বছরের ফলাফলহীন কর্তৃত্বের পরে আল্লাহ তাদের অপমানিত করলেন। অন্যদিকে, ইসলামি রাষ্ট্র ইহুদি ও জালেমদের দখলদারত্বের শিকার হয়েছিল, যারা একে লুণ্ঠন ও বিনাশ করছিল। আর আমরা জাতীয়তাবাদের নামে যে যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছি তাতেই পরাজিত হয়েছি। যেমন ধরুন, '৬৮ হিজরিতে ('৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) ঘটিত যুদ্ধ ছিল একটি ন্যক্কারজনক পরাজয়, '৭৬ হিজরির ('৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) ত্রিদলীয় আক্রমণ ছিল আরও একটি অপমানজনক হার। আর আল্লাহর ইচ্ছায় যদি পশ্চিমা শক্তি ত্রিদলীয় আক্রমণের সাথে যুক্ত দেশগুলোয় হামলা না চালাত, তবে তারা আজকেও অস্তিত্বশীল হতো। সবচেয়ে বড় কুৎসিত ছিল '৮৭ হিজরিতে হওয়া যুদ্ধ, এবং এমন বিশাল পরাজয়ের জন্য একমাত্র দায়ী আরব জাতীয়তাবাদী ও বাথিস্টরা। আমরা এই অভিশপ্ত পতাকার অধীনে যে যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছি, তাতে আমরা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র হিসবে তুলে ধরা তো দূরের কথা, বরং ন্যক্কারজনকভাবে পরাজয় মেনে নিয়েছি। যখন মুসলিমরা এমন পরাজয়ের কারণ খুঁজতে লাগল, তারা আবিষ্কার করল, এর পেছনে একমাত্র দায়ী জঘন্য আরব জাতীয়তাবাদ। অতঃপর তারা আবারও ধীরে ধীরে ইসলামের পতাকাতলে আসা শুরু করল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রমজানেই আমাদের আংশিক বিজয় দান করলেন। রমজানের যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আসলে প্রমাণ করেছিলাম আমরা সত্যিকারের মুসলিম, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শরিয়ত মানা শুরু করলাম। আমরা ওই যুদ্ধে যথাযথ বিজয় লাভ করি, যা তৎকালীন পরিস্থিতির জন্য ইসলামের জন্য বিশাল জয়।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. এমন আরব জাতীয়তাবাদের কালো ছায়ায় বড় হয়ে উঠেছিলেন। বাথ পার্টি নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের আরব কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে কিছু কথা বলে রাখা দরকার। পরবর্তী দলটি অর্থাৎ বাথ পার্টি জাতীয়তাবাদকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল, কখনো একে সমর্থন করেছে, আবার কখনো এর বিরোধিতা করেছে।

কমিউনিজম ছিল ইরাকের জন্য একটি কালো অধ্যায়, যেটা শুরু হয়েছিল ১৩৭৯ হিজরি সনে (১৯৫৮ খ্রি.)। কারকুকে কী হয়েছিল সেটাও আমরা কখনো ভুলতে পারব না, যখন সেখানে কমিউনিস্টরা নির্দয়ভাবে পুরুষ, নারী, শিশু হত্যা করেছিল। তাদেরকে হত্যা করে পুরো রাস্তা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একজন ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের সামনে একটি শিকলের এক প্রান্ত তার পায়ে ও অন্য প্রান্ত একটি গাড়ির সাথে বেঁধে তাকে উপুড় করে ফেলে মুখকে রাস্তার সাথে ঘষে ঘষে পুরোটা রাস্তা টেনে নিয়ে যাওয়া হতো, যতক্ষণ না সে মারা যায়। এটাই ছিল হৃদয়হীন আরব কমিউনিস্টদের তৎকালীন বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের স্বরূপ, যার শিকার হয়েছিল গোটা ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন ছোটবেলা হতেই। তবুও তিনি ও তার সামসময়িক স্কলাররা এমন প্রতিকূল ও নিরাশাজনক পরিস্থিতিতেও নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সে সময় মুমিনদের মাঝে ইসলামের পুনর্জাগরণের কোনো আশাব্যঞ্জক লক্ষণ ছিল না, যা তাদেরকে ইসলামের প্রতি প্রবল অনুরাগী করে তুলবে। সকলেই একেবারে আশাহত হয়ে পড়েছিল, চারিদিক অন্ধকার মনে হতো, এবং ভরসার কোনো চিহ্ন কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। আর যখন আপনি এমন বিপর্যয়কর সময়ে নিজের গুরুদায়িত্ব পালন করতে থাকবেন, তখন আপনি একজন সত্যিকারের হিরো ও বীর হিসেবে আবির্ভূত হবেন। আজকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা সকলে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি এবং আশেপাশের পরিস্থিতি দেখেই বুঝতে পারছি, ইসলাম আবার ফিরে আসবে। আজকে আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি, মুসলিমরা শক্তিশালী হচ্ছে, পারিপার্শ্বিক সবকিছু নিয়ে জ্ঞান রাখছে, আর এই আলো মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমান সময় সত্যিকারভাবে ইসলামি পুনর্জাগরণের সময়, অথচ তখনকার সময়ে খুব অল্প কজনই ইসলাম এবং মুসলিমদের জন্য কাজ করত। কমিউনিস্ট, ন্যাসেরাইট এবং আরব জাতীয়তাবাদের ঝান্ডাই তখন আরবদের মনমানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করত।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. মসুলের এমন পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন ভীষণ ধার্মিক। তার বাবা তাকে মসজিদে নিয়ে যেতেন এবং ইলম তলব করতে, কুরআনুল কারিম হিফজ করতে, এবং আল্লাহভীরু হতে উৎসাহ দিতেন, এ ছাড়া মাদরাসায় পড়ার জন্য তাকে স্পৃহা জোগাতেন। তার মা-ও ছিলেন আল্লাহভীরু নারী।

মসুলে তাদের পারিবারিক পশমের ব্যবসা ছিল, যার কারণেই মূলত শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়াফের ডাকনামে 'সাওয়াফ' উপাধিটি রয়েছে, যার অর্থ পশম ব্যবসায়ী। তিনি বলতেন, তিনি শিশুকাল থেকেই মসজিদে যেতে ভালোবাসতেন, আর ওই সময়ে এই অভ্যাস ছিল খানিকটা বিস্ময়কর। শীতকালীন আবহাওয়ায় যখন বরফ পড়ত তখনও তিনি অজু করতেন। তিনি বলেন, অজুর সময় পানি কল থেকে বের হয়ে মাটিতে পড়ার আগেই বরফ হয়ে যেত। এতটাই ঠান্ডা ছিল পানি। এরপর আমি মসজিদে দৌড়ে যেতাম। আমি তখনও অল্প বয়সের।

খেয়াল করুন, যদিও তার জন্য নামাজ তখনও ফরজ ছিল না, তবুও তিনি মসজিদেই ফজরের নামাজ আদায় করতেন। শিশুকাল থেকেই তার হৃদয় মসজিদ এবং আলেমদের নৈকট্যের প্রতি মুখিয়ে ছিল। এটা অসাধারণ লাগে, যখন শিশুরা আলেমদের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে এবং আলেমদের কাছ থেকে হিকমত, জুহদ, তাকওয়া এবং ইবাদতগুজার হওয়া শেখে। মহান আল্লাহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ.-কে অনেকজন ধার্মিক ও গুণী শিক্ষকের নিকট জ্ঞান অর্জনের তাওফিক দিয়েছেন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক নেয়ামত। যদি উস্তাদরা পরহেজগার না হন, তাহলে তারা ছাত্রকে খারাপ দিকে প্রভাবিত করতে পারেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাওয়াফ রহ.-এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন শাইখ আমজাদ জাহাবি রহ., যিনি ছিলেন ইরাকে সব শাইখের প্রধান। তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু, সৎ, এবং তার ছিল ইসলামের প্রতি প্রবল ভালোবাসা ও উৎসাহ। মুহাম্মাদ সাওয়াফ ছিলেন শাইখের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের একজন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. একটি ধার্মিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন এবং ছোটবেলাতেই কুরআনুল কারিম হিফজ করেন। তিনি দ্বীনি ইলম শিখতেন সকালে এবং সেকুলার ধারার জ্ঞান নিতেন রাতে। এটিই ছিল গ্রাজুয়েশন অবধি তার দৈনন্দিন রুটিন। তিনি আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিতে মিশর ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এই ভ্রমণের জন্য তিনি যথেষ্ট সচ্ছল ছিলেন না। তিনি তার বইপুস্তক বিক্রি করে দিলেন। তিনি শাওকানির লেখা কুরআনের ব্যাখ্যা (*ফাতহুল কাদির*) বইটি এক দিনার এবং বাকিসব বই বিক্রি করে মাত্র সাত দিনার জমা করতে পারলেন। কিন্তু এই অর্থ মিশরে যাত্রা করার জন্য যথেষ্ট ছিল না, তাই তিনি বাধ্য হয়ে নিজের এলাকায় অবস্থান করলেন যতদিন না সঠিক সময় এলো। তিনি সারা ইরাক ঘুরে বেড়াতেন এবং ইরাকবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন আর তাদের উদ্দেশে বয়ান প্রদান করতেন। তিনি দাওয়াতের কাজে ছিলেন জনপ্রিয় এবং আবেগপ্রবণ। যখন তিনি কথা বলতেন মনে হতো তিনি কোনো ভাষণ দিচ্ছেন, তিনি উঁচু গলায় এতটাই আবেগপূর্ণ হয়ে কথা বলতেন যে, তার চেহারা লাল হয়ে যেত। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তার শব্দচয়ন ছিল যুবসম্প্রদায়কে লক্ষ করে, তাদেরকে তিনি ইসলামের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা দেখাতেন যখন সেখানে ইসলাম ফিরে আসার কোনো চিহ্নই ছিল না। ইরাকের বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় তিনি ঘুরে বেরাতেন এবং তরুণ-তরুণীদের নসিহত দেওয়াতে বিশেষ নজর দিতেন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. বিশেষ মনোযোগ দিতেন শ্রমিকদের ওপরও। তিনি মেয়েদের জন্য একটি, ছেলেদের জন্য একটি ও শ্রমিকদের জন্য একটি সেকশন (কক্ষ) নির্ধারণ করেন। আলি তানতাবি রহ. বাগদাদে চার বছর দরস দিয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেও দরস দিতেন। তিনি বলেন, আমি বাগদাদে এসে কোনো ধার্মিক ব্যক্তি খুঁজে পাইনি, হাতে-গোনা কজন আলেম ও শিক্ষক এবং একটি এসোসিয়েশন ছাড়া।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওই সময় ধার্মিক ব্যক্তি পাওয়া ছিল দুর্লভ। তিনি আরও বলেন, যখন আমি বাগদাদে যাই এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফের সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমি ১ হাজার সৎ ও আল্লাহভীরু তরুণ-তরুণী খুঁজে পাই, যারা রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আমার সাথে দেখা করার জন্য। তখন আমি নিশ্চিত হই, আল্লাহ নিজেই শাইখ সাওয়াফকে এক মহান লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করছেন।

এটাই ছিল শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ কেমন ছিলেন এবং তিনি ইরাকে কী অর্জন করতে পেরেছেন তার ওপর শাইখ আলি তানতাবি রহ.-এর মন্তব্য। সে সময় একজন ব্যবসায়ী ছিল, যার নাম জাহের সাবনজি। তিনি ১০ জন ছাত্রের জন্য মিশরে গিয়ে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার খরচ বহনের মহৎ উদ্যোগ নেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফকেও বাছাই করা হলো এবং তিনি মিশরে পড়ালেখা করার জন্য যাত্রা করার সুযোগ পান। শাইখ সাওয়াফ মিশরে গিয়ে আজহারের স্কলারদের প্রশংসায় প্রশংসিত হন। তিনি আজহার থেকে ডিগ্রি অর্জন করেন মাত্র তিন বছরে, তবে দুইবারে। তার কারণ ছিল, তিনি যে বছর মিশরে যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ঠিক তার পরের বছর, তাই তাকে ইরাকে ফিরে যেতে হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তিনি আবার পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে মিশরে ফিরে যান এবং তিন বছরেই ডিগ্রি শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারদের প্রশংসার পাত্র হন। তারা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফের মেধা ও প্রতিভা সম্পর্কে এতটাই উচ্চ প্রশংসা করেছেন যে, এই খবর ইরাকের রয়্যাল প্যালেসে পৌঁছে যায়। কমিউনিস্ট বিদ্রোহের পূর্বে ইরাক শাসিত হতো রাজা গাজি হাশেমির শাসনে।

মিশরে গিয়ে সাওয়াফ বড় বড় চিন্তাবিদ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের দেখা পান। তিনি হাসান আল-বান্না রহ.-এর সাথেও সাক্ষাতের সুযোগ পান এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতি বাইআত দেন। তিনি দেখা করেন মাহমুদ আব্বাস আক্কাদ এবং আহমাদ আমিনের সাথে। তিনি দেখা করেন সুন্নাহ হেল্পার এসোসিয়েশনের প্রধান শাইখ মুহাম্মাদ হামেদ ফিকির সাথে, এ ছাড়াও মিশরের গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ব্যক্তিবর্গের সাথে। তিনি নিজের কাজ ও পড়াশোনায় কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন, যা তাকে দাওয়াতের কাজ ও জ্ঞান অর্জনে সমন্বয় সাধনের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত বানিয়েছে। এর বাইরেও তিনি স্কলার, দায়ি ও চিন্তাবিদদের সাথে দেখা করার সময় বের করে নিতেন। তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কখনো পিছু হটেননি এবং এটাই হলো একজন আদর্শ স্কলারের বৈশিষ্ট্য।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. ইরাকে ফিরে আসেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর। ইরাকে এসে মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি শাখা গঠন করেন সেখানে, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'ইসলামিক ব্রাদারস'। তিনি বিভিন্ন এসোসিয়েশনে জয়েন করেন আর প্রতিটিতেই তিনি বিশাল অবদান রাখেন, ফলে ইরাকের যুবসম্প্রদায় জ্বলন্ত অগ্নিশিখা হয়ে ওঠে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং আল্লাহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ.-কে তার অশেষ প্রচেষ্টার জন্য স্বীয় রহমতে সিক্ত করুন।

ইরাক একটি সম্পূর্ণ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, যেমনটা ইরাক সম্পর্কে শাইখ তানতাবি রহ.-এর মন্তব্য থেকে বোঝা গিয়েছিল। তিনি ইরাক সম্পর্কে জানতেন। কারণ তিনি সেখানে প্রায় চার বছর দরস দেন। আল্লাহ তাদের দুজনের ওপরই রহম করুন এবং তাদের দুজনকেই উত্তম প্রতিদান দিন।

যে সময় শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. দ্বিতীয়বার মিশরে ফিরে যান, সে সময় ফিলিস্তিন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়াফ ছিলেন আমলি ও তাকওয়াবান একজন শাইখ। তিনি এহেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে চুপ থাকেননি। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি বড় আন্দোলনের আহ্বান করলেন। তিনি বিশাল একটি বিক্ষোভের ডাক দেন এবং প্রতিদিন সেখানে প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিতে থাকেন। প্রতিদিন রাস্তায় ৫ ঘণ্টার ভাষণ! চিন্তা করতে পারেন! শাইখের বক্তব্য প্রদানের ক্ষমতা ছিল একটি জন্মগত উপহার, যেটা মানুষের উদ্যমকে উদ্দীপিত করত এবং সকলকে আরও সোচ্চার করত। তিনি এবং শাইখ আলি তানতাবি রহ. উভয়েই ছিলেন এ ক্ষেত্রে এক। কারণ দুজনেরই ছিল আবেগঘন বক্তব্য দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা। শাইখ সাওয়াফের এমন উৎসাহ তিনটি দলকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যাদেরকে তিনি দামেশকে পাঠান এবং তাদেরকে কুর্দিদের থেকে অস্ত্রও ক্রয় করে দিয়েছিলেন।

'আরব লিগ' তিনটি দলের মধ্যে একটিকে ফিলিস্তিন যেতে বাধা দেয়। তখন আরব লিগ চলত ব্রিটিশদের কথায়, এবং এটা ছিল ব্রিটিশদের পদক্ষেপ, যা ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে চলত। আরব লিগ তৃতীয় দলটিকে রুখে দেয়, কিন্তু শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফের দক্ষ কূটনৈতিক আলোচনার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাধ্যমে তারা প্রথমে দামেশককে ও পরে ফিলিস্তিন যেতে সক্ষম হয়। তিনি নিজেও তৃতীয় দলটির সাথে যাত্রা করেন আল্লাহর পথে জিহাদ করতে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. সবসময় খুব কষ্ট নিয়ে ফিলিস্তিনবাসীর করুণ অবস্থা ব্যাখ্যা করতেন। তিনি ফিলিস্তিনে হওয়া বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন, আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছিল আরবদেরই দ্বারা। উস্তাদ সাওয়াফ এই সম্পর্কে কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন, যা তার আত্মজীবনীমূলক বইয়ে আছে।

ফিলিস্তিনিদের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে জানতে এই বইটি পড়া উচিত সকলের। তিনি বলেন, যদি ফিলিস্তিনিরা শুধু নিজেরাই জিহাদে অংশগ্রহণ করত, ইহুদিরা কখনোই ফিলিস্তিনে অবস্থান করতে পারত না। কিন্তু আরব আর্মি লজ্জাজনকভাবে হস্তক্ষেপ করল। সে সময়কার আরও তিনজন ব্যক্তি হাসান আল-বান্না, আরব লিগের প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল আবদুর রহমান আজজাম, এবং কিং আবদুল আজিজ, তাদের মতামত ছিল, তাদের অস্ত্র দাও ও যুদ্ধের মাঠে ছেড়ে দাও, যাতে করে তারা আরব আর্মির হস্তক্ষেপের কারণে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা এড়াতে পারে।

এটাই ছিল ওই তিনজনের শক্তিশালী মতামত, কিন্তু সবকিছু দ্রুত ঘটতে লাগল এবং ২০ হাজার দুর্বল আরব সৈন্য ১ লাখ ৮০ হাজার ইহুদির সাথে যুদ্ধ করতে যায়, যাদের ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে কোনো জ্ঞান ছিল না। ওদিকে ইহুদিরা ফিলিস্তিনের প্রতিটি ইঞ্চির সাথে পরিচিত ছিল, কারণ তাদের বেশিরভাগই ফিলিস্তিনে বড় হয়েছে। এমন নাজেহাল পরিস্থিতিতে ফলাফল হিসেবে মানহানিকর পরাজয় ছাড়া আর কী আশা করা যায়?! তার ওপর সেখানে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছিল বিশ্বাসঘাতকতা।

তবে শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়াফ এখানেই থেমে ছিলেন না, তিনি আমজাদ জাহাবির সাথে একত্র হয়ে 'সেভ প্যালেস্টাইন এসোসিয়েশন' গঠন করেন। কিন্তু এটা ছিল জটিল একটি সমস্যা। যে-সকল প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল তা ওই সময় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ছিল না। অন্যদিকে, ১৩৭৯ হিজরি সনে (১৯২৮ খ্রি.), একটি কমিউনিস্ট বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ইরাকে, যার নেতৃত্বে ছিল আবদুল করিম কাসেম। অসংখ্য সৎ ব্যক্তি, ধর্মীয় শিক্ষক, এবং সাধারণ ইরাকিকে হত্যা করা হয় এই বিদ্রোহে, অনেকগুলো মর্মান্তিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। সে সময় শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়াফ ইসলামিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্রাদারস নামে একটি ইসলামি পত্রিকা প্রচার শুরু করলেন। সেটিতে তিনি কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে তার লেখা প্রকাশ করেন। ফলে কমিউনিস্টরা শাইখকে কারাবন্দী করল। অথচ কারাবন্দী হওয়া ছিল তার জন্য নেয়ামতস্বরূপ। কেন? কারণ কমিউনিস্ট পক্ষের বিশাল জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। বলা হয়, এই মিছিলে প্রায় ১০ হাজার কমিউনিস্টের অংশগ্রহণ ছিল, যারা তাকে হত্যা করার জন্য তার পত্রিকা ছাপানোর প্রেসের দিকে যেতে থাকে। তারা চিৎকার করতে লাগল এই বলে যে, 'সাওয়াফের পতন চাই'; কিন্তু তারা তাকে খুঁজে পেল না। এরপর তারা দরজা ভেঙে সেখানে ঢুকে তার কুরআনের ওপর হাঁটতে লাগল এবং আরও কুৎসিত কাজকর্ম করতে লাগল। অনেকগুলো নারীও মিছিলটিতে অংশ নিল এবং চিৎকার করতে লাগল, 'কাল থেকে আর কাবিন নয়।' তারা আর কাবিন চায় না। আরও বলতে লাগল, 'আমরা কাজিকে নদীতে ছুড়ে ফেলব।'

পুরো মিছিলে ইসলাম ও এর নিয়মনীতিকে অপমান করা হলো। এটা ছিল মহিলাদের মিছিলের অংশ। ছেলেদের অংশটি ছিল আরও কুখ্যাত। কারণ তারা কুরআনুল কারিমকে অপমানিত করেছিল এবং হত্যা করেছিল অগণিত স্কলারকে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফকে কারাগারে রাখার মাধ্যমে রক্ষা করলেন।

কিন্তু গুজব ছড়িয়ে যায় যে, শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়াফ নিহত হয়েছেন। শাইখ সাওয়াফের মৃত্যুর গুজব সারা ইসলামি বিশ্বে প্রচার হতে থাকে এবং আলি তানতাবি রহ. দামেশকে রেডিয়োতে এই গুজব শুনতে পেয়ে কাঁদতে শুরু করেন, তার সাথে কাঁদতে থাকেন এসসাল আত্তারও। তারা দামেশক, আলেপ্পো ও মক্কায় শাইখ সাওয়াফের জন্য গায়েবানা জানাজার নামাজ আদায় করেন, এবং এসব হচ্ছিল যখন শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়াফ কারাগারে জীবিত ও সুস্থ। এটা ছিল ভয়ংকর একটা পরিস্থিতি, কিন্তু আল্লাহ তাকে এই পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তার পরিবার এসেছিল মসুল থেকে তার লাশ নিয়ে যেতে, এবং কুয়েত থেকে একটি দল পাঠানো হয় তার মৃত্যুর তদন্ত করতে। যাই হোক, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ আমাদের শাইখকে রক্ষা করেছেন।

তিনি পাঁচ মাস পর জেল থেকে মুক্তি পান এবং তার ভক্তরা তাকে ইরাক ছাড়ার পরামর্শ দেয়, যেহেতু বিদ্যমান কর্তৃত্ব ছিল কমিউনিস্টদের হাতে। ইসলামি দাওয়াতের জন্য সময়টা ছিল বেশ কঠিন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একদিন স্বপ্নে তিনি একটি রাস্তা দেখতে পেলেন, যা দিয়ে লুকিয়ে ইউফ্রেটিস নদী হয়ে সিরিয়া যাওয়া যায়। সকালে ঘুম ভাঙলে তিনি তার স্ত্রী উম্মে মুজাহিদকে স্বপ্নটির কথা জানান এবং শাইখ তার স্ত্রী থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। তার স্ত্রী অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকে বিদায় দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করতে লাগলেন। উস্তাদ একটি গ্রাম্য কাপড় পরিধান করে ইরাক হতে যাত্রা শুরু করেন। পরে আবার তিনি পশম ব্যবসায়ীর পোশাক পরিধান করেন এবং সতর্কতার সাথে রোডের চেকপয়েন্টগুলো পার হন। তিনি স্বপ্নে যে পথ দেখেছিলেন ঠিক একই পথে তিনি ইউফ্রেটিস হয়ে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন। সিরিয়াতে ১৩৭৯ হিজরি সনে লন্ডন রেডিয়ো তার আগমনসংবাদ প্রচার করল।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. পরবর্তী সময়ে মদিনায় হিজরত করেন আর সেখানেই জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সেখানে কয়েক মাস একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং পরে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। মক্কায় তিনি কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটির একটি শাখায় ইসলামি আইন বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন এবং তিনি ইসলামিক স্কুলের কারিকুলাম তৈরিতে অসামান্য অবদান রাখেন। এরপরে কিং ফয়সাল রহ. তাকে নিজের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন এবং কিং ফয়সালের সাথে অনেকগুলো প্রজেক্টে খুব কাছে থেকে কাজ করেন, বিশেষ করে তখন বিভিন্ন দেশে চলমান ইসলামি উন্নয়নের প্রজেক্টগুলোয় তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন কিং ফয়সালের বিশেষ দূত, ফলে তিনি আফ্রিকাসহ বিভিন্ন ইসলামি দেশে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যান। কিং ফয়সালের বিশেষ দূত হিসেবে তিনি মোট ৩৫টি দেশ ভ্রমণ করেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ এবং কিং ফয়সাল রহ. দুজনই তাদের কূটনৈতিক কৌশলের কারণে প্রশংসার দাবি রাখেন। যার দরুন অনেকগুলো আফ্রিকার দেশ জায়োনিস্ট ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

কিং ফয়সালের নির্দেশে তিনি আরও ভ্রমণ করেন পাকিস্তান ও ইরানে। তিনি এবং কিং ফয়সাল আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ওআইসি (OIC)-এর সূচনাকালে। ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এটি হবে একটি ইসলামিক অরগানাইজেশন, যা হরেকরকম জাতীয়তাবাদের মিলনমেলা হবে, এবং সেটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু ঐতিহাসিক, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে আসলে সবকিছু চিন্তা মোতাবেক ঘটেনি। ফলে OIC আজকেও আছে, কিন্তু এটি খুবই দুর্বল ও প্রভাবহীন একটি সংগঠন। এটা বেশ কিছু বিষয় অর্জন করতেও সক্ষম হয়েছিল শুরুর দিকে। যদিও মোটাদাগে বৈশ্বিক ইস্যুগুলোতে এর প্রভাব ছিল সীমিত, এমনকি ইসলামি বিষয়াবলিতেও এর উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ ছিল না।

কিং ফয়সালের নির্দেশে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. সৌদি আরবের পবিত্র ভূমিতে ইসলামের শেকড় শক্তিশালী করার কাজে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি কিং ফয়সালের খুব নিকটে থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ইরাকের রাজাকে ও মুসলিমবিশ্বের নেতাদেরও বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। তিনি অনেকগুলো বড় দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল সুপ্রিম কাউন্সিল অব মস্কস ও মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের ফিকহ কাউন্সিলসহ আরও অসংখ্য এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, তরুণদের ইসলাম সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ ১৪১৪ হিজরি সনে ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টে পরকালে পাড়ি জমান। সেখানেই তার কর্মময় এ বরকতময় জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সৌদি আরবে তার মৃতদেহ ফিরিয়ে আনতে একটি বিশেষ উড়োজাহাজ পাঠানো হয় এবং তাকে কবর দেওয়া হয় মক্কার আল-মালা এলাকায়। আল্লাহ তাআলা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ.-এর কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। তার ওপর অসীম করুণাধারা বর্ষণ করুন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. অত্যন্ত উপকারী অনেকগুলো বই লিখে গিয়েছেন, যা দ্বারা আজকেও আমরা উপকৃত হচ্ছি। তার মধ্যে অন্যতম:

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহুবিবাহের পেছনে হিকমত।
২. আমার আফ্রিকা ভ্রমণ। যদিও এই বইয়ের শুধু প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, যা ৮০০ পৃষ্ঠার।
৩. নামাজ আদায়ের শিক্ষা।
৪. ফিলিস্তিন : অতীত ও বর্তমান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনি আরও অনেক বই লিখে গিয়েছেন, তবে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ বই হলো, *আমার স্মৃতিকথা* হতো এই বইয়ে তিনি ইরাকের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখেছেন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ.-এর একটি অন্যতম গুণ ছিল, তার পরার্থবাদ। তিনি তার সারাজীবনে মোটেও স্বার্থপর ছিলেন না। তিনি সবকিছুতেই তার মুসলিম ভাইদেরকে তার নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সবই দিতেন, সবই করতেন। তিনি কখনো দুনিয়াবি কোনো পদ লাভের ইচ্ছা করেননি। তিনি মিশর থেকে ডিগ্রি নিয়ে যখন সেখান থেকে ফিরে আসেন, তখন আওকাফ মন্ত্রী জামাল বাব্বান তাকে বাগদাদের বিচারক হওয়ার প্রস্তাব করেন; কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করে এ সিদ্ধান্তের ওপরই অটল থাকেন। পরে তিনি ইরাকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক আইন বিভাগে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেন। মন্ত্রী তাকে বললেন, আপনি একটি বিচারবিভাগের পদমর্যাদা প্রত্যাখ্যান করেছেন, অথচ এটা ছিল স্বয়ং ইরাকের রাজার পক্ষ থেকে। এই পদ ছেড়ে আপনি শিক্ষকতা করবেন?!

শাইখ সাওয়াফ তাও সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তিনি বলতেন, একজন বিচারপতি সর্বদা মামলা-মোকদ্দমা, কোর্ট-কাচারি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং একটি বদ্ধ জীবনে আটকে পড়েন, যেখান থেকে বেরিয়ে আসা মুশকিল। অন্যদিকে একজন শিক্ষকের স্বাধীনতা আছে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকার, ইসলামের বাণী সারা বিশ্বে ছড়াতে তিনি সক্রিয় ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন। সে সময় একজন বিচারকের বেতন ছিল ৭০ দিনার, যা তখনকার হিসেবে বিশাল এক মূল্য। কিন্তু তিনি শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে নিলেন, যদিও একজন শিক্ষকের গড় বেতন ছিল ২৫ দিনার প্রতি মাসে, যা একজন কাজির বেতনের তিন ভাগের এক ভাগ।

তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী স্বপ্নদ্রষ্টা, যিনি দুনিয়াবি কোনো বস্তু কিংবা পদমর্যাদার তোয়াক্কা করেননি। তার ছিল না অর্থবিত্ত নিয়ে কোনো মাথাব্যথা। তিনি সবসময় ইসলামের সর্বোচ্চ স্বার্থের জন্য কাজ করে গেছেন।

সুতরাং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হলো, একজন বিশ্বাসীর তা-ই করা উচিত, যা ইসলাম ও উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থ বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করে। যদি কেউ এমন মানসিকতা ধারণ করতে পারে, তবে তার পেশা কী, বেতন কত, এসবে কিছু যায়-আসে না। কারণ আল্লাহ নিজেই তার জন্য এসবের ব্যবস্থা করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের রব হলেন মহান, দানশীল, দয়ালু। আপনি একজন ব্যক্তির সাথে এই দুনিয়ায় যেভাবে আচরণ করবেন, সেও ঠিক একইভাবে আপনার সাথে আচরণ করবে। কিন্তু শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. লেনদেন করছিলেন সকল রাজার রাজা মহামহিম আল্লাহর সাথে। আর মহান আল্লাহ কীভাবে তার দয়া ও রহমত থেকে তাকে নিরাশ করতে পারেন?! আল্লাহ পরম দয়ালু এবং তিনি কারও একটি ভালো কাজও নষ্ট করেন না। এটিই হলো আল্লাহর রীতিনীতি। আপনি আল্লাহর যত নিকটে যাবেন, আল্লাহ আপনার তত নিকট আসবেন। যেমন আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة.

বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক গজ নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক গজ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক বাঁও (দুই হাত ডানে-বামে প্রসারিত করা পরিমাণ) নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে (স্বাভাবিকভাবে) হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে দ্রুত হেঁটে এগোই।[৪২]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. ছিলেন দাওয়াতের কাজে অভিজ্ঞ এবং ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন রকমের পথ অবলম্বন করেন। তিনি পত্রিকা চালু করেন, বিভিন্ন এসোসিয়েশনে যোগদান করেন, যুবসমাজের সাথে লম্বা সময় কাটান। তাদের ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করতেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি তাদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থাও করতেন। তিনি তরুণদের জন্য সুইমিং পুল তৈরি করেন, যা ছিল সে সময়ের জন্য খুবই নতুন একটি বিনোদন। তিনি মহিলা দায়িদের পাঠাতেন মহিলা বিভাগে। তখন নিকাব পরিহিতা নারী ছিল অপ্রতুল, যদিও খুব দ্রুতই মেয়েরা তা পরিধান করা শুরু করে এবং ইসলামের দিকে মনোযোগী হয়, যেটা ছিল আল্লাহর অশেষ রহমত। একজন নারী মুসলিমার নিকাব পরিধান, ইসলামের প্রতি আগ্রহী হওয়া, ইসলামিভাবে

৪২. *সহিহ বুখারি*, ৭৫৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সন্তান লালনপালন করা এবং ছোট থেকেই সন্তানদের ইসলাম শিক্ষা দেওয়া, এসব বিষয় ভীষণ প্রয়োজনীয়। শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়াফ যুবসম্প্রদায় ও নারীদের শিক্ষিত করার মহান লক্ষ্যে নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তার শক্তিশালী ও আবেগপূর্ণ বক্তব্য, আমজনতার ওপর তার প্রভাব, তরুণ-তরুণীদের সোচ্চার করে গোটা ইরাকে প্রতিনিয়ত ভ্রমণ, সবকিছু বিবেচনায় শাইখ সাওয়াফ রহ.-এর অবদান ছিল অতুলনীয়। তার সাথে বিচারপতি, স্কলার, যেমন আমজাদ জাহাবির সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো। তিনি ছিলেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুর সাইদের একজন বন্ধু, যার ফলে তিনি বিভিন্ন এসোসিয়েশন তৈরি করতে গিয়ে খুব সহজেই লাইসেন্স পান এবং সহজেই সহস্র ছেলেমেয়েকে দাওয়াতের কাজে একত্র করতে সক্ষম হন। একজন মুসলিমকে নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান ও কূটনৈতিক হতে হবে, যাতে করে সে বাবা-মাকে উপলব্ধি করাতে পারে, যুবক-যুবতীদের ও তাদের দ্বীনকে রক্ষা করতে ইসলামি পরিবেশে বেড়ে ওঠার কতটা গুরুত্ব। ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা যুবসমাজকে হেফাজত করে এবং একজন বাবা কিংবা মা যদি এটা বুঝতে পারেন তাহলে তা তারা কখনো উপেক্ষা করবেন না।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. ঠিক এটাই করেছিলেন এবং ইসলামের বার্তা গোটা ইরাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন, যা দেশের জন্য বিশাল নেয়ামত। শুধু কি ইরাক? না। তার দাওয়াতের ডাক পৌঁছে গিয়েছিল ফিলিস্তিনে জিহাদরত মুজাহিদদের মাঝেও।

তিনি প্রায়ই ইসলামি সম্মেলনে যোগদান করতেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৫০ খ্রি. সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদান করেন। যেখানে শাইখের সাথে আরও যোগ দেন শাইখ তানতাবি এবং শাইখ আমজাদ জাহাবি রহ.। দ্বিতীয়জন উস্তাদ সাওয়াফের প্রায় সব ভ্রমণেই সঙ্গ দিতেন। যদি কেউ জানতে আগ্রহী হয়, কীভাবে এই তিনজন শিক্ষক ও অধ্যক্ষ হয়েও সম্পূর্ণ সহযোগিতার সাথে কাজ করেছেন ইসলামের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাতে, তবে তাকে শাইখ সাওয়াফের 'আমার স্মৃতিকথা হতে' অথবা শাইখ তানতাবি রহ.-এর আত্মজীবনী পড়তে হবে। আলি তানতাবি রহ.-এর আত্মজীবনীমূলক বইটি ছিল শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফের প্রশংসায় ভরপুর।

যখন তিনি সৌদি আরব যান, তিনি থাকতেন মদিনায় একটি ছোট রুমে। যদিও তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যার আত্মসম্মানবোধ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আশেপাশের সকলকে প্রভাবিত করত। তিনি এবং শাইখ জাহাবি মদিনায় একটি ছোট রুমে থাকতেন। একইসাথে জীবনের অনেক কঠোর ও বন্ধুর পরীক্ষার মুখোমুখি হন, আর এ সবই শুধু ইসলাম ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তিনি ইরাক ত্যাগের আগে বিপৎসংকুল পরিস্থিতিতে পড়েন। তিনি রমজানের শেষ ১০ রাতে কারাবন্দী ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন, কমিউনিস্টরা প্রতিদিন তার ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাত ও প্রহার করত। কিন্তু এত সবকিছুর মাঝেও তিনি নুইয়ে পড়েননি। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা শাইখের ওপর রহম করুন।

একজন মুসলিমের হওয়া চাই এমনই সুগঠিত ও দৃঢ়। মুসলিমদের দৃঢ়তার সাথে সাধারণদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে হবে। আজকে করব, কালকে বন্ধ রাখব এভাবে দাওয়াত হয় না। আপনি একদিন মাত্র মানুষকে দাওয়াত দিয়ে বিশ্বাস ও উদ্যম হারিয়ে পেছনে ফিরে যেতে পারেন না। দাওয়াতি কাজের জন্য একজনকে হতে হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অনড় ও বলীয়ান, যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তাআলা বলেছেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনার রবের ইবাদত করুন।[৪৩]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ সাওয়াফ রহ. অনেক উত্তম গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তিনি ইসলামি আইনবিষয়ক বিপুল জ্ঞান রাখতেন, জানতেন, কীভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। তিনি ছিলেন সংকল্পবদ্ধ ও দানশীল। তিনি ছিলেন পরের কল্যাণকামী। তিনি ছিলেন আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার অধিকারী। যখন এই সবকয়টি গুণ একজন মানুষ অর্জন করতে পারেন, তিনিই হতে পারেন উম্মাহর একজন মহান নেতা। আমরা শাইখ সাওয়াফ সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখি এবং আল্লাহই সবকিছু ভালো জানেন।

আজ আমরা মহান নেতার জীবনী আলোচনা করলাম, যিনি আমাদের খুব কাছের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং লড়েছেন কঠিন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে—কমিউনিস্ট, বাথিস্ট, ন্যাশনালিস্ট, ন্যাসেরাইটদের বিরুদ্ধে। ইসলামের যে

৪৩. সুরা হিজর : ৯৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শত্রুই হোক না কেন, আল্লাহ সকল কুফরের বিরুদ্ধে তার পা স্থির রেখেছেন এবং এই প্রতিকূল পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়েছেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে নিয়ে যান। একমাত্র তিনিই তা করতে সক্ষম।

আমাদের সর্বশেষ বচন, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তার পিতা শাইখ মুসা জিবরিল রহ. ছিলেন মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মুসা জিবরিল শৈশবের বেশ কিছু সময় কাটান মদিনায়। সেখানেই ১১ বছর বয়সে তিনি হিফজ সম্পন্ন করেন। হাইস্কুল পাশ করার আগেই তিনি *বুখারি* ও *মুসলিম শরিফ* মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৯৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন।

পরে তিনি *বুখারি* ও *মুসলিম শরিফের* সনদসমূহ মুখস্থ করেন, আর এরপর হাদিসের ছয়টি কিতাব (কুতুব সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। এরপর তিনিও তার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়ার ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রহ.-এর তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তার কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাজকিয়াও লাভ করেন।

শাইখ বকর আবু যাইদ রহ.-এর সাথে একান্ত ক্লাসে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর কিছু বইও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শিনকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামা হামুদ বিন উকলা আশ-শুআইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তাজকিয়া লাভ করেন।

তিনি তার পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়েছেন। শাইখ মুসা জিবরিল (শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের পিতা) শাইখ ইহসানকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান আমেরিকায় কিশোর শাইখ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আহমাদ মুসা জিবরিলের সাথে পরিচিত হওয়ার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইনশাআল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন!

তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে!

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল *আর-রাহিকুল মাখতুমের* লেখক সাফিউর রহমান মুবারকপুরি রহ.-এর অধীনে দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আবদুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়াস সালিমের অধীনে। তাদের মধ্যে শাইখ আতিয়াস সালিম ছিলেন শাইখুল আল্লামা মুহাম্মাদ আল-আমিন শানকিতি রহ.-এর প্রধান ছাত্র এবং তিনি শাইখ শানকিতির ইনতেকালের পর তার প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *আদওয়াউল বায়ানের* কাজ শেষ করেন।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবরাহিম আল-হুসাইনের ছাত্র ছিলেন। শাইখ ইবরাহিম ছিলেন শাইখ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ রহ.-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। শাইখ আবদুল্লাহ আল-কুদের (আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুতুল ইলমিয়্যা ওয়াল-ইফতা—Permanent Committee for Islamic Research and Issuing Fatwas-এর প্রথম দিকের সদস্য) সাথে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হজ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ আল-হুসাইনের অধীনেও অধ্যয়নের সুযোগ পান।

তিনি মহান মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল-আনসারি রহ.-এর অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তার কাছ থেকে তাজকিয়া লাভ করেন। তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরার অধীনে। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানি রহ.-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আলবানি তার অসিয়তে শাইখ আবু মালিককে তার জানাজার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুসা আল-কারনিরও (রাবিল মাদখালির জামাতা) ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাজতপ্রাপ্ত হন শাইখ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যদের কাছ থেকে। শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য শাইখ বিন বাজ আমেরিকায় থাকা সৌদি ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাজের কাছ থেকে তাজকিয়া অর্জন করেন (শাইখ বিন বাজের মৃত্যুর তিন মাস আগে)।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বাজ তাকে সম্বোধন করেন একজন 'শাইখ' হিসেবে এবং বলেন, তিনি '(আলেমদের কাছে) পরিচিত' ও 'উত্তম আকিদা পোষণ করেন'।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল নিজেকে শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুআইবি রহ., শাইখ আলি আল-খুদাইর, শাইখ নাসির আল-ফাহাদ, শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ানসহ ওইসব আলেমের সিলসিলার অনুসারী মনে করেন, যারা বর্তমান সময়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ও উলামায়ে নজদের শিক্ষাকে সত্যিকারভাবে আঁকড়ে আছে, যারা প্রকৃত অর্থে উলামায়ে নজদের উত্তরসূরি।

তার সব শিক্ষকের মাঝে শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুআইবি রহ.-কে তিনি তার প্রধান শাইখ মনে করেন এবং শাইখ হামুদের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ মন্তব্য করেন, (তিনি হলেন) আমাদের সময়ে তাওহিদের ইমাম।[৪৪]

---

৪৪. তথ্যসূত্র—দারুল ইলম ওয়েবসাইট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুবাদক পরিচিতি

মানুষের কি আদৌ কোনো পরিচয় আছে বলার মতো? তবুও বলতে হয় বলে বলা...

আমি আম্মারুল হক। আমার জন্ম হয়েছে ১৯৯৯ সালের ৫ মের এক ফরসা ভোরে। জন্মের সময় কঠিন নিউমোনিয়া হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল, এই বুঝি মরে গেল ছেলেটা। কিন্তু আল্লাহর দয়ায় বেঁচে গেলাম । সে যাই হোক, জন্ম ও বেড়ে ওঠা দুটোই চট্টগ্রামে। পড়াশোনার হাতেখড়ি হয় মায়ের কাছে কুরআন পড়ে। এরপর মা'আজ বিন জবল একাডেমিতে ক্লাস ফাইভ অবধি পড়ে হিফজ করলাম আলী বিন আবি তালিব হিফজ একাডেমিতে। কওমি ধারার পড়াশোনা শুরু হয় চট্টগ্রামের বাইতুস সালাম মাদরাসা থেকে। এখান থেকে পড়ে চলে যাই আল জামিআতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায়। কওমি মাদরাসার পড়শোনার ইতি এখানেই টানা হলো।

স্কুলকলেজেও পড়েছি পাশাপাশি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অনুষদে অনার্সে অধ্যয়নরত আছি। এই আর কি...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুবাদকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

উম্মাহর কিংবদন্তিরা (অনুবাদ)
ইসলাম ও বহুজাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা (অনুবাদ)
আন্দালুসের গল্প ০১ (মৌলিক)
বহমান জীবনের স্রোতধারা (অনুবাদ)
লেজেন্ডস অব ইসলাম (অনুবাদ)
দাওয়াহ ও হিকমাহ (সম্পাদিত)
সুফিবাদের শুদ্ধি (সম্পাদিত)

অনুবাদকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থাবলি

এশিয়া মাইনরে রোমান সেলজুক (অনুবাদ)
কুরআনিস্ট-সূচনা, ভ্রান্তি ও ইতিহাস (মৌলিক)
কমরেড থেকে মোল্লা—এশিয়ার ভূরাজনৈতিক পটপরিবর্তন
আশরাফ আলী থানভী—জ্ঞানতাত্ত্বিক সুফি (মৌলিক)
কাশমাকাশ—ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব (অনুবাদ)
দিন যে আমার গেছে বহুমধুর (মৌলিক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চেতনা থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

বই	লেখক	বিষয়
স্বপ্নের চেয়েও বড়	মাহমুদ তাশফীন	আত্মশুদ্ধি
তাহাজ্জুদ শেষ প্রহরের ডাক	ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া	ইবাদাত
ইকরা বিসমি রাব্বিকা	ড. আয়েয আল কারনী	ইলম শেখার দিকনির্দেশনা
সৌভাগ্যের দুয়ার	ড. আয়েয আল কারনী	আত্মশুদ্ধি
রাজার মত দেখতে	মনযূর আহমাদ	শিশু-কিশোর গল্প
শিক্ষিত বালক	মনযূর আহমাদ	শিশু-কিশোর গল্প
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে	ড. সালিহ আল মুনাজ্জিদ	আত্মশুদ্ধি
ইলম অন্বেষণে সফর	ড. সালিহ আল মুনাজ্জিদ	ইলম
মহাবীর সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি	কাজি বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ	ইতিহাস
স্মরণীয় মনীষী	জুবাইর আহমদ আশরাফ	জীবনী
ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা	ইমরান রাইহান	ইতিহাস পাঠের দিকনির্দেশনা
সিন্ধু থেকে বঙ্গ	মনযূর আহমাদ	ইতিহাস
মুখতাসার রুকইয়াহ	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	কুরআনি চিকিৎসা
নির্মল জীবন	ইমরান রাইহান	আত্মশুদ্ধি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শাজারাতুদ দুর	নুরুদ্দিন খলিল	ইতিহাস
মাওয়ায়েজে সাহাবা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
আকিদার মর্মকথা	সামিরুদ্দিন কাসেমি	ঈমান আকিদা
সালাফদের ইবাদাত	মাহমুদ তাশফীন	ইবাদাত
সকাল সন্ধ্যার দুআ ও যিকির	মুফতি ইবরাহীম হাসান	দুআ ও যিকির
ইলাল কুরআনিল কারীম	তাওসীফ মুসান্না	কুরআন শিক্ষা
মুসলিম জাতির ইতিহাস	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস
দ্রোহের তপ্ত লাভা	আলী হাসান উসামা	সংস্কার ও দর্শন
মুরিদপুরের পীর	ইমরান রাইহান	রম্যরচনা
শাকহাব প্রান্তরে	ইমরান রাইহান	ইতিহাস
বিবাহভাবনা	ওয়াহিদুর রহমান	বিশেষ সংখ্যা
রুকইয়ার আয়াত	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	রুকইয়া
আলোর পিদিম	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	প্রবন্ধ সংকলন
মুশাজারাতে সাহাবা	ইমরান রাইহান	ইতিহাস
ইতিহাসের অজানা অধ্যায়	ইমরান রাইহান	ইতিহাস
বুনিয়াদি আকাইদ	মাওলানা বেলাল বিন আলী	আকিদা
গোসলবিহীন জানাজা	এনামুল হক মাসউদ	শহিদের মর্যাদা
লেজেন্ডস অব ইসলাম ২খণ্ড	শায়খ আহমাদ মুসা জিবরীল	ইতিহাস

****

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

বই	লেখক	বিষয়
নবিজি : যেমন ছিল তাঁর দিনগুলো		সিরাত
স্বপ্নের ব্যাখ্যা	আলী হাসান উসামা	স্বপ্নের ব্যাখ্যা
সাফাভি সাম্রাজ্য	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস
ইমাম গাজালির নাসিহা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
ইবনে তাইমিয়ার নাসিহা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
হাসান বসরির নাসিহা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
উমাইয়া সাম্রাজ্য	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস
পলাশি থেকে ধানমণ্ডি	মনযূর আহমাদ	ইতিহাস
পশ্চিমা সভ্যতার মূল ভিত্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা : পরিচয় ও উদ্দেশ্য	আব্দুল্লাহ বিন বশির	পুঁজিবাদ
সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া	মুফতি মোহাম্মদ শফি রহ.	সিরাত
ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম	সদরুল আমীন সাকিব	ইসলামধর্ম
দাওয়াহ	ডা. শামসুল আরেফীন	দাওয়াতি পদ্ধতি
ক্যারিয়ার ভাবনা	ডা. শামসুল আরেফীন	ক্যারিয়ার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপনার অনুভূতি লিখুন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইতিহাস বর্তমানের জন্য অতীতের আয়না, পূর্বপ্রজন্মের ছায়া। ইতিহাসের মহানায়কগণ একেকজন ফলবান বটবৃক্ষ। অতীতের আয়নায় নিজেদের দেখে নিতে হয়, ছায়ার অনুকরণ করতে হয়, বৃক্ষতলে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু আমাদের দূর্ভাগ্য, আমরা ইতিহাস পড়ি ও শুনি শুধু আসর জমাতে, তথ্যস্ফীতি করতে; সে আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্ব খুঁজে দেখি না, সে ছায়ার পিছু-পিছু চলি না, সে বটবৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করি না। ফলে, অশনি ঝড় আমাদের তৃণখণ্ডের মতো উড়িয়ে নিয়ে যায়, জলোচ্ছাস আমাদের নেয় ভাসিয়ে। তাই উম্মাহর মহানায়কদের পড়ুন; জানুন, তারা কেমন ছিলেন। কীভাবে তারা ইলমে, আমলে জিহাদের ময়দানে দ্যুতি ছড়িয়েছেন...

চেতনা প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com